(উপন্যাস)

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

পঞ্চম সংস্করণ

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক, ১৩২৮ সাল

দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৩২৮ সাল — তৃতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সাল

চতুর্থ সংস্করণ—কার্ত্তিক, ১৩৩০ সাল

পঞ্চম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৩১ সাল

অনাথ-পাব্‌লিশিং-হাউস,

১৫৮ নং নিমুগোস্বামীর লেন,

কলিকাতা।

প্রীতি-উপহার
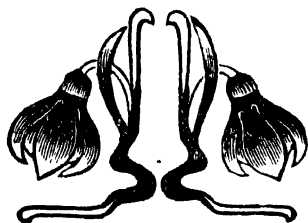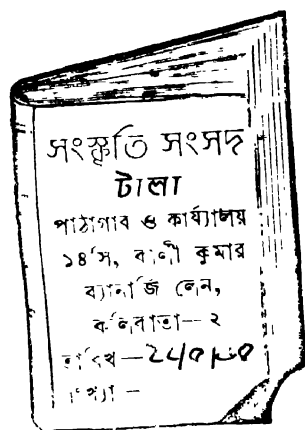
চাঁদমুখ

(উপন্যাস)

(১)

ত্রেতাযুগের প্রবল প্রতাপশালী রাবণ রাজাকে পুত্র পৌত্রাদি সহ সুবর্ণময়ী লঙ্কা ও স্বর্গ-বিজিত বৃত্তি ভোগ করিতে চক্ষে না দেখিলেও, তেলেঙ্গিয়াপুরের হরদয়াল পালের দাপটের সহিত সেই ত্রেতাযুগ কথিত বিখ্যাত রক্ষরাজের তুলনা করিতে কেহই ছাড়িত না। জগতে সুখী লোকের তুলনা দিতে হইলে, সকলেই একজোটে তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিত।

এ হেন পালবংশের বংশকাণ্ডেও ঘুণ ধরিল। নিষ্ঠুর কাল, দারুণ রাহুর মূর্ত্তিতে উদিত হইয়া যেদিন বংশের উজ্জ্বল চন্দ্রমা হইতে প্রভাতের প্রথম নিষ্প্রভ তারকাটী পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিল ; সেদিন শোক তাপ ভারাবনত পিতা মাতার দুঃখ বেদনায় সহানুভূতি লোকের বিনা চেষ্টাতেই একটা দেশব্যাপী প্রবাহ ছুটাইল। সকলেই একবাক্যে কহিল, "হায় হায়, পোড়া এক-চোকো-বিধির এক বিধি। এমন বংশ এমন ক'রে নষ্ট হয়! এমন সরস কুসুমদলেও কাল-কীট বাসা বাঁধে!

কিন্তু তাহাদের সে অনুযোগ বৃথা হইল। মৃত্যু—কাহারও নিন্দা ভয়ে মুখের গ্রাস ছাড়িয়া দিল না ; গাছ-ভরা ফুল অকালে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল।

প্রবল ঝড়ের ঘাত-প্রতিঘাতে ফলশূন্য গাছটী যেমন ক্ষোভে, রোষে ম্রিয়মান হইয়া ঊর্দ্ধে পল্লব-অঙ্গুলী বিস্তার করিয়া দেখায়,—দেখ দেখ, নিষ্ঠুর ধাতার কাণ্ডখানা; নিদারুণ কালের ঝড় বহিয়া, হরদয়ালের সাজান বাসর ভাঙ্গিয়া দিলে, সন্তানহীন বৃদ্ধ ঠিক সেইরূপেই গভীর শোক-তাপ-ভরা নয়নে ও ব্যথা বিজড়িত অভিশাপ দান-ইচ্ছু হৃদয়ে, সুদূর অনন্ত নীলিমার দিকে চাহিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িয়াছিল। বিধাতাপুরুষ আমাদের মত মেদ-মাংসের তৈরী খাঁচায় বাস করেন না তাই, নহিলে, সে আগুনে দগ্ধ হইয়া নিশ্চয় তাহার ধাতা-গিরি ঘুচিত। প্রজার চোকরাঙানি কোন রাজাই সহ্য করিতে চান না, বিধাতাই বা সহিবেন কেন; বিদ্রোহীর দণ্ডস্বরূপ এতদিনের সঙ্গিনীটিকে কাড়িয়া লইয়া, ভাঙ্গা হাটের দোকান-পাঠ একেবারেই তুলিয়া দিলেন।

লোকে বলে, 'অল্প শোকে কাতর, বিস্তর শোকে পাতর।' কথাটা অক্ষরে অক্ষরে হরদয়ালের সহিত মিলিয়া গেল। এবার মৃত্যুর শেষ উপহার আপনাকে জানিয়া, বৃদ্ধ তৃপ্ত সুখের নিশ্বাস ছাড়িল। কেননা, অচিরে তার চাঁদের হাটের সহিত মিলিতে পারিবে। এদিকে কিন্তু হঠাৎ কি জানি কি কারণে দেবতার মন্দাগ্নি উপস্থিত হইল। বৃদ্ধের কাছ দিয়া মোটেই ঘেঁষিল না। কেবল গৃহের আশার আলোগুলি একে একে নিভাইয়া দিয়া, লজ্জা-ভয়ে মুখ ঢাকিয়াই যেন পলায়ন করিল।

ব্যথার প্রথম আঘাতটা সহ্য করিতে না পারিয়া, বৃদ্ধ কোপবিচলিত মস্তকেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—আর একবার নূতন গৃহস্থালী পাতিয়া নূতন হাঁড়িতে বিধাতার সহিত প্রতিযোগিতা করিব। কিন্তু কয়দিনের চিন্তার পর আপন শক্তি সামর্থ্যের বৈলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াই হউক, অথবা একখানি কচিমুখের দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা-পীড়িত হৃদয়ের আকুল

ক্রন্দন, সেই সুদূর ভবিষ্যতের তিমির ভেদ করিয়া বৃদ্ধের কর্ণকুহরে ক্রমাগত স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ধ্বনিত হইয়াই হউক, তাহার অন্তরের সঙ্কল্প অন্তরেই লীন হইল। বাহিরে ফুটিবার অবকাশ পাইল না।

এইরূপ অবস্থাতেই সে একদিন খেয়াল-ঘোরে বাটির বাহিরে রাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। মনের উন্মত্ত চিন্তাটা তখন উদ্দেশ্যহীন ভাবেই যেন আবল্-তাবল্ বকিয়া যাইতেছিল। গ্রামের বসবাসটা তাহার পক্ষে তখন কণ্টক শয্যার-ই তুল্য হইয়াছিল। একটা যা হয় কিছু ধরিবার আশায় সে যেন হাঁফাইয়া উঠিতেছিল। তাই উদাস উন্মত্তের মত সে হঠাৎ মাথা তুলিয়া বিহ্বল ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে একদল যাত্রী পথ বাহিয়া যাইতেছে দেখিয়া, অভ্যাস মত জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে গো তোমরা ?"

অগ্রগামী লোকটী গতিবেগ কিছু শ্লথ করিয়া দিয়া কহিল, "বৃন্দাবন, চাঁদমুখ দর্শন কর্ত্তে।"

বৃদ্ধের মুখের আর কোন প্রশ্ন আসিতেছে না দেখিয়া, পায়ে-পায়ে তাহারা অগ্রসর হইল। নির্ব্বাক হতভম্বের মত কিয়ৎকাল তাহাদের গমনপথের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া আপন মনে কহিল, "ঠিক্ ঠিক্। শুনেছি, যার জ্বালার শরীর, প্রভু তার গায়ে পদ্ম হস্ত বুলিয়ে সকল জ্বালা দূর ক'রে দেন। আমার চেয়ে জ্বালা আর কার আছে—দেখা যাক্।"

দ্বিতীয়বার চিন্তার অপেক্ষা না রাখিয়া সে ছুটিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। গোলদারী দোকান ও তেজারতি কারবারের কথাটা স্মরণ হওয়ায় একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পরক্ষণেই মাথা নাড়া দিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "কার জন্যই বা। বাইরের জিনিস এই যে ডাঁই ক'রে ঘরে এনে ফেলি, গোছায় কে। ত্যৎ তোর—"

সঙ্গে সঙ্গে গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া, কড়াৎ-কড় শব্দে দরজায় তালাটা বন্ধ করিয়া সে একপ্রকার ছুটিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। তাহার লক্ষ্যটা তখন একমুখি হইয়া বৃন্দাবনের পুণ্য-রজে গড়াগড়ি দিতে ছুটিয়াছে। অন্তরে বাহিরে এক উদ্দেশ্য—বৃন্দাবনচন্দ্রের চাঁদমুখ দর্শন করিয়া প্রাণের সকল জ্বালা, সকল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা শ্রীপদে ঢালিয়া দেওয়া। অভিমান অভিযোগের গণ্ডিতে ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করা, "প্রভু, এ কি তোমার রীতি, কোন্ পাপে আমার সাজান ঘরে আগুন দিলে ?"

দলের পূর্ব্ব কথিত লোকটি হরদয়ালকে পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া সঙ্গীদের কহিল, "দেখ হে, ঠাকুর যাকে টানেন সে এমনি করেই ছুটে আসে। ভায়ার কোন পেছটান নেই বুঝি ?"

ভাঙ্গা বুকে হরদয়াল নীরব জলভরা চক্ষে কখন যে মাথা নাড়িয়াছিল, তাহা সে নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিল না। সহযাত্রী একটি রমণী স্নেহ-কাতর দৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেন্‌নি কি বাবা ?"

বানের জল বাঁধ মানিল না, চোক ছাপাইয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

আকুলকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিল. "ছিল মা, ভরাহাট কাল-ঝড়ে ভেঙ্গে গিয়েছে।"

নীরব সহানুভূতির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, রমণী চোকের উপর দিয়া অঞ্চলটা বুলাইয়া লইয়া আপন মনে বলিল, "আহা !" পর মুহূর্ত্তেই একটী ৭।৮ বৎসরের ছেলেকে টানিয়া বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিয়া কিজানি কেন ঘন ঘন চুম্বন-আশীষ বর্ষণ করিল। হরদয়াল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাভরা নয়নে 'হাঁ' করিয়া সুধু সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর সকলে মাঠের ধারে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের তলায়

আপন আপন তল্পি-তল্পা নামাইয়া বসিল। হয়দয়ালের সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষায় একজন উত্তর দিল, "আজকের যাত্রা এই পর্য্যন্ত। রাত্রের মত এই গাছতলাই ডেরা হে ভাই, রাহি লোকের এর চেয়ে ভাল জায়গা মেলে না।"

বৃদ্ধ বলিল, "তাহ'ক, কিন্তু যাত্রাটা ফের কখন আরম্ভ হবে?"

লোকটী বলিল, "ভোরের দিকে ফের চলা যাবে। ততক্ষণের জন্য বিশ্রাম, বুঝ্‌লে?"

যেন সকল বুঝিয়াই বৃদ্ধ কিছুদূরে অন্য একটি গাছতলায় গিয়া বসিয়া পড়িল, ইচ্ছা, কাহারো সহিত অধিক মেশামিশি না-করা। লোকেরাও যে যার কাজে ব্যস্ত, কেহ বড় একটা তাহার দিকে লক্ষ্য করিল না। যার যা জুটিল, খাইয়া আগা গোড়া মুড়ি দিল। আমাদের পূর্ব্বকথিত রমণীর দৃষ্টিটা কিন্তু সর্ব্বক্ষণই বৃদ্ধের উপর ন্যস্ত ছিল। ছেলেটীকে খাওয়াইয়া, শোয়াইয়া ধীরে ধীরে আপনার ভাতের থালাটী হাতে লইয়া হরদয়ালের সম্মুখে আনিয়া রাখিল ক্রোধের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে হরদয়াল তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

রমণী কিছুই বলিল না, নীরব অবনত নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন স্নেহময়ী করুণার প্রস্তরমূর্ত্তি ভাবাবেশে বৃদ্ধ উচ্ছলিত নয়নকে বহু কষ্টে চাপিয়া, অন্নগ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল। একটা রুদ্ধ করুণ আবেগভরে তাহার সারা দেহটা কম্পিত হইয়া উঠিল।

অর্দ্ধরাত্রে কাহার ঠেলা পাইয়া বৃদ্ধ ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। লোকটী বলিল, "বসে থাকলে চ'লবে না যাবে তো উঠে পড়, দেখছ না, সবাই এগিয়ে গেছে!"

চঞ্চলনয়নে বৃদ্ধ চারিদিকে চাহিল, দেখিল, যথার্থই গাছতলা খালি, তল্পি-তল্পা বাঁধিয়া সঙ্গীরা বহু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। আকাশের দিকে

চাহিয়া দেখিল, তখনও অনেক রাত। জিজ্ঞাসুভাবে লোকটীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এর মধ্যে যে! ভোরে যাবার কথা ছিল না?"

লোকটী মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কহিল, "তা তো ছিল, কিন্তু দেখছ না—!" অর্দ্ধ সমাপ্ত কথাটা ঠোঁটের মাঝে চাপিয়া রাখিয়া সে আঙ্গুল বাড়াইয়া একটা স্থান নির্দ্দেশ করিল। বৃদ্ধ হরদয়াল চাহিয়া দেখিল, কিছুদূরে অন্য একটী বৃক্ষতলে কে একজন পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। আশ্চর্য্য-নয়নে বৃদ্ধ সঙ্গীর দিকে চাহিয়া কহিল, "ওর হয়েছে কি?"

লোকটী চোক টিপিয়া কহিল, "বাজার ভাও।"

বৃদ্ধ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তবে তোমরা ফেলে যাচ্ছ যে?"

লোকটি ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "যাব না, প্রাণের ভয় কার নাই! চল, আর দেরি করে না।"

হতভম্বের মত কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বৃদ্ধ কহিল, "সে কি!—সবাই চ'লে গেলে, ওকে দেখবে কে?"

উত্যক্তকণ্ঠে লোকটী দাঁত খিঁচাইয়া কহিল, "আর কে, যমে। এখন যাবে, না চ'লে যাব।"

করুণায় বৃদ্ধের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি লোকটীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "ছি, এ সময় কি ফেলে যায়। ওতো আমাদেরই সঙ্গী বটে।"

লজ্জা পাইয়া মুখটা কাচু-মাচু করিয়া লোকটী বলিল, "কি ক'রব বল, সবাই যখন গেল—"

বৃদ্ধ আশ্বাসিতকণ্ঠে কহিল, "আমরা দু'জনেই থাকি এস।"

উদাসভাবে লোকটী সঙ্গীদের গমন পথের দিকে চাহিয়া কহিল, "ওকি কম ব্যায়রাম!"

বৃদ্ধ কহিল, "সেই জন্যেই তো আমাদের আরও থাকা দরকার।"

লোকটী উদ্ধতভাবে কহিল, "কি, বৃন্দাবন যাওয়া বন্ধ ক'রে? আমার এত বাতিক চাপেনি।"

বৃদ্ধও উত্তেজনাবশে বলিয়া উঠিল, "দেবতার সৃজিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবটিকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে গেলে. দেবতার দয়া আকর্ষণ কর্ত্তে পারবে!"

লোকটী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "সে বিচার তোমার কাছে নাই বা কল্লুম। যাবে তো এস।"

বৃদ্ধ তাহার কথার উত্তর না দিয়া রোগীণীর দিকে অগ্রসর হইল। লোকটী সহসা ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হাসিয়া কহিল, "সুন্দর মুখখানা দেখে তোমাকেও মজালে হে।"

থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে লোকটী বলিল, "বয়স প'ড়ে এসেছে—তাতে কি, মাগীর মুখের টানটা কি কম গা। তুমি ফিরতে পারবে না দেখছি, আমি চল্লুম।"

রাগে, ক্ষোভে অধর দংশন করিয়া বৃদ্ধ কহিল, "চল, যাচ্ছি।"

পূর্ণ উৎসাহে বৃদ্ধের পিঠ ঠুকিয়া লোকটী কহিল, "এই তো চাই। বৃন্দাবনে অনেক মিলবে দাদা—ভাবনা কি, এগিয়ে পড়।"

বৃদ্ধ চঞ্চলভাবে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "এই জন্তেই বৃন্দাবন যাওয়া, কি বল?

লোকটী মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, "তা বই কি।"

ক্রোধ কম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধ কহিল, "নাই গেলুম এমন বৃন্দাবনে।"

লোকটী তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া কহিল, "আ, চট কেন দাদা, বৃন্দাবনের অঙ্গই যে সেবাদাসী।"

বৃদ্ধ পূর্ব্বানুরূপ কণ্ঠেই কহিল, "চুলোয় যাক্ তোমার বৃন্দাবন, আমি যেতে চাই না।"

ঠিক সেই সময়ে তাহার প্রাণের ভিত্তিটাকে দৃঢ় করিবার জন্যই যেন বৃক্ষতলা হইতে শিশু কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "অমন করিস নি মা, আমার ভয় করে!"

লোকটী জোর করিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল, "অত পেছটান ভাল নয় দাদা, আপনার সব ছেড়ে দিয়ে, পথের কুড়িয়ে মায়া বাড়ান কেন? ল্যাটা জুটলে, চাঁদমুখ দর্শন হবে না। এস।"

বৃদ্ধ তাহাকে ঠেলা দিয়া কহিল, "আমি যাব না, তুমি যাও।"

লোকটী উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল, "তখুনি ব'ললে পারতে, আমি চ'লে যেতুম্। এ আঁধারে একা আমি কোন দিকে যাই। না না, তোমায় ছাড়ছি না, যেতেই হবে তোমাকে। না যাও, টেনে নিয়ে যাব।"

বৃদ্ধ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত খানিক দাঁড়াইয়া রহিল। পিছন হইতে করুণকণ্ঠের ধ্বনি ছুটিয়া আসিল, "মা, মা, মাগো!"

হঠাৎ হুমকি দিয়া বৃদ্ধ সম্মুখে পতিত একখানি প্রস্তর তুলিয়া লোকটীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। "বাপরে, খুণে!" বলিয়া লোকটী হঠাৎ পিছন দিকে লাফ দিল। পর মূহূর্ত্তেই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। ধীরে ধীরে বৃদ্ধ, রোগিণীর শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল।

মল-ক্লেদ-রঞ্জিত রমণীর রোগ-মলিন মুখের দিকে চাহিয়াই হরদয়াল বুঝিল, কয়দিনের অনাহারের পর যাহার স্নেহ দয়ায় আজ তাহার মুখে অন্নগ্রাস উঠিয়াছিল, এ সেই স্বভাব-সরল মাতৃমূর্ত্তি। পার্শ্বে তাহার

বড় যত্ন আদরের ধন, বালকটী। ধীরে ধীরে রোগিণীর যন্ত্রণা-কাতর মস্তকটী কোলের উপর তুলিয়া, বৃদ্ধ স্নেহভরা কণ্ঠে বলিল, "কি কষ্ট হচ্ছে, মা!"

যুবতী বহুকষ্টে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। পরে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "কে, বাবা! কেন ফিরলে?"

বৃদ্ধ মধুর স্নেহধারা বর্ষণ করিয়া কহিল, "আমায় তোর দরকার হ'য়েছে যে মা!"

বেদনাকাতর কণ্ঠে যুবতী কহিল, "অাবাগীর জন্যে চাঁদমুখ দেখা হ'ল না বাবা!"

হাসিবার চেষ্টা পাইয়া বৃদ্ধ কহিল, "ভুল বুঝেছিস্ মা! প্রাণ আমার মোটেই তাকে চায়নি। এত যে আকুল হ'য়েছে, সে কেবল তোর ছেলের কান্নায়।"

যুবতী নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "বড় অভাগা ও, এই বয়সে সব হারালে।" খানিক দম লইয়া আবার বলিল, "তোমার যাওয়া উচিত ছিল বাবা। কি জানি, আর যদি নাই ঘটে!"

বৃদ্ধ গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিল, "ঠাকুর যদি সত্যি হয় মা, জেনে রাখ্, তার নিয়োগেই আমি তোর পাশে ছুটে এসেছি। তার দেওয়া দান অবহেলায় পায়ে ঠেলে, কেবল মুখের ভক্তি নিয়ে ছুটোছুটি কোরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন—জোর গলায় বল্‌ছি, এ বিশ্বাস আমার নেই। দরকার হয়, তিনি তোদের মধ্যে দিয়েই তাঁর অনন্তরূপের দর্শন দেবেন।"

এত বড় স্থির বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে পারে, এতদূর শক্তি রুগ্নার ছিল না। কাতরকণ্ঠে তাই বুঝি সে বলিল, "যাই বাবা! জল, ওঃ, বড় পিপাসা।"

যুবতীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বৃদ্ধ কহিল, "জল আছে কি মা?"

ভাঙ্গাগলায় যুবতী ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "নেই বুঝি, সব খেয়ে ফেলেছি। সামনে পুকুর, একটু—উঃ, বড় তেষ্টা।"

ঘটীটা হাতে লইয়া বৃদ্ধ যুবকের গতিতেই ছুটিয়া গেল। জল লইয়া ফিরিতে যতটুকু বিলম্ব হইল, তন্মধ্যেই যুবতী বহুল পরিমাণে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। বহু যত্নে তাহাকে পরিস্কার করিয়া দিয়া, বৃদ্ধ বড় আদরে তাহাকে তুলিয়া শোয়াইল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখার মত যুবতীর চ'কে মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "চল্‌লুম বাবা, আমার ছেলে—"

অর্দ্ধ সমাপিত কথা কয়টী বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াও বৃদ্ধ শুনিতে পাইল না। নিস্প্রভ নয়নের অতি নিকটে মুখ আনিয়া কহিল, "ছেলের ভাবনা নেই মা, ও এখন আমার।"

বুঝি কথাটা কাণে গেল। মৃত্যু-মলিন মুখের উপর মুহূর্ত্তমধ্যে উজ্জ্বল আভার বিকাশ পাইল। আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া যুবতী পূর্ণ বিশ্বাসে বৃদ্ধের নয়নে নয়ন মিলাইয়া অস্ফুটস্বরে কি যেন বলিতে চাহিল, কিন্তু ভাষায় তাহা বাহির হইল না। উন্মত্তের মত বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল, "তোর ছেলে, তুই ছাড়া কে যত্ন কর্ত্তে পারবে মা,—আমি যে পর।"

একটা উজ্জ্বল হাস্য-তরঙ্গ তখনও যুবতীর বদনে খেলা করিতেছিল। সে হাসির অর্থ যেন সুস্পষ্ট—স্বীকার ক'রেছ বাবা, আর ফেল্‌তে পার না—সঙ্গে সঙ্গে তাহার এতক্ষণের যন্ত্রণা-কাতর মাথাটা শ্রান্তি বশেই যেন ঢলিয়া পড়িল। শিশুর উচ্চ চীৎকারের সহিত আকাশ-ফাটা সুর মিলাইয়া বৃদ্ধ বলিল, "হায়, হায়, এখন এ ভূতের বোঝা নিয়ে আমি যাই কোথায়?"

মাথার উপর সহসা কড় কড় শব্দ হওয়ায় বৃদ্ধ চকিত নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল ; পুঞ্জীভূত মেঘে সারা আকাশটায় কালি ঢালিয়া দিয়াছে। পাশের শিশুটী সভয়ে মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "অমন করে চেয়ে আছিস্ কেন মা, বড্ড যে ভয় করে!"

আবেগ আকুলিত হৃদয়ে তাহাকে বক্ষের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বৃদ্ধ কহিল, "ভয় কি ভাই, এই যে আমি র'য়েছি, আমি যে তোর দাদু!"

বৃদ্ধের বুকের মাঝে নিজেকে মিশাইয়া দিয়া, বালক ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিয়া উঠিল, "মা কেন অমন হ'য়ে গেল, দাদু?"

বালকের প্রশ্ন করাটা সহজ হইলেও, উত্তর দানটা বৃদ্ধের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। মুখে কিছু বলিতে না পারিয়া সে বালককে আরও জোরে চাপিয়া ধরিল। কিয়ৎকাল নীরবে অতিবাহিত হইবার পর, বলিবার মত একটা কিছু যেন হাতের কাছে পাইয়া, বৃদ্ধ চঞ্চলকণ্ঠে কহিল, "তোর মা, বৃন্দাবনচন্দ্রের পায়ে লুকিয়ে গেছে ভাই! ও যা আছে, কেবল খোলসটা।"

বালক কি বুঝিল তা জানিনা ; মৃতার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "আমার ভয় কচ্ছে দাদু, বাড়ী চল।"

মৃতার মাথার কাছের গাঁটুরিটা ও জলের ঘটিটার দিকে বৃদ্ধ একবার উদাস নয়নে চাহিল, দু' এক পদ অগ্রসরও হইল, পরক্ষণেই কি ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বাজের উজ্জ্বল আলোকে মৃতার তৃপ্তিভরা মুখখানি সহসা সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। সেদিকে চাহিয়া বৃদ্ধ হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। চোকে হাত চাপিয়া আকুল প্রাণে বলিয়া উঠিল, "তোর শেষ

কাজটা কর্ত্তে না পেরে আমার প্রাণটার মধ্যে যা হচ্ছে মা, তা তোর বৃন্দাবনচন্দ্রই জানেন।" পরক্ষণেই কিজানি কেন, সে উন্মত্তের মত সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। চোর যেন গৃহস্থের অমূল্য রত্নটী তাহাদের নিদ্রিত অবস্থায় চুরি করিয়া পলাইতেছে। ভয়, পাছে গৃহস্থ জাগরিত হইয়া, তার এত চেষ্টার ফলটী কাড়িয়া লয়।

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সে আবার নিজের কুটির খানিতে ফিরিয়া আসিল। একটা স্বপ্ন জাগরণের মধ্যে নূতন প্রভাত তাহার চক্ষের দ্বারে আজ যেন নূতন আলো ছড়াইতে লাগিল। প্রাণ জুড়িয়া আজ যেন একট নব আনন্দ-শিহরণ ফুটিয়া উঠিতেছে। সে শিহরণে আজ জগৎ মধুময়! গাছের পাখী, বনের ফুল, আকাশ, বাতাস সবই যেন সে মধু-স্রোতে ডুবিয়া মধুময় হইয়া গিয়াছে।

বাটির দ্বারে আসিয়া বৃদ্ধ চঞ্চলনয়নে চাহিয়া দেখিল, এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! একরাত্রের মধ্যে বাড়ীটা এমন কদর্য্য আবর্জ্জনায় ভরিয়া দিল কে? বাটী প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে এ কি কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল। এ বাটীতে বাস আর বনবাস সমান। কি করিয়া বৃদ্ধ এতদিন এ বনভূমে বন্যজন্তুর মত কাটাইয়াছে, কে জানে!

দ্বারের চাবি খুলিয়া বৃদ্ধ চাহিয়া দেখিল। বাহির হইতে ভিতরের উঠানটা আরও অধিক জঙ্গলময়। তাই ত, এ বন-বাদাড়ে কি পরের ছেলে নিয়ে ঢোকা যায়! তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ কয়েকখানি কুটীর অতিক্রম করিয়া চলিল। শেষের দিকে একখানির দ্বারে আসিয়া ডাকিল, "পুঁটি, ওরে পুঁটি?"

মাথার অবগুণ্ঠনটা টানিতে টানিতে একটী বিধবা ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া কহিল, "আসুন না বাবা, কি ব'ললেন?"

কোলের ছেলেটাকে দাওয়ার উপর তাহার পার্শ্বে নামাইয়া দিতে

দিতে বৃদ্ধ সাগ্রহ হাস্যে কহিল, "একে ততক্ষণ রাখতো মা। আঃ, বাড়ীটায় কি জঙ্গলই হ'য়েছে। দেখি যদি যদুকে পাই।"

বিধবা, ছেলেটীকে কোলে তুলিয়া লইল! বৃদ্ধ আপন মনেই বকিয়া চলিল, "তুমি ত পর নও মা, হিমুর বৌ, সে ছিল আমার পিসতুত ভায়ের ছেলে, তাই তোমার কাছেই আগে ছুটে এলুম। জঙ্গল হবে না! কেই বা দেখে, কেই বা কাটায়। নিজে বনে-বাদাড়ে প'ড়ে থাকি, এসে যায় না, তা ব'লে একে নিয়ে—বাপরে!"

কিন্তু একগ্রামে এক পাড়ায় থাকিয়াও বৃদ্ধ এতদিন যে এ বিপন্ন আত্মীয়ের সন্ধান লয় নাই, সে কথা মনেই রহিল না। পুঁটির মাও কথাটা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিল না। ঘুমন্ত ছেলেটীকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে বাবা?"

হতভম্বের মত বৃদ্ধ তাহার মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাই তো, এ প্রশ্নটা যে উঠিতে পারে, এতক্ষণ কৈ সে কথাটা তো ভাবা হয় নাই। কি জবাব দেওয়া যায়! মানুষের—বিশেষ স্ত্রীজাতির—পরের কথা জানিবার এ অন্যায় আগ্রহ আসে কেন? এ কি দুষ্প্রবৃত্তি! বৃদ্ধকে নীরব দেখিয়া বিধবা নিজেই নিজের প্রশ্ন সমাধান করিয়া কহিল, "দুর্গাপুরের উমির ছেলে বুঝি, দিব্যি ছেলেটী ত!"

এত সহজে উদ্ধার পাইয়া বুড়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু কথাটা তো সত্য নয়; দুর্গাপুরের ভাগিনেয়ী অনেক দিন হইল তার দোকান পাঠ তুলিয়া দিয়া নিজের আনিত বেসাতি নিজেই টানিয়া লইয়া অনন্তের পথে চলিয়া গিয়াছে। তার ছেলে—এত বড় মিথ্যাটাকে বালকের মাথায় চাপাইতে, বৃদ্ধের প্রাণটা মুহূর্ত্তের জন্য বাঁকিয়া বসিল। নির্ম্মল বংশের পরিচয়—ষাট্ ষাট্, ও অক্ষয় হ'য়ে থাকু। কিন্তু

পলকণেই একটা তৃপ্তি আনন্দের উৎস প্রাণের মাঝে অন্তঃশীলা ফল্গুর মতই বহিয়া বৃদ্ধকে শান্ত করিল। হউক মিথ্যা, তবু লোকে আপনার ব'লে জানবে তো। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ কথাটার সমর্থন করিয়া কহিল, "হ্যাঁ" তারপর আর অধিক কথায় পাছে মিথ্যা ধরা পড়ে, এই ভয়েই যেন ত্বরিত পদে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরেই কিন্তু ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ফিরিয়া কহিল, "বৃন্দাবন, এদিকে আয় তো একবার ?"

বাল্যের স্বভাব, সঙ্গিনী পাইলে তাহাকে আপন জানিয়া বুকে টানিয়া লওয়া। পুঁটিকে পাইয়া বালক ঠিক সেইরূপ স্নেহ আদরে তাহার সহিত ক্রীড়ায় রত হইয়াছিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া কহিল, "কাকে ডাকছ তুমি ?"

চঞ্চল নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিল, "ইনি কোথায় ?"

বালক অঙ্গুলি বাড়াইয়া খিড়কির দিকে দেখাইয়া কহিল, "ঘাটে গেছেন, ডাকবো ?"

বৃদ্ধ রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, "না, দরকার নেই। আচ্ছা, তোর কি আক্কেল বল্‌ত বৃন্দাবন! তুই নাকি বলেছিস্, তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই—আমি তোর দাদু নই !"

শিশু অবাক-বিস্ময়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কে বললে, কৈ, আমি তো তা বলিনি।"

পুঁটীও সাগ্রহে বালকের পক্ষ সমর্থন করিয়া কহিল, "ও কই বললে দাদু, ও তো বলে নি !"

বৃদ্ধ আশ্বাসের শ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "তুই জানিস না রে, ছেলে মানুষ কিনা, তাই জিগ্‌গেস্‌ছি। আমিই তোর আসল দাদু, বুঝেছিস্ ?"

ঘাড় নাড়িয়া বালক তাহার কথায় সায় দিল। বৃদ্ধ আবার কহিল,

"তোর মা, বৃন্দাবনচন্দ্র নামটা বড় ভালবাস্‌তো। আমি তোকে তাই বৃন্দাবনচন্দ্র ব'লে ডাকব, বুঝেছিস ?"

সেই আট বৎসরের বালক ও পাঁচ বৎসরের বালিকার কাছে কথাটা বলিয়া হঠাৎ ধরা পড়িবার ভয়েই যেন বৃদ্ধ চঞ্চল চরণে সেস্থান হইতে ছুটিয়া পলাইল। যদু বাগ তখন সবেমাত্র কাজের চেষ্টায় বাহির হইতেছিল। বৃদ্ধকে দেখিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "কোথাকে যাচ্ছা গো পাল ম'শয় !"

বৃদ্ধ চঞ্চল নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল, "একবার তোরই কাছে এলুম যদু। বাড়ীটায় বড় জঙ্গল হয়েছে, একটু সাফ করে দিতে পারবি ?"

যদু হাসিয়া কহিল, "পারবুনি কেনে কর্ত্তা, আমার তো কাজই ওই, এতদিন ডেকুলে, ও জঙ্গল তো জঙ্গল, তার বাপও যোদোর হাতে বাপ বাপ ব'লে পেলিয়ে বাঁচতো।"

হঠাৎ আবেগভরে হরদয়াল বলিয়া উঠিল, "আর কে আছে যদু, কার জন্যেই বা ক'রবো।"

নিশ্বাস ছাড়িয়া যদু কহিল, "তা যা কইলে কর্ত্তা, একটা গুড়োও যদি থাকত, তবু তাকে নিয়েও মন ব'সতো। এ যে কেউ নেই !"

বাধা দিয়া হরদয়াল তাড়াতাড়ি বলিল, "এতদিন কেউ ছিলনা, বেশ ছিলুম। যেখানে হয় পড়ে থাকতুম। তা সাপেই কাটুক আর বাঘেই নিক্ —আমার পক্ষে সব সমান। আজ এক পরের ছেলে জুটিয়ে ম'রেছি যে।"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বৃদ্ধ নেহাৎ অপরাধীর মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া যদুর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া রহিল। যদু বিস্মিত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনার যা, তাই ভোগে এল না, আবার কারে জোটাতে গেলে কর্ত্তা ?"

অন্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া হরদয়াল বিরক্তিমাখা কণ্ঠে কহিল, "নাতি নাত্‌কুড় থাকলে কি লোকে ফেলে দেয় যদু? না হয় নিজেরই গিয়েছে। বংশের একগাছা কুটো থাকলে লোকে বুক বেঁধে উঠে।"

মস্ত বড় একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে বুঝিয়া, যদু ব্যস্তভাবে তাহা শুধরাইয়া লইবার জন্য কহিল, "সে আর ব'লতে, তা বেশ করেছ কর্ত্তা, এই তো কাজ।"

সে কথায় কাণ না দিয়া ভ্রূ টানিয়া বৃদ্ধ কহিল, "সে যাক্, এখন যাবি কিনা বল্।"

যদু কহিল, "এস্‌বো বই কি কর্ত্তা, আপনি নিজে এয়েছ, এসবো নি? তবে হাতে একটা কাজ ছিল কিনা? বিকেল নাগাদ গেলে চলে না?"

হরদয়াল রুক্ষকণ্ঠে কহিল, "তো বেটাদের দশাই ওই। সেধে কাজ দিতে এলে কিছুতেই ক'রতে চাস না। আমার যেমন মরণ; কেবল ওই ছেলেটার জন্যে। নইলে বন পগার আমার সবই এক। যেখানে খুসি প'ড়তুম্ আর মরতুম। আচ্ছা থাক্, দেখি কেনাকে নিয়ে যদি পারি।"

ব্যস্তভাবে যদু কহিল, "গোঁসা ক'রোনি কর্ত্তা, চল এস্‌তেছি, ওনাদের বাড়ী তখন ওবেলাই যাব'খন্। আপনার কথা কি ঠেল্‌তে পারি? এসো।"

উঠান বাহির সাফ করিয়া যদু চলিয়া গেল, খানিক নীরবে বসিয়া আনমনে কি চিন্তা করিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহ দ্বার উন্মোচন করিল। অকস্মাৎ শত শত স্মৃতিচিহ্ন যুগপৎ উদয় হইয়া তাহাকে বড় মর্ম্ম যাতনা প্রদান করিল। খানিক স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে মনের সঙ্গে একচোট নীরবে যুদ্ধ করিয়া লইল। তারপর ঘরের এলো-মেলো ভাব ও চতুঃপার্শ্বের

সাতপুরু ধুলি রাশির দিকে চাহিয়া, সে অন্তরের পাহাড় রাশি নিশ্বাসে বাহির করিয়া দিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। তখন খোলা ঘর ফেলিয়া রাখিয়া, ছুটিতে ছুটিতে বৃদ্ধ পুঁটিদের বাটির দ্বারে আসিয়া ডাকিল, "ওরে ও পুঁটি, তোর মাকে বল্, একবার গিয়ে ঘর দোর গুলো যেন ঝেড়ে ঝুড়ে রাখে। আমি বাজার চল্লুম। এবেলা তো হোল না, ওবেলাই যা হয় ফুটিয়ে খাব'খন্। পরের ছেলে কাঁধে নেওয়া ত অমনি নয়; হন্নে হ'য়ে ছুটে মরতে হয়। কেন আপদ জোটালুম কে জানে।"

পুঁটির মা বাহিরে আসিয়া বলিল, "রান্নাতো কোরে রেখেচি বাবা; তেল মেখে একটা ডুব দিয়ে আসুন না। খোকা খেয়েছে।"

বৃদ্ধ স্তম্ভিতভাবে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, নিজের অবস্থাটা বুঝে চল্লে না মা, পাবে কোথায়?"

পুঁটির মা হাসিয়া কহিল, "যিনি পাঠিয়েছেন বাবা, তিনি জোগাড়ও ক'রেছেন। মল্লিক-গিন্নি আজ ডেকে সিধে দিয়েছিল।"

বৃদ্ধ চঞ্চল হইয়া কহিল, "শেষে ভিক্ষেটাও করালে। সয়তান মা, সয়তান! বেশী মেশামিশি করিস্‌নি শেষে কি আটা-কাটিতে জড়িয়ে মরবি!"

কথাটা বলিয়াই চঞ্চল নয়নে বালকের বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ অস্থির চরণে সেস্থান হইতে ছুটিয়া পলাইল। যাইবার সময় তাড়াতাড়ি বলিল, "দেখেছ কি ভুল! পোড়া মনের কি ছাই ঠিক আছে? দরজাটা খুলে হাট ক'রে এসেছি, তা মনেও নেই।"

(৩)

অনেক ভাবিয়া বৃদ্ধ হরদয়াল পাল, বৃন্দাবনের সহিত একত্র হবিষ্য করিতেই মনস্থ করিল। হিন্দুর ঘর, মা-মরা অশৌচটা পালন না করিলে চলিবে কেন?

এদিকে বালককে একা হবিষ্য করিতে দেখিলে, পাঁচজনের মনে সন্দেহ উঠিতে পারে; সেও যে একটা বিষম ভয়। তাই সবার চোখে ধুলা দিবার জন্যই বৃদ্ধের এ ফিকির। পুঁটির মা থাকমণি কিন্তু ইহাতে একটা ভয়ানক রকমের আপত্তি তুলিল। তাহাকে নিরস্ত করিতে না পরিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া কহিল, "শুনে এসেছি মা, এটা বড় পুণ্যাহ মাস। কখনত হয়নি, এমন যোগাযোগ হাতে পেয়ে ছাড়ি কেন।"

থাকমণি শুনিল না, বলিল, "নিজে কচ্চেন করুন, দুধের ছেলে বৃন্দাবন, তাকে নিয়ে টানাটানি কেন ও কোথা খেয়ে দেয়ে খেলিয়ে বেড়াবে, না আলোচাল আর ডালবাটার পিণ্ডি খেয়ে পুণ্যি, এমন পুণ্যি সিকেয় তোলা থাক্।"

হাসিবার মত মুখটা করিয়া বৃদ্ধ তাহাকে বুঝাইয়া কহিল, "আগে দেবতাকে নিবেদন ক'রে দিয়ে, তারপর ওকে দোব'খন্। প্রসাদ অমৃত, তাতে আর আপত্তি তুলিস নি?"

ঝঙ্কার দিয়া থাকমণি কহিল, "তোমার অমৃত তুমিই খেও বাপু। আমি ওকে ঝোল ভাত রেঁধে খাওয়াব। বালা পেট, সহ্য হবে কেন?"

বৃদ্ধ দাঁত খিচাইয়া কহিল, "বুঝেছি গো বুঝেছি। কেবল নিজের গণ্ডা পোষাবার ফন্দি। সে হ'চ্চে-টচ্চে না, সিধে পথ দেখ।"

কথাটায় ব্যথা পাইয়া থাকমণি তাড়াতাড়ি সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেল। যাইবার সময় আপন মনে বলিয়া গেল, "মরণ আমার,

যার নাতি, অসুখ হয় সেই ভুগ্‌বে। আমার এত মাথা ব্যথা কেন ?"

কিন্তু সারাদিন ধরিয়া সেই 'কেন'টার কোন সদুত্তর যোগাইতে না পারিয়া, সে মনে মনে বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৈকাল-নাগাদ কিছু দুধের যোগাড় করিয়া, ঘন করিয়া জ্বাল দিয়া বৃন্দাবনকে আড়ালে ডাকিয়া খাওয়াইতে আসিল, বৃদ্ধের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটায় কিন্তু তাহার এ লুকোচুরি অজ্ঞাত রহিল না। ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে সে তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, ঠিক সেই সময় বৃদ্ধ গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, "শুনে যাও ?"

ঘর্মাক্ত কলেবরে পুঁটির মা পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া—নিষ্ঠুর বিচারকের সম্মুখে অপরাধিনী বেশে দণ্ডায়মান হইল। বৃদ্ধ কোমর হইতে চাবির গোছাটা ফেলিয়া দিয়া কহিল, "ওই হাতবাক্সে চারটে টাকা আছে, নিয়ে যাও।"

থাকমণি নড়িল না, মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রুক্ষকণ্ঠে বৃদ্ধ কহিল, "দুধের জোগান ক'রেছ, দামটা নিয়ে মাথা কিনবে, এতটুকু উপকার তোমায় দিয়ে হবে না। লোকের করবার বেলা কেবল হরদয়াল, কেমন ?"

ওষ্ঠপুটে তীব্রস্বর বাহির হইতে চাহিল—"এতদিন সে গিয়াছে, কৈ, কবে তোমার দোরে হাত পাত্‌তে এসেছি।"—দাঁতে দাঁতে চাপিয়া থাকমণি কিন্তু সে আবেগ রোধ করিল। আনমনে পায়ের আঙুল দিয়া শুধু মাটিতে দাগ কাটিতে লাগিল। বৃদ্ধের চক্ষু সহসা অস্বাভাবিক তেজে জ্বলিয়া উঠিল, দাঁতে দাঁতে ঘসিয়া সে কহিল, "মতলবটা তাহ'লে ছেলেটাকে বিষ খাওয়ান, কেমন ? আমার ভাল লোকে যদি একটু দেখতে পারে !"

সতেজে মাথা তুলিয়া পুঁটির মা, একবার বৃদ্ধের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর ধীরপদে সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিল। বৃদ্ধ অনুপস্থিত বৃন্দাবনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখলি বেন্দা, তোর মাসীর কীর্ত্তি! দাম দিলেও একটু দুধ রাখতে পারবেন না, এই দরদ।"

তথাপি থাকমণির ফিরিবার কোন আগ্রহ নাই দেখিয়া, বৃদ্ধ সহসা ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ের কাছে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে কহিল, "দোহাই মা ঠাকরুণের! ছেলেটার উপর একটু কৃপা দৃষ্টিতে চাও। তুমি না মা? মা হ'য়ে ওইটুকু ছেলেটার উপর রাগ ক'চ্ছ কোন হিসাবে, শুনি? বলি এত শুল খেয়ে আমার কি মাথার ঠিক আছে!"

একটা অশ্রান্ত শ্রাবণের উত্তপ্ত ধারা উভয়েরই গণ্ড বহিয়া গেল, থাকমণির আর অগ্রসর হওয়া চলিল না। তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া সে গৃহ হইতে হাতবাক্সটা বাহির করিয়া আনিল, ধীরে ধীরে সেটা বৃদ্ধের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া নীরবে হাত পাতিল। বৃদ্ধ মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "তবেই হয়েছে! আমি কি ছাই চোখে দেখি, চাবিটা ছাই খুলেই দাও?"

বাক্সটা টানিয়া লইয়া, পুঁটির মা এবার নিজেই চাবি খুলিল। কথিত টাকা চারিটা বাহির করিয়া লইয়া ঝনাৎ করিয়া বাক্সটা বন্ধ করিয়া দিল। হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "রাগের চোটে আধখানা কাপড় যে বাক্সের মধ্যে চাবি বন্ধ থাকৃচে, সেদিকে হুঁসই নেই।"

ঈষৎ বঙ্কিম দৃষ্টিতে থাকমণি চাহিয়া দেখিল, সত্য-সত্যই আঁচলের একটা খুঁটের সহিত বাক্সের চাবিটা বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বাক্সটা ঘরের মধ্যে তুলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভুলের বশে চাবির থোকাটা যে তাহারই নিকট থাকিয়া

গেল, তা মনেই রহিল না। বৃদ্ধ হরদয়ালও সেটা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিল না। আপন মনে একটু হাসিল মাত্র।

দিন-কুড়ি পরে, একদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে, বড় পুকুরের পাড় দিয়া আসিতে আসিতে হরদয়াল দেখিল, বৃন্দাবন নিবিষ্টচিত্তে মাছ ধরিতেছে। পাড়ের উপর কিছু দূরে বসিয়া পুঁটি হাঁ করিয়া তার মাছ ধরা দেখিতেছে। বৃদ্ধের স্মরণ হইল, আজ কয়দিন হইতে বালক বাঁকারি লইয়া চাঁচিতেছিল বটে। সেদিন আব্দার ধরিয়া তাহার নিকট হইতে যে কয়েক আনা পয়সা লইয়াছিল; অনুমান, তাহাতেই সূতা বঁড়সী কিনিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে বালকের ছিপে মাছ গাঁথিল। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া কহিল, "ও কি হবে দাদু, ছেড়ে দে।"

বৃন্দাবন বায়না ধরিয়া বলিল, "ইস্! আমি বলে এত কষ্টে ধরলুম!"

বৃদ্ধ হাসিয়া কহিল, "বেশ, ছেড়ে না দিস্ তোর ক'নেকে দে।"

বালক জোরে জোরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ। দেব বই কি খাবার সময় অমন সবাই ক'নে হতে চায়। এ মাছ আমি নিজে খাব।"

বৃদ্ধ মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "ছি, এ মাসে কি খেতে আছে।"

মুখ ভার করিয়া বালক কহিল, "খালি ডালবাটা আর কাঁচাকলা ভাতে দিয়ে বুঝি খেতে আছে?"

বৃদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া মনে মনে কহিল, "তা বটে।" কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে সহানুভূতির কথা বলা চলে না। হিন্দুধর্ম্মের নিষ্ঠুরতা তাহার অন্তরে বড় বিষম বিঁধিল, নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আমি রাবড়ি কিনে খাওয়াবখন্ দাদু, ছেড়ে দে।"

বালক গোঁ ভরে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না।"

বৃদ্ধের একবার মনে হইল, "যাক্ থাক্‌গে। ঐটুকু ছেলে—ত্যাগের, ব্রহ্মচর্য্যের মর্ম্ম ও কি বুঝিবে।" পরক্ষণেই বিরুদ্ধ মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, মনে হইল, শাস্ত্রের অমান্য করে, এতে বৃন্দাবনকে অসংযমতায় প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এই উভয় দ্বন্দ্বের মধ্যে মীমাংসা কিছু না পাইয়া বৃদ্ধ কহিল, "কি ক'রে খাবি দাদু, আমার হাঁড়িতে তো তুল্‌তে নেই!"

আড়নয়নে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া বালক কহিল, "আমি পুড়িয়ে খাব।"

উপায়হীন বৃদ্ধ চঞ্চলনয়নে চারিদিক চাহিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "আমি খাবনা, তুই একা খাবি দাদু?"

বালক, সতৃষ্ণনয়নে মাছটার দিকে চাহিয়া কহিল, "খাওনা তার আমি কি কর্‌বো। খেলেই পার।"

বৃদ্ধ হাসিয়া কহিল, "ওইটুকু মাছ, ওতে কি দু'জনার কুলুবে? ওটা ছেড়ে দে। আর দিন-দশেক বাদে তোকে হাট থেকে ভাল ছিপ হুইল কিনে এনে দেব, বড় বড় মাছ ধরে আমায় খাওয়াস্।"

বালক উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল, "দেবে?"

বৃদ্ধ আকুল আগ্রহে কহিল, "নিশ্চয়! এ কদিন কিন্তু মাছ-টাছ ধর্ত্তে পাবে না।"

হাতের মাছটা জলে ছাড়িয়া দিয়া ঢেউ দিতে দিতে বালক কহিল, "যা, আজ তোকে ছেড়ে দিলুম। বড় হ'য়ে আমার ছিপে আসিস্। আমি খাব, দাদু খাবে, পুঁটি খাবে।"

ঘাটের আগের দিন কিন্তু বৃদ্ধের চিন্তাটা হইল সব চেয়ে বেশী। এখন কোন ছুতায় বৃন্দাবনের নথ্ চুল ফেলান যায়। অনেক ভাবিয়া উপায় নির্দ্ধারণে অপারক বৃদ্ধ, অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইল। ভোরের ঝোঁকে বৃন্দাবন জাগরিত হইয়া দেখিল, আলো জ্বালিয়া বৃদ্ধ তখনও বসিয়া

আছে। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া মুঠো-করা-হাতের উল্টা পিট দিয়া চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বৃন্দাবন কহিল, "ঘুমুলেনা দাদু, সারা রাত জেগে কাটালে?"

বৃদ্ধ রুক্ষস্বরে কহিল, "কি ক'রে ঘুমুই বল্, তোর জ্বালায় কি আমার ঘুমুবার যো আছে।"

অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বালক কহিল, "আমি ত কিছু করিনি দাদু, লক্ষ্মীটি হ'য়ে শুয়ে ছিলুম! এই দেখনা, যেখানকার বালিস, সেইখানেই আছে।"

বৃদ্ধ হাসিয়া কহিল, "তোর মাথায় যে বেজায় ড্যাঙ্গর হয়েছে রে দাদা। কাল খুর বুলিয়ে দেব, নইলে রক্ষে নেই।"

স্থির বিশ্বাসে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বালক কহিল, "সত্যি? আমি কিন্তু টের পাইনা দাদু, কেন বলতো!"

এ সরল কথার উত্তর দিতে বৃদ্ধের মাথা চুলকাইতে হইল। একটু ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, নিজের মাথায় হ'লে কি টের পাওয়া যায় রে, পোষা হ'য়ে যায় যে।"

বালক বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া কহিল, "ও, তাই কামড়ায় না, না? তাহ'লে তোমাকেও কামাতে হবে দাদু, নইলে তোমার মাথার গুলো ফের এসে আমার মাথায় বাসা বাঁধবে।"

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ কহিল, "সেই ভাল রে দাদু, দু'জনেই একসঙ্গে কামিয়ে ফেলব। তারপর গোটাকতক মন্তর প'ড়ে বামুনকে কিছু দক্ষিণে দেব, তাহ'লে আর আসবে না।"

বালক বলিল, "মন্তর তুমি প'ড়ো দাদু, আমি পারব না।"

বৃদ্ধ কহিল, "তাই হবে রে ভাই, তাই হবে।" অন্তরে ভাবিল, প্রতিনিধি দিয়ে যদি কাজ হয় তো কাজ কি আর লোক জানাজানি কোরে।"

কথাটা একটা পাকা রকম বন্দোবস্ত করিয়া, বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত মনে শয্যাত্যাগ করিল।

(৪)

মা মেয়েকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্ষীরটা কি হ'লরে পুঁটি?"

মেয়ে উত্তর দিল, "আমি খেয়েছি, মা।"

অবাক্-বিস্ময়ে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া মাতা কহিলেন, "সেকি, কখন খেলি?"

সরলা বালিকা সরল প্রাণেই উত্তর দিল, "তুমি কাপড় কাচ্‌তে—"

সম্মুখে পতিত বাঁকারিখানা টানিয়া লইয়া, মাতা সপাৎ করিয়া কন্যার পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিলেন। পরে ঘাড় ধরিয়া নাড়া দিতে দিতে কহিলেন, "আবাগী—উনুনমুখি, আয় তোর নোলায় ছেঁকা দিয়ে দিই। আহা, কিছু খেতে পায় না!"

কন্যা এ অপ্রত্যাশিত নির্য্যাতনে কাঁদিবার অবকাশ না পাইয়া বদ্ধ মুষ্টিতে চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে কহিল, "বা রে, আমায় দিলে যে!"

একটা বজ্রমুষ্টি বসাইয়া দিয়া মাতা কহিলেন, "আবার—আবার কথা, কে দিয়েছে তোকে?"

কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বৃন্দাবন বালিকাকে আগলাইয়া কহিল, "ওকে মারবেন না, ও খেতে চায়নি, আমি দিয়েছি।"

থাকমণির নির্য্যাতন-স্পৃহা তখনও বলবতী। হুমকী দিয়া কহিল, "হ্যাঁ দিয়েছিস, ও নোলাখাগীর নোলার খোয়ার কর্‌ব, তবে ছাড়ব।"

বৃন্দাবনের পশ্চাতে লুকাইবার বৃথা চেষ্টা পাইয়া কন্যা কহিল, "মাইরি মা আমি নিজেই খাইনি, আমায় দিয়েছে।"

বালিকাকে পিছনে রাখিয়া, সম্মুখের দিকে দাঁড়াইয়া বালক কহিল, "সত্যিই আমি দিয়েছি, ও নিজে খায়নি।"

বালকের আগ্রহে নিরস্ত হইয়া থাকমণি কহিল, "কেন দিলি!"

বালক, উজ্জ্বল চক্ষু দু'টী তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "বা রে, দেব না, ও যে আমার বৌ। হাসছ কেন, জিজ্ঞেস কর—ও স্বীকার ক'র্‌বে।"

মৃদু হাসিয়া মাতা গৃহকার্য্যে চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে বালককে বলিলেন, "তা বেশ, আজ যা দিয়েছ, আর দিও না।"

বালক আগ্রহভরে কহিল, "চল পুঁটি, মাছ ধরি গে।"

পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বালিকা কহিল,—"না—যাও, তুমি বড় দুষ্টু।"

বালক, বালিকার হাত ধরিয়া সান্ত্বনার সুরে কহিল, "আমি কি জানি —তোকে মারবেন! তাহ'লে আগে এসে ব'লে যেতুম। বেশী তো লাগেনি, আর অন্য কেউ তো মারেনি, মা।"

বাধা দিয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া বালিকা কহিল, "হুঁ, লাগেনি। দেখ দেখি পিঠটা।"

বালক দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। পরে, সম্মুখে পতিত বাঁকারিটা তুলিয়া লইয়া কহিল, "তুইও আমায় মার, তাহ'লেই তো শোধ যাবে।"

তাহার হাতের বাঁকারি কাড়িয়া লইয়া, বালিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পরে টুক্‌রা দুইটা দূরে ফেলিয়া দিয়া মুখ গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বালক অশ্রু-বিগলিত নয়নে কহিল, "তবে আমি কি ক'র্‌বো বল্, চল্ তেল লাগিয়ে দিইগে।"

বালিকা মুখ ঝাপটা দিয়া কহিল, "যাও, কারুর সেবা চাই না।" হঠাৎ চৌকাঠের বাজুটায় মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বৃন্দাবন কহিল, "তবে

এই নে—এই নে—এই নে। ধরিস্ নি, এমনি ক'রেই আমি প্রাণটা বের ক'রবো। আমি কে যে কথা শুনবি, সেবা নিবি।"

বালিকা হাস্য-বিকশিত মুখে তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া কহিল, "ছিঃ, কি কর, আমার মোটেই লাগেনি, ঠাট্টা বোঝ না!"

বালক ব্যথা মাখা কণ্ঠে কহিল, 'না, লাগেনি; শুধু শুধু ফুলেছে, কেমন?"

বালিকা তাহার হাতে মৃদু চাপ দিতে দিতে কহিল, "সত্যি, আমায় একটুও লাগেনি। গা-টাই কেমন ফোলা, একটুতেই আউরে ওঠে। আচ্ছা, তেল দেবে বলছিলে, তাই দাও।"

পার্শ্বের দেওয়ালে ঝোলানো শিশিটা হইতে খানিকটা তেল হাতে ঢালিয়া লইয়া, বালক সযত্নে বালিকার পিঠে মাখাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, বালিকা হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "হয়েছে, কোথায় যাবে বলছিলে না, চল!"

বিষাদের মেঘ কাটিয়া বালকের মুখে চোকে হাস্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল! উৎসাহিত কণ্ঠে সে বলিল, "মাছ ধরতে। থাক্‌গে, তোর লেগেছে।"

বালিকা বলিল, "ও সেরে গেছে, চল। দাদু ব'কবে না তো?"

বালক উৎফুল্লকণ্ঠে কহিল, "দূৎ, ব'কবে না হাতি! নিজেই ছিপ হুইল কিনে দিয়েছে না? চ' দেখাই গে।"

প্রথম ছিপ ফেলিয়া বালক, বালিকার দিকে ফিরিয়া কহিল, "আগের মাছটা কে খাবে রে পুঁটি?"

পুঁটি হাসিয়া কহিল, "তুমি!"

বালক সাগ্রহে কহিল, "সেকি! তুই খাবি না? তুই যে আমার ক'নে।"

ঈষৎ লজ্জাভরা দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পুঁটি কহিল, "দ্যুৎ তা বুঝি খেতে আছে। আমি যে মেয়েমানুষ, আগে বরকে খাইয়ে, তবে আমাদের খেতে হয়।"

বৃদ্ধ হরদয়াল এই সময় গ্রামান্তর হইতে সেই পথে গৃহে ফিরিতেছিল। বালক বালিকাকে ঘাটে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া কহিল, "কিরে, তোদের বর ক'নেতে কিসের কথা হ'চ্ছে ?"

বালক গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "ওকে ক'নে ক'রব না দাদু।"

বালিকা ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, "ইঃ, ক'রবে না বই কি, তোমার জন্তে যা মা'র খেলুম।"

বৃদ্ধ হাসিয়া কহিল, "ঝগড়াটা কিসের দাদু ?"

বালক ছলছল চক্ষে মুখ ফিরাইয়া কহিল. "আগের মাছটা ও খাবেনা কেন ?"

বালিকা পাকা গৃহিণীর মত হাত ঘুরাইয়া কহিল, "তা কি খায় দাদু, তুমিই কেন বলনা। বরের পাওনা, আগে না ?"

বালক রাগিয়া ছিপ আছড়াইয়া কহিল, "তাহ'লে আমি মাছই ধ'রবো না।"

ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধ কহিল, রাগ করিস কেন দাদু, মাছটা কেটে দু'ভাগ ক'রে দেব, দুজনে খাস। আগে ধর্‌ইতো ?"

বালক উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "পারব না মনে ক'রেছ বুঝি। আচ্ছা এই দেখ—ওঃ, দেখ দেখ দাদু, হুহু ক'রে সুতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় বড় মাছ, তোমাকে বক্‌রা নিতে হবে কিন্তু !"

উৎসাহিত কণ্ঠে বৃদ্ধ কহিল, "আল্‌গা দে বিন্দে, আরও আল্‌গা দে। ব্যস, হ'য়েছে। নে, এইবার গুটো। খুব বড় মাছাটাই প'ড়েছে বটে।"

বালক ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, "জবাব দিচ্ছ না যে দাদু? ধরব না তবে মাছ। জলের মাছ জলেই রইলো, আমি চল্লুম।"

বৃদ্ধ হো হো শব্দে হাসিয়া নিকটে আসিয়া কহিল, "কি ছেলেমানুষ, এখুনি মাছটা ছেড়ে গিয়েছিল।"

বালক ঘাড় বাঁকাইয়া গোঁ ভরে কহিল, "খাবে না ত?

বৃদ্ধ সহাস্য বদনে বলিল, "খেয়ে খেয়ে খাবার সখ মিটে গেছে ভাই, আর জড়াস্‌নি।"

বালক আরক্তনয়নে বৃদ্ধের হাত হইতে মাছটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা পাইয়া বলিল, "ছেড়ে দাও ওটাকে, আমরা কেউ খাব না।"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ কহিল, "তোর জ্বালায় কি বুড়ো বয়সে ধর্ম্ম কর্ম্ম খোয়াব বিন্দে? দেখ্ দেখ্ কত বড় মাছটা! বর ক'নেতে খেয়ে ফুরুতে পারবিনি।"

বালক, গলিত-অশ্রু হাতের চেটোয় মুছিয়া কহিল, "কে খাবে, আমরাই বা ধর্ম্ম কর্ম্ম ডুবুবো কোন দুঃখে।"

গালভরা হাসির সহিত বৃদ্ধ কহিল, "বয়সের আর কি তোর গাছ পাথর আছে? এখন ধর্ম্ম করবি না তো করবি কবে।"

বালিকার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বালক কহিল, "চাই না আমরা, তুমিও যাও। তোমার মাছ খাব না, তোমার বাড়ী যাব না—তোমার সঙ্গে কথাও কইব না।"

কিয়ৎকাল নির্ব্বাক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া বৃদ্ধ কহিল, "ফিরে আয় বিন্দে, এটা তোর মাসীকে দিগে, একটু ভাল ক'রে যেন রাঁধে।"

বালক গম্ভীর বদনে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি খাবে না? আমি নেব না—কিছুতে না।"

বৃদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "যা, খাব'খন্।"

মাছ দেখিয়া আনন্দ করিয়া পুঁটির মা কহিল, "খুব বড় মাছটা তো? কিন্তু খাবে কে! তুই তো পাত পাড়িস না বাবা, একা ঐ ছুঁড়ি,—বিলিয়ে দিয়ে আয়, পাঁচজনে খেলে সার্থক হবে। মিছে ঘরে ঢুকিয়ে কাজ নেই।"

দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত বালক কহিল, "দাদু খাবে ব'লেছে। ভাল করে রাঁধ, খারাপ হয় না যেন। ব'স, আমি সিধে নিয়ে আসি।"

গমনোদ্যত বালকের হাত চাপিয়া ধরিয়া থাকমণি কহিল, "সিদে কি হবে পাগল, ঘরে ঢের মজুত র'য়েছে। তিনি খাবেন না বাবা, তোকে ঠাট্টা করেছেন।"

বৃদ্ধ হরদয়াল হাসিতে হাসিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "নেহাৎ ঠাট্টা নয় মা। আমার ধার্য করা নিয়মগুলি ও ছোঁড়া ব'দলে দেবার মতলব করেছে। শুধু আমার কেন দাদু, পাড়ার ঘর কতককে অমনি বলে আয়। আসবার সময়—চল্ আমিই যাচ্চি। ভাল করে রাঁধ দেখি মা। আঃ, কতকাল যে এসব খাওয়া হয় নি, মুখটা নেহাৎ বিশ্রী হ'য়ে গিয়েছে। আজ তোর হাতে খেয়ে দেখি, যদি ফাঁকি দিয়ে একটু ব'দলে নিতে পারি।"

(৫)

তারপর আটটী ঘুমন্ত বসন্তের পরের কথা। শুষ্ক মৃত্তিকায় অমৃতবারি সিঞ্চিত হইয়া, নব-কিশলয়ের উন্মেষ হইতে ঝরা ফুলের এলোমেলো ছন্দ পর্য্যন্ত আটটি আহ্বান, বিসর্জ্জন গীত গাহিয়া—স্বভাব আবার নূতনত্বে তৎপর হইয়াছে। ইহার মধ্যে জগতের কত অনিবার্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে জানে?

আমাদের বৃন্দাবন এখন কলিকাতায়। গ্রামের বিদ্যালয়ে বৎসর কয়েক অতীত করিয়া, স্মৃতি পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ ছাত্রবৃত্তির জয়পত্র অর্জ্জনের পর, সে শিক্ষার নেশায় পাগল হইয়া বৃদ্ধের একান্ত অনুরোধ ঠেলিয়া সহরে চলিয়া আসিয়াছিল। মাষ্টার পণ্ডিতের দল—সুখ্যাতির পাহাড় পর্ব্বত সৃজন করিয়া, বৃদ্ধকে, বৃন্দাবনের উচ্চ প্রবৃত্তি পথে বাধা দিতে ক্ষান্ত করিয়াছিল। অনেক ভাবিয়া হরদয়াল শেষে তাহাদের মতের সহিত নিজের মতটা মিশাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

বৎসরের পাল-পার্ব্বণ, ছুটি-ছাটার দিন তাহার আগমন প্রতীক্ষায় কয়টী প্রাণী যে উদ্‌গ্রীব হইয়া দিন গণনা করে, বৃন্দাবন তা জানিত! আর জানিত বলিয়াই, ছুটীর পর সহরে কাটানটা তার পক্ষে ভার বোঝা হইয়া পড়িত। তাই নব নির্ম্মিত রেলের কল্যাণে, সরল স্নেহ-প্রবণ প্রাণী কয়টীর মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া সে তৃপ্তি আনন্দের নিশ্বাস ছাড়িত। তাহার ভাব দেখিয়া সকলে ভাবিত, বৃন্দাবন এবার আর কলিকাতা-মুখী হইবে না। কিন্তু গণা দিন ফুরাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে, সেই বহুরূপি ছেলেটী নির্ব্বিকার চিত্তেই যখন পোঁট্‌লা পুটলি গুছাইতে লাগিয়া যাইত; তখন ভুল-ভাঙ্গা নয়ন মুছিতে মুছিতে কাতরকণ্ঠে তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, "তুই কি রে বিন্দে! আমাদের ছেড়ে যেতে একটু কষ্ট হ'চ্ছে না।"

উপহাসের ঢেউ তুলিয়া বৃন্দাবন উত্তর দিত, "তা ব'লে কুনো পেঁচা হ'য়ে ব'সে থাকা আমার পোষাবে না বাবু। আমার সাফ্ কথা। এতে যে যাই কেন মনে কর না।"

মিষ্ট স্বভাব গুণে, কলিকাতায় তার বন্ধুর দল একদিকে যেমন বাড়িয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি সঙ্গস্পৃহাহীনতা ও একগুয়েমি দোষে, একঘেয়ে কোন্‌-ঠেসা জীবনটাই তার একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার সহিত মিশিতে না পারিয়া তাহারা বলিত, "তোমায় চিন্‌তে পারলুম না, বৃন্দাবনবাবু। লোকের বিপদ আপদে দশটা হ'য়ে ছোটো, কিন্তু অন্য সময়ে যেন বিষ দাঁত বের ক'র খেতে আসো। এতদিন কাটিয়েও বুঝলুম না, তুমি কি?—বড় সরল না বড় বাঁকা।"

নীরব হাস্যেই বৃন্দাবন সে কথার উত্তর দিত।

প্রশংসার সহিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া সে যখন সরকারি বৃত্তিবলে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র শ্রেণীভুক্ত; তখনকার একদিনের ঘটনাই আমাদের এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়। কারণ, এ দিনটা না আসিলে, তাহার জীবনস্রোতটা ধাক্কায় ধাক্কায় অন্য পথে চালিত হইবার সুযোগ পাইত কিনা সন্দেহ। তবে এটা ঠিক যে আমাদের লেখনিরও খোরাক জুটিত না।

কলেজের পর হ্যারিসন রোডের চৌমাথা পার হইবার মুখে, হঠাৎ 'গেল গেল' শব্দে চমকিয়া বৃন্দাবন ফিরিয়া দেখিল, চলন্ত ট্রামের সহিত একখানি মোটরের সংঘর্ষণ অবশ্যম্ভাবী। আরোহী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার ভয়-চকিত কণ্ঠ, সুদূর গ্রাম-প্রান্তের একখানি কচি মুখের কথা ঠিক্ বায়স্কোপের ছবিরই মত বুঝি তাহার মানস নয়নে খেলিয়া গেল। পরক্ষণেই উন্মত্তের মত সে বিপদের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রথম ধাক্কাটা সামলাইতে না পারিয়া বালিকা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। চালক-শূন্য গাড়ীখানা, ধাক্কার চোটে খানিক পিছাইয়া গিয়া আবার পূর্ণ গতিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল। দূর হইতে কয়েকজন ইংরাজ ও দেশীয় পুলিশ প্রহরী ছুটিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহারা বহুদূরে। একটি ভদ্রলোক পাগলের মত টলিতে টলিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিল। সমবেত জনসংঙ্ঘ—হস্ততাড়নায় এই আসন্ন মৃত্যু-

মুখপতন-উন্মুখ লোকটিকে বহুদূরে ঠেলিয়া দিল। কাতরকণ্ঠে ভদ্র-লোকটী চীৎকার করিয়া কহিল, "বাঁচাও, ওগো বাঁচাও, আমি হাজার টাকা দেব।"

সম্মুখের মরণ-বিভীষিকা অসহ্য হওয়ায়, সকলে সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই জয় ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়া উঠিল। দেখা গেল, হাতের বই দূরে ফেলিয়া দিয়া বৃন্দাবন—বালিকার অসাড় দেহটা বুকে তুলিয়া এক নিমিষে লম্ফ দিয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়াছে। উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কাতার দিয়া বিজয়ী বীরের সম্বর্দ্ধনা করিতে ছুটিল। পুলিশ প্রহরীরা সময়োচিত সাহায্য না কারলে, আনন্দ বেগে কাড়াকাড়ী করিয়া তাহারা তাহার হাত পা ছিঁড়িয়া দিতে ছাড়িত না। ভদ্রলোকটী —"কৈ আমার আভা কৈ? হ্যাঁগা, বেঁচে আছে তো?" ইত্যাদির সহিত ছুটিয়া বালিকাকে বুকে জড়াইয়া লইল। পরক্ষণে উদ্ধারকারীর কথা স্মরণ হওয়ায় চঞ্চলনয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বেশ নিশ্চিন্ত মনেই সে তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুস্তকগুলি কুড়াইয়া জমা করিতেছে।

চঞ্চল জনতার পদতাড়নায় একখানি পুস্তক মাঝ রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছিল। একখানি চলন্ত গাড়ীর চাপে নিষ্পেষিত ও অপর একটী বেগবান অশ্বের ক্ষুরের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া—সেখানি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নিরাস চঞ্চল দৃষ্টিতে সেখানির দিকে চাহিয়া সে কহিল, "যা, 'কনিক্সখানা' গেল।"

ভদ্রলোকটী নিকটে আসিয়া স্নেহভরে তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "যাক গে বাবা, দুঃখ কোর না, আমি ফের কিনে দেব।"

পুলিশের লোক ভাঙ্গা মটরখানির গতি হ্রাস করিয়া দিয়াছিল। দুর্ব্বার রাক্ষস এখন অচল। ঘুমন্ত ফুলের মত মেয়েটীকে গাড়ীর উপর শোয়াইয়া দিয়া পিতা—বৃন্দাবনের নিকট আসিয়াছিল। লোকটীর কথার

উপরে বৃন্দাবন কঠোর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া, ততোধিক কঠোরস্বরে কহিল, "আমি কারুর কাছে ভিক্ষে চাইনি তো ?"

কথাটা বলিয়াই সে চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। একজন পুলিশপ্রহরী আসিয়া গমনে বাধা দিয়া কহিল, "হামার সাথে আসো।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বৃন্দাবন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "খুনও করিনি, কারুর পকেটও মারিনি। তোমার সঙ্গে যাবো কেন ?"

পুলিশপুঙ্গব দর্পভরে কহিল, "সাহেব বোলায়া, যানে হ'গা।"

গম্ভীরভাবে বৃন্দাবন কহিল, "দরকার থাকে, তাকেই আসতে বল।"

এ অবাধ্যতা প্রহরীর সহ্য হইল না। রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া কহিল, "কেঁও, তুম যায়েগা নেহি ?"

সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বৃন্দাবন উত্তর দিল, "নেহি।"

প্রহরী হুমকী দিয়া কহিল, "আল্‌বৎ যানে হ'গা।"

ভদ্রলোকটী মাঝে পড়িয়া কহিল, "না যায়, জোর কেন বাবু; চল, আমি যাচ্ছি।"

প্রহরী অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়া কহিল, "তুম বুড্‌ঢা চুপ রহো।"

উত্তেজিত বৃন্দাবন ঘুসি পাকাইয়া তাহাকে মারিতে ছুটিল। ভদ্রলোকটী মাঝে পড়িয়া মধুরকণ্ঠে তাহাকে শান্ত করিতে চাহিলেন। এই সময় পুলিশদলের নেতা সাহেবটি অগ্রসর হইয়া কহিল, "কিসের গোলমাল, তুমি আমার প্রহরীকে মারতে যাচ্ছিলে ?"

নির্ভীক যুবক দর্পভরে কহিল, "পুলিশ—সাধারণের চাকর। যে কর্ম্মচারী তা জানে না, বা মানে না, তাকে এই রকমই সেখানো দরকার।"

যুবকের দুঃসাহসিক কার্য্যে সাহেব ইতিপূর্ব্বে যতদূর বিস্মিত হইয়াছিল; এখন তাহার মুখে এ সকল নির্ভীক উত্তরে ততোধিক

তৃপ্তিলাভ করিয়া করিয়া কহিল, "কিন্তু আমি যে ডেকে পাঠালুম, সেটা শোনা কি উচিত ছিল না?"

যুবক বলিল, "পূর্ব্বেই ব'লেছি, সাধারণ তোমাদের চাকর নয়, তোমরাই তাদের চাকর। কিছু বলবার থাকে, তোমাদেরই আসা উচিত।"

সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "তুমি খুব নির্ভীক তো বাবু, পুলিশকে আমল দাও না!"

সমান তেজের সহিত বৃন্দাবন কহিল, "যে দোষী, তারই ভয় করবে। আমার দায় কি?"

অধিকতর চমৎকৃত হইয়া সাহেব কহিল, "তোমার পরিচয়—"

যুবক বাধা দিয়া ব্যঙ্গভরে কহিল, "সেটা নাই বা জানলেন, বাগে পেলে একহাত বোড়ের চাল চেলে নেবার ইচ্ছে আছে বুঝি?"

সাহেব হাসিতে হাসিতে কহিল, "অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে—"

বৃন্দাবন ভ্রুকুটি করিয়া কহিল, "নিজে যারা ভদ্রতা জানে না, পরের কাছ থেকে তাদের সেটা পাবার আশা, বাতুলতা নয় কি?"

বিস্মিত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া সাহেব কহিল, "আমি অভদ্র, বাবু?"

বৃন্দাবন কহিল, "নয় ত কি! নিজে ভদ্র হ'লে—ভদ্রলোক যে বিনা দোষে তোমার কর্ম্মচারীর কাছে গাল খেলে, তার প্রতিকার না ক'রে থাকতে পারতে?"

সাহেব স্মিত মুখে কহিল, "ঠিক, এ কথা বলতে পার বটে। মশাই, এর অপরাধের জন্যে, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। বেণী সিং, চাপরাশ উতারো।"

ভদ্রলোকটী ব্যস্তভাবে কহিলেন, "যেতে দিন, ব্যাচারী গরীব।"

যুবক উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "তা ব'লে দোষী সাজা পাবে না? বলেন কি?"

ভদ্রলোকটী অস্থির নয়নে প্রহরীর শুষ্ক-মলিন মুখখানির দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "এ দোষ তো ওর নয় বাবা, দোষ ওর পদ-গৌরবের। তা ছাড়া ও মুর্খ, ভদ্রলোকের মান অপমানের কথা ও কি বুঝবে। বিশেষ আজ কেড়ে নেবার দিন নয় বাবা, আজ দেবার দিন। দয়াল প্রভু তোমার ভেতর দিয়ে আভাকে ফিরিয়ে দিয়ে আজ যে দান—যে দয়া ক'রেছেন, তাঁর এত শীঘ্র অবমাননা ক'রনা বাবা, প্রাণটা একটু নরম কর।"

নীরব জিজ্ঞাসু নয়নে কিয়ৎকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, বৃন্দাবন সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীর মলিন মুখখানির উপর দৃষ্টি পড়ায় আপনা আপনি তাহার মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ সজলনয়নে সাহেবের দিকে চাহিয়া কহিল, "ওকে ছেড়ে দিন।"

নীরবে সাহেব তাহার এ মনের দ্বন্দ লক্ষ্য করিতেছিল। এ প্রার্থনায় হাসি চাপিয়া কহিল, "আর, তুমি আমায় অভদ্র জানোয়ার ব'লে গাল দাও, কেমন!"

বৃন্দাবন ব্যাকুল প্রাণে সাহেবের দিকে দু' এক পদ অগ্রসর হইয়া কহিল, "আজ পর্য্যন্ত কারুর কাছে মাথা নোয়াইনি সাহেব, কিন্তু আজ ইনি আমার সে দর্প চূর্ণ ক'রেছেন। ভগবানের দয়াদান এত শীঘ্র অবমাননা করতে পারব না। আমার মিনতি, ওকে ছেড়ে দিন।"

সাহেব হাসিয়া কহিল, "বেশ, ছেড়েই দিলুম। কিন্তু সত্য বলছি বাবু, তোমার মত অদ্ভুত ছেলে আজ পর্য্যন্ত আমার নজরে পড়েনি। পরিচয়টা তাহ'লে—"

খানিক ভূমিসংলগ্ন দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, হঠাৎ মুখ তুলিয়া বৃন্দাবন কহিল, "আর না, আপনাদের পাল্লায় প'ড়ে অনেকটা নেমেছি। আর নামাবেন না, আমি যাই।"

স্নেহভরে তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বৃদ্ধ কহিল, "অন্ততঃ ওর খাতিরে—"

বিহ্বল নয়নে বৃন্দাবন একবার মোটরে শায়িত সেই প্রভাতের তারাটির মত মেয়েটির দিকে চাহিল। চঞ্চলচরণে কয়েকপদ অগ্রসর হইল, পরক্ষণেই কি জানি কি ভাবিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর ততোধিক চঞ্চল-চরণে সেস্থান ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। বইগুলা যে রাস্তায় পড়িয়া রহিল, সে কথা স্মরণই হইল না।

(৬)

সেদিন রাত আটটার সময় বৃন্দাবন বাসায় ফিরিল। চঞ্চল মনটাকে বশে আনিতে এতক্ষণ তাহাকে বাহিরে বাহিরেই কাটাইতে হইয়াছে! মধ্যে বইয়ের কথা মনে হওয়ায় ঘটনাস্থলে ফিরিয়া যাইতে মন টানিয়াছিল; কিন্তু সংযমের লাগাম ও শাসনের চাবুক দিয়া, সে তার দুর্ব্বল মনটাকে বশে রাখিয়াছিল। পুনরায় সে পথে পা বাড়াইতে দেয় নাই।

'হেদুয়া' ভ্রমণকারীদের মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়া সে সেদিন বার বার নিজে—নিজেরই নিকট হইতে পলাইতে চাহিতেছিল। কিন্তু পারে নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া কোন ফাঁকে বৈকালের সেই স্মৃতিটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। গ্রামের কথা জোর করিয়া মনে আনিতে গিয়া একখানি কচি মুখের সহিত আর একখানির মেশা-মিশি হইয়া যাইতে ছিল। তখন বিরক্ত হইয়া সে বায়স্কোপের নূতন দৃশ্যাবলীর মাঝে মনটাকে ডুবাইয়া

দিতে ছুটিল। কিন্তু দৈববশে সেদিন সেখানকার চিত্রপ্রদর্শনীও মোটর সংঘর্ষণ ব্যাপারের হওয়ায় দ্বিগুণ বিরক্তিতে পাগল হইয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

মেসে প্রবেশ মুখে কয়েকটী সঙ্গীর উচ্চ চীৎকারে বুঝিল, হাওয়ার আগে খবরটা বাসায় পৌঁছিয়াছে। আপাতঃ গা ঢাকা দিয়া থাকিবার ইচ্ছায় সে অতি সন্তর্পণে উপরে চলিল। সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠিতে না উঠিতে কয়েকজন ছুটিয়া আসিয়া তাহার এ চোরা-গুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিল। একজন চ'খে মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া কহিল, "আরে কেও, বৃন্দাবন-যে, থাম, থাম, চোরের মত পালিও না।"

থতমত খাইয়া বৃন্দাবন দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া উদাসকণ্ঠে কহিল, "শরীর ভাল নয় ননীবাবু, মাথাটা ধোরেছে। দেখি, শুলে যদি সারে।"

ননী হাসিয়া কহিল, "আজকের কাণ্ডখানা শুনলে, মাথা ধরা বাপ বাপ বোলে পালাবে। এদিককার খবর কিছু জান!"

বৃন্দাবন চকিত নয়নে তাহার দিকে একবার চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। অস্ফুটস্বরে কহিল, "কিসের খবর, জানি না তো!" ননী তার হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া কহিল, "মেসের লোক হ'য়ে, এ খবরটা রাখনা হা? আরে ছ্যা!"

দেঁতোর হাসি হাসিয়া বৃন্দাবন কহিল, "সব কথা যে সবাইকে জানতে হবে, তার কি মানে আছে।"

ননী তার এত কষ্টের ভূমিকাটা এই ভাবেই শেষ হইয়া যায় দেখিয়া, চঞ্চল হইয়া পড়িল। বলিল, "নেই স্বীকার করি—যদি সেটা বাজে যা তা হয়। আজ পাঁচশ' ইংরাজের চ'খের সামনে অসীম যে কাজ ক'রেছে, তাতে সমস্ত বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।"

কথাটা নিজের সম্বন্ধে না হওয়ায়, বৃন্দাবন আশ্বাসের নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "কি রকম!"

ননী মাথা নাড়িয়া কহিল, "পথে এস ভায়া, মুখ দেখে তো অর্দ্ধেক আগুন নিভে জল হ'য়েছিল—যাক্, অসীমের বীরত্বটা শোন! চলন্ত মোটরের তলা থেকে সে আজ একটী মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছে।"

একসঙ্গে আজ কতগুলা মেয়ে মোটর চাপা পড়িতেছিল—ভাবিয়া বৃন্দাবন কহিল, "কোন্ জায়গায়।"

ননী বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিল, "হ্যারিসন রোডের চৌমাথায়।"

অবাক হইয়া বৃন্দাবন খানিক তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ অস্থির আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "বেলা তখন ক'টা?"

ননী কহিল, "ক'টা আর, কলেজের পর। আন্দাজ সাড়ে চারটে হবে।"

হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বৃন্দাবন বলিয়া উঠিল, "মিথ্যা কথা।" পরক্ষণেই কি জানি কি ভাবিয়া সেস্থান হইতে একপ্রকার ছুটিয়াই পলাইয়া গেল। ঘরে আসিয়া অন্তরটা তোল পাড় করিয়াও সে বুঝিল না যে, যে কাজটা এত যত্নে সে গোপন করিতে চায়, পরে সেটাকে নিজের বলিয়া বাহাদুরী লইতে চাহিলে, তার প্রাণে এত আঘাত লাগে কেন!

ঘণ্টাখানেক পরে, কয়েকজন দলবদ্ধ হইয়া তাহার ঘরে আসিয়া দেখিল, বালিসে মুখ লুকাইয়া সে নিশ্চল অবশ দেহে পড়িয়া আছে। একজন নাড়া দিতে দিতে কহিল, "ঘুমুলে চ'লছেনা মশায়, উঠুন।"

বিস্ময়ভরে মাথা তুলিয়া বৃন্দাবন তাহার মুখের দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সঙ্গীদের উপর নজর পড়ায়, উঠিয়া বসিল। তারপর

চক্ষুর উপর হাতটা বুলাইয়া লইয়া কহিল, পীড়িতকে এরকমে জ্বালাতন করাটা ভদ্রতা নয়, গণেশবাবু।"

উত্তেজনায় ঠোঁট কামড়াইয়া গণেশ উত্তর দিল, "আর, একজন নিরীহ লোককে অপমান করাটাই ভদ্রতা, কেমন?"

বৃন্দাবন কথাটার থেই খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল, "কে, কাকে অপমান ক'রেছি।"

দাঁত খিঁচাইয়া ননী কহিল, "মেমারি বটে। এইতে উনি ইউনি-ভারসিটির ফাষ্ট হয়েছেন।"

বিরক্ত ভাবে বৃন্দাবন লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া সংযত ভাবে কহিল, "অন্যায় ক'রে থাকি, মাপ চাচ্ছি।" তখনও বুঝি তাহার কাণের কাছে বৃদ্ধের সেই 'আজ কেড়ে নেবার দিন নয় বাবা, আজ দেবার দিন' ইত্যাদি কথা গুলা স্পষ্ট স্বরেই ধ্বনিত হইতেছিল।

গম্ভীর কণ্ঠে গণেশ বলিল, "শুধু মুখে মাপ চাইলে চলবে না, কিছু খসাতেও হবে।"

মাথার বালিসের নীচে হইতে মনি-ব্যাগটা টানিয়া বাহির করিতে করিতে বৃন্দাবন কহিল, "বেশ, রাজি আছি, কত দিতে হবে?"

গণেশ মুখ মচ্‌কাইয়া কহিল, "দোষের ওজনে দণ্ড হওয়া উচিত। দিন খান-দুই নোট।"

বিনা বাক্যব্যয়ে বৃন্দাবন দু'খানি দশ টাকার নোট বাহির করিল। ননী হাত বাড়াইয়া কহিল, "সঙ্গে সঙ্গে অসীমের কাছে হাত জোড় ক'রে মাপ চাওয়াটাও দরকার, কি বল হে!"

প্রসারিত হাতটা গুটাইয়া লইয়া বৃন্দাবন বলিল, "তার কাছে? কোন্ অপরাধে?"

গণেশ ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "যে অপরাধে টাকা দিচ্ছিলে।"

বৃন্দাবন জোরের সহিত বলিল, "হাত জোড় ক'রে মাপ চাইবার মত কাজ, জন্মাবধি ক'রেছি কিনা সন্দেহ।

ননী হাসিয়া কহিল, "তবে টাকা দিতে যাচ্ছিলে কেন?"

বৃন্দাবন তাচ্ছিল্যভাবে কহিল, "তুচ্ছ টাকার বদলে, বন্ধুরা আমোদ পাবে ব'লে। টাকা হাতের ময়লা, কিন্তু আনন্দ—স্বর্গের ধন।"

ননী উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "তাহ'লে তার অপমানের প্রতিকার আপনি কোরবেন না, কেমন?"

মৃদু হাসিয়া বৃন্দাবন উত্তর দিল, "মিথ্যাকে মিথ্যা ব'ললে যদি অপমান করা হয়, নাচার।"

হাতের মুঠা পাকাইয়া গণেশ কহিল, "কি? অসীম মিথ্যাবাদী!"

সদর্পে অঙ্গুলি হেলাইয়া বৃন্দাবন কহিল, "শত বার বলি, সে মিথ্যাবাদী। শক্তি থাকে, এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করুক! প্রমাণ দেখাক্ যে সে মিথ্যাবাদী নয়!"

ননী সজোরে মেঝেয় পা ঠুকিয়া কহিল, "প্রমাণ তোমারি করা দরকার।"

তাচ্ছিল্য ভঙ্গীতে বৃন্দাবন কহিল, "আমার কি দায়?"

তখন কতিপয় সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "নিশ্চয় আছে। পরের সুখ দেখতে পারে না, হিংসেয় ফেটে মরে, এমন লোকের সঙ্গ আমরা চাই না।"

ভ্রূকুটি করিয়া বিদ্রুপভরা কণ্ঠে বৃন্দাবন কহিল, "সে কথা, আমার চেয়ে ডিরেক্টারকে জানালেই বোধ হয় ভাল হয়।"

গণেশ কহিল, "তাকেও তো জবাব দিতে হবে; কি ব'লবে?"

বৃন্দাবন পূর্ব্বানুরূপ কণ্ঠেই কহিল, "সে আমার কথা আমি বুঝব, তাতে ম'শায়ের মাথা ঘামাবার কোন দরকার দেখি না।"

সমবেত যুবকবৃন্দ একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমরাই জানতে চাই। হয় বল, নয় এগিয়ে এস।"

পশ্চাৎ হইতে নারীকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "একের বিরুদ্ধে এতজন, বীরত্ব বটে।"

চকিত-বিস্ময়ে সকলে ফিরিয়া দেখিল, এক পরমা সুন্দরী কিশোরী একরাশ বই হাতে লইয়া দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মানা। তাহাকে দেখিয়া বৃন্দাবনের অন্তরে সহসা কি এক তড়িৎরেখা ছুটিয়া গেল! তৃষিত—বেপথু-সঞ্চারিত কলেবরে সে মস্তক অবনত করিল। বালিকা চারিদিকে চাহিয়া রক্ত-রাঙা মুখে কহিল, "বৃন্দাবনবাবু কার নাম?"

একজন মূর্ত্তিমান কৃষ্ণপক্ষ বিদ্রূপভরা কণ্ঠে কহিল, "কেন গা, লোকের ভিড় দেখে চিন্‌তে পাচ্ছ না!"

একলম্ফে তাহার সম্মুখে পতিত হইয়া, বৃন্দাবন তাহার ঘাড় ধরিয়া নাড়া দিতে দিতে কহিল, "বেরিয়ে যাও অসীম।"

ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া অসীম সঙ্গীদের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কোন দিকে কোন প্রকার উৎসাহের আভাস না পাইয়া, অবনত মস্তকে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বৃন্দাবন বালিকার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল, "আমার নাম বৃন্দাবন, কিন্তু এত রাত্রে এখানে আসাটা—"

বাধা দিয়া বালিকা কহিল, "এখন তা বুঝতে পাচ্ছি। বাবাও মানা করেছিলেন, কিন্তু আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকারটাই খুব বড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই থাকতে পারিনি।"

বৃন্দাবন হাসিবার চেষ্টা পাইয়া কহিল, "কাজটা এমন কিছু নয় যার জন্যে আপনাকে—"

বালিকা আবার বাধা দিয়া কহিল, "বিলক্ষণ! প্রাণ বাঁচানর চেয়ে বড় আরও কিছু আছে নাকি! মটরগাড়ীর তলায় প'ড়ে এতক্ষণে যে পৃথিবীর সকল বাঁধন ছিঁড়ে যেতো, এরি মধ্যে সেটা ভুলি কি ক'রে!"

ননী অগ্রসর হইয়া কহিল, "ভুল কচ্ছেন, আপনাকে বাঁচিয়েছে অসীম, বৃন্দাবন কিছুই জানে না।"

বালিকা উদ্ধত অথচ ভদ্রভাবেই কহিল, "মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে আমার কোন কথাই নেই; আপনার অসীমবাবুকেও আমি চিনি না।"

ননী তথাপি জেদ করিয়া কহিল, "অসীম যা করেছে তার প্রশংসা আপনার—"

বাধা দিয়া বালিকা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "এ বইগুলি কিন্তু আপনাকে উল্টাই বুঝিয়ে দেবে। আমায় বাঁচিয়েছেন বৃন্দাবনবাবু, অসীমবাবু নন।"

ঘর জুড়িয়া তখন একটা বিরাট বিস্ময়ের সাড়া পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসু নয়নে সকলেই বৃন্দাবনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বৃন্দাবন তার অবনত মস্তকটা জোর করিয়া তুলিয়া কহিল, "ও বই আমার নয়। আমার যা, তা ঘরেই আছে। আপনি ভুল করেছেন।"

কৌতুক বিস্ময়ভরা নয়ন তুলিয়া বালিকা কহিল, "সেকি! নাম লেখা র'য়েচে যে?"

বৃন্দাবন দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "ও বৃন্দাবন, অন্য বৃন্দাবন—আমি নই। আপনি যান।"

গণেশ আগ্রহ-বিস্ময়ে অধীর হইয়া বালিকার দিকে অগ্রসর হইতে

হইতে কহিল, "দেখি দেখি, আমায় দিন তো, ওর সবচিন্ বই এখুনি চিন্‌তে পার্‌বো।"

চঞ্চল কুরঙ্গিণীর মত পশ্চাতে লাফ দিয়া, বালিকা সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল, "না, ভুলই বুঝেছিলুম বটে, কুড়িয়ে-পাওয়া জিনিষ—যে পায় তার, তা নিয়ে কাউকে সাধাসাধি করাটা মহা অন্যায়। তথাপি মানুষের একটা বিবেক আছে, কেবল তারি প্রেরনায় কার্ডখানা রেখে গেলুম বৃন্দাবনবাবু! দরকার হয় দেখা করবেন।"

স্পষ্ট শোনা গেল, কে যেন বলিতেছে, "দেখা হল মা?"

উত্তরে বালিকা কহিল, "না বাবা, এগুলার মালিক নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত কণ্ঠের ধ্বনি ছুটিয়া আসিল, "সেকি মা, বৃন্দাবনবাবু কি এ মেসে নাই?"

বালিকা চঞ্চলকণ্ঠে কহিল, "গাড়িতে চলুন বাবা, আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনা। গাটা কেমন অবস হ'য়ে আসছে।"

কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গণেশ কহিল, "নিজের জিনিষ, পরের হাতে তুলে দিলে বৃন্দাবন! এই না ও বইগুলি তোমার প্রাণ ছিল?"

গম্ভীরকণ্ঠে বৃন্দাবন কহিল, "আমার মেজাজটা আজ মোটেই ভাল নেই, তোমরা যাও।"

তাহার রক্ত চক্ষুর দিকে চাহিয়া কেহই সে কথা অবিশ্বাস করিল না। তা ছাড়া অনর্থক ক্রোধ করিয়া মজা দেখিবার প্রবৃত্তিটাও বুঝি তখন কমিয়া আসিয়াছিল। তাই অবনত মস্তকে, সকলেই তাহার সে আজ্ঞা পালন করিল।

(৭)

রাত্রের জমাটবাঁধা অন্ধকার তরল করিয়া সূর্য্যদেব আকাশের পূর্ব্ব সীমান্ত অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে শয্যাত্যাগ করা—বিশ্ববাসীর একটা চিরন্তন প্রথা, আজও সে প্রথার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শারীরিক দুর্ব্বলতা অগ্রাহ্য করিয়া, ঘুমভাঙ্গা পাখির ডাকের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া, আভা বাগানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। খানিক এদিক ওদিক ঘুরিয়া ক্লান্তি বোধ হওয়ায়, সম্মুখের মাতৃ-ক্রোড়ের মত চির-আহ্বানশীল মর্ম্ম-বেদিকায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল। মেঘ-ভাঙা সোনালী সূর্য্য-কিরণগুলি অতি সন্তর্পণে নামিয়া আসিয়া, দেবতার পুণ্য-আশীষের মত স্নিগ্ধ মধুর করে তাহার সকল অবসাদ যেন কাড়িয়া লইতে চাহিল।

পিতা কন্যার নিকট আসিয়া মৃদু-মধুরকণ্ঠে কহিলেন, "এত ভোরে আজ না উঠলেও পারতিস্, আভা।"

আভা রক্তমুখী-গোলাপবালার মত পেলব ওষ্ঠ কাঁপাইয়া কহিল, "কুড়েমিটা এমনই আসে বাবা, প্রশ্রয় দিলে আর রক্ষে রাখবে না।"

আর কোন কথা হইল না। মোহিনী প্রকৃতি সেদিন সেই সৌন্দর্য্য মাধুরীমার ভাণ্ডার খুলিয়া তাহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল। সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রস্রবণে আপনাদের মিশাইয়া দিয়া, আত্মহারার মত নীরবেই তাহারা বসিয়া রহিল। বাড়ীর গৃহিণী হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া কহিলেন, "কি গো, জড়ের মধ্যে থেকে কি নিজেরাও জ'ড় হ'য়ে যাবে—না, চা-টা খেতে হবে।"

মিঃ পালিত হাসিয়া কহিলেন, "ইচ্ছে তো তাই, কিন্তু চেতন রূপিণী তুমি তা হ'তে দাও কই! ঠেলে জাগিয়ে দাও যে!"

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, "নইলে স্নান আহার সবই যে বন্ধ হ'য়ে

যায়। দেহটার ধর্ম্ম তো তা নয়; বেশী জড়ে মিশলে শরীর থাকে কই!"

সম্মুখের হাত বাড়াইয়া গভীরকণ্ঠে পালিত কহিলেন, "চেয়ে দেখ, একে তুম জড় বল! এতো তা নয়, এ যে সেই মোহন সত্যম্ শিবসুন্দরের অনন্ত রূপের এক ধারা।"

ধীর শান্ত নয়ন তুলিয়া অমল-প্রকৃতির সেই অবাধ সৌন্দর্য্যরাশির দিকে চাহিয়া অমলা বলিল, "আমি নিজে ছোট যে, তাই অত বড় ক'রে তাঁকে বুঝি না। এই ছোট সংসারটির মধ্যে দিয়ে তিনি যতটা ধরা দেন, এতটা কিন্তু আর কিছুর মধ্যে পাই না। আমার মনে হয়, তুমিই যেন তাঁর মোহন মধুর প্রতিমূর্ত্তি—আর আভা যেন তাঁর স্নেহের দান—আশীষ-কুসুম।"

মিঃ পালিত হাসিয়া কহিলেন, "আমায় যা বল্লে বল্লে, আর কারুর সামনে একথা তুল'না যেন, তাহ'লে তারা ভাববে কি জান? বুড়া স্বামী আর কচি মেয়েটার ভালবাসায় অন্ধ হ'য়ে তুমি দিন দিন পৌত্তলিক ভাবে জড়িয়ে যাচ্ছো।"

অমলা বলিল, "সেও ভাল, প্রাণের স্থির বিশ্বাসটাকে বলি দিয়ে, দেবতাহীন আধার ঘেরা চণ্ডিমণ্ডপের মাঝে খালি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। প্রাণের কথা গোপন রেখে, মুখে বিশ্বপ্রেম ঘোষণা, একটা দোকানদারী ছাড়া কিছু নয়। একের মধ্যে দিয়ে যে তাঁকে ভাল-বাসতে পারে নি, বহুর মধ্যে দিয়ে তাঁকে ধরতে যাওয়া তার বিড়ম্বনা। প্রাণ দিয়ে এককে প্রেম-অমৃত ঢেলে দিলে, জগৎ অমৃতময় হ'য়ে যাবে। বহুর মধ্যেও সেই 'এক'কেই দেখতে পাবে। যাক্, কি বক্‌চি—চা খাবে, না শুধু আমার বক্তৃতায় গলা ভিজবে।"

পালিত মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তাও ভেজে।"

আড়-নয়নে কন্যার উদাস মুখের দিকে চাহিয়া, অমলা, সকোপ ভ্রূভঙ্গি করিয়া দাঁত চাপিয়া কহিল, "ছিঃ, তুমি কি! মেয়ে সামনে ব'সে, সে জ্ঞান নেই।"

পালিত হাসিয়া কহিল, "ছেলে মানুষ ও বোঝেই বা কি! তবে কথা, সংসারের যা কিছু; আমাদের কাছে থেকেই ওর শিক্ষা পাওয়া উচিত। ভাল মন্দ বিচার ক'রে পিছিয়ে দাঁড়ানটা আমাদের দুর্ব্বলতা।"

অমলা চোরা চাহনিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ছিঃ, সব কথা কি——"

বাধা দিয়া মিঃ পালিত কহিল, "ভুল বুঝনা। মন্দ ভেবে যা তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইবে, তাদের অনুসন্ধানপ্রিয় মস্তকটা সেই খানেই দ্বিগুণ ঝুঁকে পড়বে। যাঁরা বড়, সংসারের পথে যাঁরা এগিয়ে গেছেন, তাঁদের কর্ত্তব্য, ছোটদের কাছে সব ভেঙ্গে চুরে দেওয়া। তাতে অনেক উপকার। পিছন থেকে আসবার সময় তাদের পা খুব কমই খানায় পড়বে। এই হোল' যথার্থ উপকার করা।—দেখ দেখ, একমনে ব'সে কি ভাবছে! আহা, মুখখানি বড় শুকিয়ে গিয়েছে।"

মাতা সাগ্রহে কন্যার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "কি ভাবছিস্ মা? শরীর কি এখনো শোধরায় নি?"

আভা শিহরিয়া উঠিল। লজ্জার রক্তিম-ছটা গোপন করিতে, আলস্য ভাঙ্গিয়া কহিল, "আজ কি চা দেবেনা মা, দেখ ত কত বেলা হ'ল।

মাতা হাসিয়া কহিলেন, "সে কাজটা যে অনেক আগেই কেড়ে নিয়েছিস্ মা, কাজেই স্মরণ নেই।"

কন্যা আরও লজ্জিত হইল। অনিচ্ছায় মনের আন-মনা ভাবটা একথা বলিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া বিরক্তও হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বড় বুড়ে হ'য়েছি, না, মা?"

স্নেহরসে মাতার অন্তর ভিজিয়া গেল, তিনি বলিলেন, "উঃ, কালকের ফাঁড়াটা কি কম গেল মা! কুড়ে হবি কেন, তুই যা, তাই আসিস্। ঠাট্টা করছিলুম আভা;—আমি সব ক'রে রেখেছি।"

চায়ের টেবিলে সবেমাত্র তিনজন বসিয়াছেন। একজন আরদালি আসিয়া খবর দিল, "একজন ছোকরা বাবু দেখা করিতে চান।"

আভার গণ্ডটা কি জানি কেন আভা-মণ্ডিত হইয়া উঠিল। পেয়ালাটা ঠোঁট দিয়া চাপিয়া রহিল মাত্র। গলাটা শুকাইয়া আসিলেও একবিন্দু চা উদরস্থ করিতে পারিল না। হাতের পেয়ালা নামাইয়া মিঃ পালিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথেকে আসছেন?"

আরদালি জবাব দিল, "ব'ললেন, হ'ষ্টেল থেকে।"

সহসা আভার হাতটা কাঁপিয়া উঠিল। বহুকষ্টে সে চায়ের বাটিটা নামাইয়া রাখিল বটে, কিন্তু অনেকখানি চা, টেবিলে গড়াইয়া পড়িল। আড়নয়নে সে পিতা ও মাতার দিকে চাহিল, মিঃ পালিত তখন উৎসাহিত। অমলার প্রাণেও চাঞ্চল্য ছুটিতেছে। কন্যার এ দুর্ব্বলতা তাহারা দেখিয়াও দেখিলেন না। পালিত কহিলেন, "তবে বৃন্দাবন এল নাকি, বাহিরে কেন,—যাও যাও, ভেতরে নিয়ে এস।"

আরদালির সহিত আগন্তুক প্রবেশ করিবার অগ্রেই তখন আভার মনে রীতিমত একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ইচ্ছা থাকিলেও সে তার নীচু মাথাটা তুলিতে পারিতেছিল না; চুরি করিয়া দেখিবার সাধ—ঠিক নব বধূর মত তার অন্তর্জ্জগতে সোরগোল তুলিলেও বস্তুতঃ সে তা পারিল না। হঠাৎ পিতার কণ্ঠে 'আপনি কাকে চান' শব্দে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, এ ত সে নয়! সঙ্গে সঙ্গে অন্তরটাও একটু বিষাদমেঘে ভরিয়া উঠিল।

আগন্তুক চঞ্চলপদে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল, "মার্জ্জনার অতীত অপরাধ ক'রেছি, কিন্তু ক্ষমা চাই।"

আভা বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "অপরাধ! আমার কাছে! সেকি?"

বালিকা ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "আপনি অপরিচিত হ'য়ে এ কি ব'লছেন, দোষ কৈ যে ক্ষমা করবো।"

যুবক কহিল, "আমি অন্তরে জানি—আমিই অপরাধী। আর সকলের তাই বিশ্বাস।

আভা হাসিয়া কহিল, "দোষ না জেনেও ক্ষমা কর্ত্তে হবে, এ আবার কোন আইনের ধারা।"

মিঃ পালিত বলিলেন, "ঘটনাটা জানা না থাকিলেও বলি, এক্ষেত্রে মহাশয়ের অন্তরের অনুতাপই যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত।"

যুবক জল-ভরা চক্ষে কহিল, "কিন্তু তারা ত তা মানবে না, হোষ্টেলে আমার স্থান হবে না।"

মিঃ পালিত উৎসুক কণ্ঠে কহিল, "কেন?" যুবক নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "বৃন্দাবন তাই বলেছে, ছেলেদেরও তাই মত!"

মিঃ পালিত হাসিয়া বলিলেন, "অনুতাপটা তাহ'লে ধার করা, কি বলেন?" যুবক কাতরদৃষ্টিতে শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, মুখে কিছুই বলিতে পারিল না। আভা নত মস্তকে কিছুকাল কি ভাবিয়া কহিল, "আমি অন্তরের সহিত আপনাকে মার্জ্জনা কচ্চি।"

যুবক হাত যোড় করিয়া কহিল, "এক কলম লেখা। নইলে তাদের বিশ্বাস হবে না।"

আভা তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া কহিল, "দাঁড়ান্, লিখেই দিচ্চি। হাত নাড়িয়া কন্যাকে বাধা দিয়া মিঃ পালিত কহিলেন, "তাকে

এখানে আনতে পাল্লে, আমার কন্যা আপনাকে মার্জ্জনা ক'র্ব্বে, নইলে নয়।"

আভা দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল। যুবক পূর্ণ উৎসাহে কহিল, "এখুনি, এখুনি।"

নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অমলা কহিলেন, "সে কি আসবে?"

যুবক দীপ্তকণ্ঠে কহিল, "নিশ্চয় আসবে। নিজের জন্য হয়ত না আসতে পারত, কিন্তু আমার জন্য সে একটুও ইতস্ততঃ করবে না। পরের জন্য মান অপমান সে গ্রাহ্যই করে না।"

বুক-ভাঙ্গা নিশ্বাস ছাড়িয়া আভা কহিল, "কাজ কি মা কারুর এসে?"

মিঃ পালিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "দরকার কি একটুও নেই আভা?

আভার সহজ রক্তিম গণ্ডে কে যেন টোকা মারিল। নত নেত্রেই উত্তর দিল, "পুরস্কার বা প্রশংসা যদি না-ই যদি সইতে পারেন, আমাদের সেধে জোর ক'রে দেওয়াই বা কেন?"

, গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া পালিত কহিলেন, "এত ভাল যে, তার এ দুর্ব্বলতা সাজে না।"

অমলা উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, কিন্তু "সেই দুর্ব্বলতাই তাকে উজ্জ্বল ক'রেছে।"

পালিত হাসিয়া কহিলেন, "না অমলা, সোনাকে খাঁটি কত্তে হ'লেই পোড়াতে হয়, তা আমরা ভুলব না—তাকে টেনে নামাব। তাতে তার তেজ বাড়বে বই ক'মবে না। আর এক কথা—ধোপদস্ত কাপড়ে কালীর আঁচড় না পড়ে, সেইটেই আমাদের দেখা দরকার। কালীর ঘরে কালী ঢেলে দিলে ক্ষতি হয় না।"

.যুবক চলিয়া গেল। আভা চঞ্চলচরণে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "নির্ম্মলার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকার আছে বাবা, আমি চল্লুম।"

মিঃ পালিত জিজ্ঞাসুভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। অমলা ভৎসনা করিয়া কহিল, "সব তাতে মেয়ের বাড়াবাড়ি এর মধ্যে এমন কি দরকার প'ড়লো ?"

আভা নত মস্তকে কহিল, "কাল হিষ্ট্রীর নোট্‌টা টুক্‌তে পারি নি। আজ দেখে না নিলে, ব'লতে পারব না।"

অমলা বলিল, "হ'ক, আমায় দেখাস, বুঝিয়ে দেবোখন্। নির্ম্মলা যে টুকেছে, তার প্রমান কি ?"

একটি বালিকা হাসিতে হাসিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বলিল, "নির্ম্মলা কোন জন্মে টুকেছে, যে আজ টুকবে। আভার নোটবুক আনান্ না, টুকবে না—এমন হাবা ও নয়।"

অমলা কন্যার মুখের দিকে চাহিল। আভা তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়া কহিল, "কখন টুক্‌লুম। নোট বই তো তোর কাছেই ছিল।"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "উকিলি জেরা ক'রে বেচারি পারে কি করে তাই বলুন! না হয় পেন্সিলটাই থামেনি—নোটবইখানার পাতাই পুরে উঠেছে। তা ব'লে টুকেছে এ কি অন্যায় অবিচার।"

এ সময় নির্ম্মলাও যে এরূপ বিরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা স্বপ্নের অগোচর। আভা দ্বিতীয় কথা বলিতে পারিল না। তাহার লজ্জাবনত মাথাটা মাটির সহিত মিশিতে চাহিল।

(৮)

অসীমের রক্ষার সহায়তা করিতে আসিয়া বৃন্দাবনের আর বাসায় ফেরা হইল না। অমলার স্নেহের বাঁধন কাটান তাহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ নির্ম্মলার ব্যবহারটা তাহাদের চক্ষে সম্পূর্ণ নূতন ঠেকিল। যাওয়ার নামে একদিকে অমলার ওজর আপত্তির পাহাড় পর্ব্বত ও অন্য দিকে নির্ম্মলার সরস পরিহাসের খোঁচা তাহাদের নিরস্ত করিয়া দিল। নির্ম্মলার ব্যবহারটা যদিও অম্ল-মধুর, তথাপি এমন একটা আসক্তির নেশা জড়ান ছিল, যাহাতে তাহাকে আঘাত দিয়া চলিয়া যাইতে কাহারও মন সরিল না।

বৃন্দাবনের আগমনে আভার প্রাণে তৃপ্তি আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেলেও কি জানি কেন সে গম্ভীর হইয়াই রহিল। নির্ম্মলা গোপনে তাহাকে ঠেলা দিয়া কহিল, "অমন পেঁচার মত মুখ ভার ক'রে রইলি কি বলে বল্‌তো! হাজার হ'ক্ উপ্‌গারি লোক ওঁরা। কি ভাববেন বল দেখি!"

আভা কৃত্রিম বিরক্তির সহিত কহিল, "যা ইচ্ছে ভাবুন গে—উপ্‌গার আবার কখন ক'ল্লে না?"

নির্ম্মলা আশ্চর্য্য নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন, মাসিমা তো ব'ল্‌লেন।"

আভা মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "ওঁদের যেমন, যে ক'রেছে সে তো মোটেই স্বীকার পেতে চায় না।"

নির্ম্মলা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "বটে? ভারি বেয়াদপ্ তো। রোস দেখছি স্বীকার পেতে হয় কি না।"

আভা কহিল, "নে, তোর যেমন! এই ছুতোয় কামাই ক'রতে চা'স, কেমন?"

নির্ম্মলা গম্ভীর হইয়া কহিল, "তা বইকি, স্কুল তো পালাচ্ছে না; সেটা নিত্যকার। এমন ফুরসৎ কি সব দিন জোটে, দেখি না বেয়ে চেয়ে, যদি কাউকে আট্‌কাতে পারি।"

এবার সত্য সত্যই বিরক্ত হইয়া আভা কহিল, "তুই কি, মা যে এখুনি শুনতে পাবেন, আর ওঁরাই বা—?"

বাধা দিয়া নির্ম্মলা কহিল, "নইলে সার্টিফিকেটের যোগাড় হয় না যে।"

আভা উঠিয়া চঞ্চল চরণে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিল। নির্ম্মলা পিছনে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "ভয় নেই, তোরটিতে ভাগ বসাতে চাই না। আগে ভাগে তুই-ই বাছাই ক'রে নে না। বাকি ফেলা জিনিষটাতেই আমি খুসী হব, সত্যি বলছি, এতটুকু যদি কিন্তু হই—"

আভা তাহাকে ঠেলা দিয়া কহিল, "তুমি মর!"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "আপত্তি ছিল না, কিন্তু দু'টো নিয়ে সাম্‌লাতে পারবে কি, আমার এই ভাবনা।"

আরক্ত নয়নে কি একটা কথা বলিতে গিয়া আভা কাঁদিয়া ফে'লিল। নির্ম্মলা সম্মুখে আড়াল করিয়া দাড়াইয়া বলিল, "তুই কি লা? ঠাট্টা বুঝিস্ না! কৈ আগে এমন তো ছিলি না, আজ আবার তোর হ'ল কি। চোখ মুছে ফ্যাল, দেখ্‌তে পাবে যে! আজ ছুটি—সে কথা মনেই নেই বুঝি।"

আভা বাহিরে চলিয়া গেল। নির্ম্মলার অন্তরটায় তখন বিষাদ—কালিমা ফেনাইয়া উঠিতেছিল। জোর করিয়া মুখে চোকে হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া সে গৃহমধ্যে ফিরিয়া আসিল। তখন অসীম, অমলার প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছিল, "কল্‌কেতায় এসে আহার সম্বন্ধে আমার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই বটে—হোটেলেও খাচ্ছি, দোকানেও খাচ্ছি।

কিন্তু বৃন্দাবনবাবুর তা তো নয়, ভারি নিষ্ঠাবান উনি। তা ছাড়া ওঁর দাদাম'শাই একজন গোঁড়া হিন্দু। শুন্‌লে কিছু ব'ল্‌বেন না হয়তো, কিন্তু প্রাণে বড় ব্যথা পাবেন।"

অমলা বাসি ফুলটির মত মলিন মুখে কহিল, "তবে নয়ত থাক্‌ বাবা। চুরি কোরে কোন' কাজ ক'রতে আমি বলি না।"

বৃন্দাবন কথাটা চাপা দিতে—তাড়াতাড়ি বলিল, "ওর কথা শুন্‌বেন না। আমায় ঠকিয়ে নিজে খাবার মতলব এঁটেছে, তা হ'চ্চে না। বাপ্‌! বামুনের একঘেয়ে রান্না খেয়ে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে, আপনার কাছে খেলে মুখটা তবু বদলাবে।"

অসীম স্তব্ধ বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কিন্তু আজ অবধি কোথাও তো—"

বাধা দিয়া বৃন্দাবন কহিল, "তোর ইচ্ছা না হয় মেসে চলে যা। আজ অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে এসে শুক্‌নো মুখে ফিরব,—তা হ'তেই পারে না। কত দেরি আপনার, এর মধ্যেই কিন্তু আমার পেটের জ্বালা ধরেছে!"

অসীম লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "আমিও রাত থেকে উপোস দিয়ে আছি।"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "এটা কিন্তু নেহাৎ মিথ্যা কথা হ'ল অসীমবাবু। আমি নিজে চ'খে দেখেছি, একটা আস্ত চুরুট পুড়িয়ে তবে এ বাড়ীতে পা বাড়িয়েছেন।"

অমলা হাসিয়া কহিল, "এদের কাছে একটু ব'সতো মা! আভা গেল কোথায়? তার হাত দিয়ে কিছু জলখাবার পাঠিয়ে দিই গে।"

বৃন্দাবন ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না না, জলখাবার দরকার নেই! আপনি রান্নাটাই একটু সকাল ক'রে চাপিয়ে দিন গে।"

তার এতদিনের সংস্কার এইরূপে বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া অসীম অবাক হইয়া গেল, পরক্ষণে উৎসাহিত কণ্ঠে কহিল, "ঠিক ব'লেছ বৃন্দাবন, বামুনের রান্নায় অরুচি-ই ধরেছে বটে। ওঁদের মত হাত তারা পাবে কোথায়? কেবল ফুটিয়ে নামায়।"

অমলা চলিয়া গেল। নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল, "আভাটা কোথায়?"

অসীম কহিল, "কেবল চুরির দিকে মন থাকলে কি রাঁধতে পারে? রান্না চাপিয়ে ওৎ পেতে ব'সে থাকে; কখন ফুরসৎ পাবে।"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "জেনেও ত রাখেন?"

অসীম নেহাৎ ভাল মানুষটীর মত মুখ করিয়া কহিল, "করি কি, ক'লকেতায় সব রাঁধুনি বামুন-ই যে চোর। কাজেই ঠক্ বাছতে গাঁ ওজড় হ'য়ে যায়। আমরা খেলুম না খেলুম তাদের কি; দিনের গণ্ডা মারা না গেলেই তারা খুসি।"

নির্ম্মলা কহিল, "আমার বোধ হয়, ব্যাপারটা অন্য রকম।"

অসীম ব্যগ্রভাবে কহিল, "কি বলুন ত?"

নির্ম্মলা কহিল, "আমার মতে আপনারাই কৃপণতা করেন। যাতে যা দরকার, পায় না—কাজেই রান্না ভাল হয় না।"

অসীম চিন্তিতভাবে কহিল, "হ'তেও পারে। এটাও একটা কথা বটে। আমরা টাকাই খরচ করি, ভাঁড়ার ঝি-চাকরের হাতে তো; সেই ব্যাটারাই অর্দ্ধেক মারে। ও ঝি, চাকর, রাঁধুনী—সব সমান।"

বৃন্দাবন গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "তা নয়।"

নির্ম্মলা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মতটা আরও এক পরদা চড়া বোধ হয়! মেসের অধ্যক্ষই বোধ হয় পাকা চোর, কেমন?"

বৃন্দাবন জিভ্ কাটিয়া মাথা নাড়া দিল। নির্ম্মলা বলিল, "তবে!"

বৃন্দাবন বলিল, "আমার মতে সব মস্‌লা পেলেও, একটা তারা পায় না।"

অসীম ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কি, বলতো? ডিরেক্টারকে আজই গিয়ে ব'লছি!"

বৃন্দাবন হাসিয়া কহিল, "সে জিনিষ তো বাজারে কিনতে মেলেনা দাদা, পাবে কোথায়?"

অসীম বিস্মিতভাবে কহিল, "বাজারে কিনতে মেলেনা এমন জিনিষও আছে!"

বৃন্দাবন গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "নইলে কি আর ব'ল্‌ছি?"

নির্ম্মলা বলিল, "জানেন যদি, আপনিই কেন দিয়ে দেন না? এতগুলো ভদ্রলোক আধপেটা খেয়ে উঠে যান;—দেখেন কি করে।"

বৃন্দাবন কহিল, "কি ক'রবো, সে জিনিষ তো আমাদের নয়, সে যে কেবল গৃহলক্ষ্মীদেরই একচেটে। আপনাদের অন্তরের করুণ স্নেহ-প্রীতি-রস-ই সে মস্‌লা। হাজার মাথা কুট্‌লেও, আমরা বেটা ছেলে সেটুকু পাব না—পেতে পারি না।"

আভা চায়ের ট্রে লইয়া আসিতেছিল। কথাগুলা কাণে যাওয়ায় হঠাৎ আড়ষ্টভাবে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া পড়িল। নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি তাহার হাত হইতে পতনোন্মুখ ট্রেখানি কাড়িয়া লইয়া সম্মুখের টেবিলের উপর রাখিয়া দিতে দিতে কহিল, "এই নিন, যতটা স্নেহ-করুণ-রস, প্রীতি-মধুর-আস্বাদ এতে দেওয়া আছে, এতটা আর কিছুতে পাবেন কি না সন্দেহ।"

আহারের পর বিশ্রামের উপরোধ এড়ান চলিল না। ভদ্রতার সম্মান রাখিতে, মতের দৃঢ় সংকল্পটাকেও টলাইতে হইল। চাঞ্চল্য চাপিয়া,

বৃন্দাবন অন্তরেই বিচার-সংকল্পের ঢেউ তুলিল। ভাবিল, "একদিন বইতো নয়, কাল থেকে—এ মুখো আর হচ্চি না।"

কিন্তু সেই একদিনের বাঁধনটা কতটা কসিয়া বসিল—অথবা পরের ঘাড়ের ভূত কতটা নিজের ঘাড়ে আসিল, তাহার মীমাংসার অবকাশ তাহার ছিল না।

অপরাহ্ণে নির্ম্মলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "আমাদের সঙ্গে খানিক খেল্‌লে, তবে ছুটী।"

ওজরে কোন ফল হইবে না জানিয়া, উভয়ে তখন শান্ত বালকেরই মত তাহাদের অনুসরণ করিল। খেয়াল নামাইয়া দিয়াই কিন্তু সে কোথায় উধাও হইয়া গেল। তখন তিনজনেই খেলা চলিল। আভা একাই দু'জনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। এ বন্দোবস্তে প্রথমটায় দু'জনেরই মাথা কাটা যাইতেছিল, কিন্তু অচিরে—আভার কিশোর যৌবনে-মেশান দেহ-লতার প্রতি কম্পনে, সুগোল বাহুর তাড়ন আস্ফালনে, খেলার কৌশলে অবিরত ভুল হইতেছে দেখিয়া, তাহাদের পূর্ব্ব সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। মুগ্ধ নেত্রে ক্রীড়ারতার শ্বেত-সিক্ত ঈষৎ কম্পিত ওষ্ঠাধরের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, তাহাদের প্রাণের ভিতর কি এক প্রবাহ ছুটিয়া যাইতে লাগিল। খেলার চেয়ে খেলুড়েটির খোঁজ বেশী হওয়ায় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল।

কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া, মাথার উপর একরাশ ফুল ছড়াইয়া দিতে দিতে নির্ম্মলা বলিল, "এই পণে কিনে নিলুম, মনে থাকে যেন।"

যাইবার সময় অমলা কন্যাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, "বইগুলো দিলি না আভা?"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া আভা উত্তর করিল, "বা রে, সে তো আমার জিনিষ, আমি দেব কেন।"

অমলা হাসিয়া কহিল, "তোর জিনিষ হ'ল কি ক'রে?"

আভা বলিল, "কেউ কোন জিনিষ ফেলে দিলে, যে কুড়িয়ে নেয়, তারি তো হয়।"

অমলা গম্ভীর হইয়া কহিল, "তা কেন। মালিক খোঁজ কল্লে, তাকেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।"

আভা বলিল, "এ ক্ষেত্রে মালিক খোঁজ করা দূরে থাক, দিতে গেলেও তার ব'লে স্বীকার করেনি। তবু বার বার সাধা-সাধি কেন।"

অমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "এতও পারিস্! ঢের হ'য়েছে, আর জব্দ কত্তে হবে না। বেচারির পড়ায় ক্ষেতি হচ্ছে, দিয়ে দে।"

অসীম নির্ম্মলার সহিত কথা কহিতে কহিতে পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। শেষ বিদায় লইবার প্রতীক্ষায় বৃন্দাবন তখনও দাঁড়াইয়াছিল। আভা নিকটে আসিয়া বলিল, "কাল তখন এক সময় বইগুলি নিয়ে যাবেন বৃন্দাবনবাবু। আজ কোথা রেখেছি, মনে পড়ছে না।"

তাহারা চলিয়া গেলে, আভা তাড়াতাড়ি পিতার নিকটে আসিয়া বলিল, "আমায় কিছু টাকা দিতে পার, বাবা?"

সহাস্যমুখে পিতা কন্যার কথার উত্তরে প্রশ্ন করিলেন, "টাকা কি করবি মা?"

আভা ক্ষুদ্রকণ্ঠে কহিল, "সইয়ের একটা ব্রোচ দেখ্‌তে নিয়েছিলুম বাবা, হারিয়ে গিয়েছে।"

হাতের বইখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মিঃ পালিত কহিলেন, "তার আর কি, এনে দেব'খন, তোকে ভাবতে হবে না।"

আভা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তুমি তো পারবে না বাবা; সইয়ের যেমনটি ছিল, তেমনিটি আনা চাই। গুনোগার দিচ্চি জানলে, সে নেবে কেন।"

পিতা হাসিয়া কহিলেন, "বেশতো, আমার সঙ্গেই যাস্।

আভা চঞ্চল নয়ন ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "দেরি হ'য়ে যাবে না; সই কখন চাইবে, তার ঠিক কি?"

মিঃ পালিত, ধীর শান্ত নয়ন কন্যার মুখের উপর তুলিয়া কহিলেন, "আমার তো সময় হবে না মা, একটা জরুরী কাজে এখুনি বেরুতে হবে যে!"

অন্তরে হাসিয়া কন্যা কহিল, "তাই তো, তাহ'লে কি হবে বাবা! আচ্ছা এক কাজ কল্লে হয় না? সাহেব কোম্পানির তো বাঁধা দর। আমি একলাই যদি যাই! কি বলেন?"

পিতা আর কোন কথা না তুলিয়া, কন্যাকে চাবির তাড়া ফেলিয়া দিলেন।

পরদিন সারা সকালটা অপেক্ষা করিয়া, আভা বৃন্দাবনের দর্শন পাইল না। উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া সে তখন তাহার কলেজের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল! প্রবেশের মুখে দু'একবার ইতস্ততঃ করিল; অবশেষে সাহসে ভর করিয়া ঢুকিয়া পড়িল। একটি কাষ্ঠে ঘেরা গৃহের সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকের ক্ষুধিত চক্ষুর নিকট—অভ্যাস থাকিলেও এক্ষেত্রে সে যেন অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। তাই তাড়াতাড়ি গৃহের দ্বার ঠেলিয়া লুকাইয়া পড়িল। গৃহের মধ্যে একটি বৃদ্ধ সাহেব একমনে কি পাঠ করিতেছিলেন। বালিকাকে এরূপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি উৎসুক নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আভা চঞ্চলচরণে তাহার নিকটে আসিয়া কম্পিত

কণ্ঠে কহিল, "বৃন্দাবন পাল, নিভৃতে দেখা কর্ত্তে চাই, হ'তে পারে কি ?"

সাহেব সাদরে তাহাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া, বেহারার হাতে শ্লিপ লিখিয়া দিলেন। প্রিন্সিপালের ডাক—সকল ছাত্রেরই পক্ষে ভয় ও উৎকণ্ঠার বিষয়। খুব সাহসী হইলেও বৃন্দাবনের পা টলিতেছিল। কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধের গম্ভীর মুখের পরিবর্ত্তে একখানি হাসিমাখা মুখের সাদর আহ্বান তাহাকে একটু বিশেষ রকমেই নাড়া-চাড়া দিল। মুহূর্ত্তে সে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "আপনি এখানে ?"

আভা তখন একা। সাহেব তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়াছিল। বৃন্দাবনের কথার উত্তরে তাই বিনা সঙ্কোচেই সে বলিল, "কি করি, আপনি তো গেলেন না ; কাজেই আস্তে হ'ল। বইগুলো দিতে হবে তো।"

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, "সেগুলো তাহ'লে নেহাৎ ভার বোঝা হ'য়েছে বুঝতে হবে। কৈ, দিন।"

আভা গম্ভীরমুখে কহিল, "পরের জিনিসে কার না ভার বোঝা হয়।" তাহার দেওয়া পুলিন্দাটার মধ্যে ঝক্‌ঝকে নূতন বইগুলার দিকে চাহিয়া, বৃন্দাবন বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, "সেকি, এগুলো তো আমার নয়! সেগুলো যে পুরাণো। এই দেখ্‌ছি আনকোরা নূতন।"

আভা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া অসহিষ্ণুভাবে কহিল, "সেগুলোর কথা আর তুলবেন না। ধরুন, কেউ সেগুলো ভিক্ষে বলে নিয়েছে। তার বদলে এগুলো রাখলে আমি বড় খুসি হবো।"

বৃন্দাবন অস্থিরকণ্ঠে কহিল, "তার মানে, এগুলো আমার যৎসামান্য উপকারের দান, এই না ?"

শিহরিয়া উঠিয়া আভা কহিল, "আমাকে এতটা নীচ ভাবেন? আচ্ছা, বিকাল নাগাদ সেইগুলোই ফিরে পাবেন।"

ক্রোধভরে আভা বাহির হইয়া গেল। খানিক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বৃন্দাবন সম্মুখের বই ক'খানি সবলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। তারপর, ঝড়ের মত আভার মোটরের নিকটে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "ক'খানা পচা বই দিয়ে যে এগুলা কেড়ে নেবে, তা হ'চ্ছে না। ইচ্ছে হয়, সেগুলা রেখো—না হয় আগুণে ফেলে দিও। বাপ, এতদিন কি কষ্টটাই না গিয়েছে। হাত দিতে গেলে যার পাতা খসে আসে, সে বইয়ে কি পড়া চলে।"

কথাগুলা কোনরূপে শেষ করিয়াই সে আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল। আভা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—একটা কথাও বলিতে পারিল না।

(৯)

থাকমণির চরকাটা লইয়া বৃদ্ধ হরদয়াল ঘ্যানোর-ঘ্যানোর করিয়া ঘুরাইতেছিল। হাসিতে হাসিতে পুঁটি নিকটে আসিয়া কহিল, "ওকি হ'চ্ছে দাদু? চরকা কাট্‌চেন—তুলো কৈ?"

বৃদ্ধ বাঁ-হাতটার দিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, "তাও বটে। কখন যে ফুরিয়ে গেছে দিদি, টের-ই পাই নি!"

পুঁটি খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া কহিল, "তা বই-কি, ভাগ্যিস বল্‌লুম। মনটা ছিল কোথায়?"

শূন্য দৃষ্টিতে আকাশ পানে চাহিয়া উদাসভাবে বৃদ্ধ কহিল, "কে জানে দিদি, তোর বুড়ি দিদিমার খোঁজে ঘুরছিলো বোধ হয়।"

"ইঃ, তাই বুঝি, আমি বল্‌তে পারি কোথায়!"

আগ্রহভরে বৃদ্ধ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বল্ তো দিদি, বল্ তো, মনটা আমায় ফাঁকি দিয়ে কোন্ পথে ছুটে গেল!"

পুঁটী ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, "আর কোথায়, ক'ল্কেতায়। বৃন্দাবন-দা'র পিছু নিয়েছে।"

সশব্দে ভূমির উপর একটা চপেটাঘাত করিয়া বৃদ্ধ কহিল, "কথ্খোনো নয়।"

পুঁটি হাসিয়া কহিল, "তুমি নয় ব'ল্লেই হ'ল আর কি! স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না?"

উত্তেজিত কণ্ঠে বৃদ্ধ কহিল, "ব'য়ে গেছে তার কথা ভাবতে। সে কে, যে তার কথা ভাব্‌ব। পয়সায় গতরে এত ক'রে করাই আমার ভুল। হাজার ক'ল্লেও পরের বাঁশঝাড় কি আপনার হয় রে। সামনে থাক্‌লেই কেবল দাদু,—বুঝ্‌লি?"

পুঁটি চিন্তিতভাবে কহিল, "এবার গিয়ে অব্দি চিঠি দেয় নি, না দাদু!"

বৃদ্ধ চরকাটা দূরে ফেলিয়া দিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল, "কি দরকার তার চিঠি লিখে, কাকে লিখ্‌বে—আমাকে? কেন, আমি তার চিঠির অপেক্ষায় ব'সে আছি নাকি?"

পুঁটি কহিল, "তবু উচিত ছিল বৈ কি?"

মুখ বিকৃত করিয়া বৃদ্ধ কহিল, "হ্যাঁ, ইংরিজী-ওলাদের আবার উচিত। নিজেদের গণ্ডা বুঝে পেলেই তাদের হ'ল। তোরা রইলি, কি ম'লি সে খোঁজে কারই বা দরকার। কেবল নেবার কুটুম রে পুঁটি, কেবল নেবার কুটুম। দরকার হ'ক দেখি, দেখ্‌বি—একখানার জায়গায় বিশখানা চিঠি এসে প'ড়ছে। এবার দিচ্ছি তাই! এক কড়া কানা কড়ি যদি এ হাত দিয়ে গলে, তখন বলিস্।"

"হয়তো শরীর তেমন ভাল নেই দাদু, কোনবার তো এমন করে না।"

বৃদ্ধ নির্ব্বাক বিষণ্ণ মুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পুঁটি বলিতে লাগিল, "পথের কষ্টটাতো কম নয়; যাবার দিন মাথাটাও ধরেছিল।"

আগ্রহভরে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "মাথা ধরেছিল? কৈ, সে কথা তো ব'লেনি! তা বল্‌বে কেন, আমি তার কে?"

পুঁটি ধীর নম্রকণ্ঠে বুঝাইল, "বল্‌লে কি আর যেতে দিতে? এবার কার পড়াটা নাকি ভারি শক্ত। একদিন কামাই হ'লে পাশ দেওয়া যায় না, হাজরি দেখে তবে নাকি পাঠায়।"

বৃদ্ধ বলিল, "আচ্ছা, এ বিদ্যে তাকে শিখ্‌তে বল্লে কে! নিজের শরীরই যদি না রইল, বিদ্যে নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? এত পয়সা চারধার থেকে কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, কার জন্যে? এই যে আমি মুখ্‌খু, তাতে কি আট্‌কেছে কিছু। নিজের গণ্ডা বুঝে নিতে পাল্লেই হ'ল, কিন্তু বলি কাকে? শোনে কে?"

খানিক গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। আন্‌লা হইতে চাদরখানা টানিয়া কাঁধে ফেলিয়া, জুতা ও লাঠীটার জন্য ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক করিতেছে দেখিয়া, পুঁটি কথিত জিনিষ দুইটি আগাইয়া দিয়া কহিল, "কোথায় যাবে দাদু?"

বৃদ্ধ সবেগে লাঠিটা ভূমে ঠুকিয়া কহিল, "এই খেয়েছে, বেরুবার মুখে পেছু ডেকে মলি!"

পুঁটি হাসিয়া কহিল, "পেছু ত ফেরনি দাদু, সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়িয়ে ব'লছি, এতে দোষ হয় না। হ'রে মাঝি ক'লকেতা থেকে এসেছে, তার কাছে যাবে বুঝি?"

বিরক্তভাবে দাঁত খিঁচাইয়া বৃদ্ধ কহিল, "বোয়ে গেছে! বাজারে সংয়ের যাত্রা দেখ্‌তে যাচ্চি।"

আধঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া হাতের লাঠী ও কাঁধের চাদর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বৃদ্ধ থপ্‌ করিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল। ভয়ে ভয়ে আড়নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে পুঁটি খানিক এদিক্‌ ওদিক্‌ ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর হঠাৎ কাছ ঘেসিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, "কি শুনে এলে দাদু?"

হাউইটায় কে যেন আগুন ধরাইয়া দিল। লাফাইয়া উঠিয়া বৃদ্ধ কহিল, "কি আর শুন্‌ব, কারুর জন্যে যেন আমার ঘুম হ'চ্ছে না!"

পুঁটি নতদৃষ্টিতে খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তবু!"

দাঁত খিঁচাইয়া বৃদ্ধ কহিল, "ভালই আছে।"

কিন্তু সেই 'ভালই আছে' কথাটার সঙ্গে সঙ্গে কতটা অন্তর বেদনা ঝরিয়া পড়িল, তাহা কেবল পুঁটি-ই বুঝিল। আর বুঝিলেন, সেই সকল বিধানের কর্ত্তা অন্তর্য্যামী। খানিক নীরবে বসিয়া থাকিয়া সে কহিল, "চিঠিটা আমাদেরই আগে লিখ্‌লে হয় না, দাদু?"

বৃদ্ধ আগুনভরা চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "কি বল্‌লি? আমি লিখ্‌ব চিঠি! কেন, এত দায় কি শুনি? এবার টাকার দরকার হ'লে মুড়ো খ্যাংরা ব্যবস্থা ক'রব।"

সহসা বাহির হইতে পিয়ন হাঁকিল, "চিঠি নিয়ে যান গো?"

পুঁটির সর্ব্বাঙ্গে একটা আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। চঞ্চলপদে ছুটিয়া যাইতে যাইতে সে বলিল, "ওই গো দাদু, এসেছে।"

বৃদ্ধ দাওয়া হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "খবরদার পুঁটি, ফেলে দে, ওচিঠি আমার কাছে আনিস্‌নি।"

পুঁটি নিকটে আসিয়া মিষ্টি মধুরকণ্ঠে কহিল, "অত রাগলে কি চলে

দাদু! হয়তো কোন কারণে লিখে উঠতে পারে নি। প'ড়েই দেখনা কেন!"

বাঘের মত লাফাইয়া পুঁটির হাত হইতে চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বৃদ্ধ কহিল, "এই নে। হ'ল ত; যেমন চিঠি লেখার ছিরি, তেমনি।"

ব্যথিত হৃদয়ে পুঁটি খানিক পতিত টুক্‌রাগুলার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বুকভাঙ্গা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেল। আধঘণ্টা পরে কি একটা কাজে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বৃদ্ধ নিবিষ্টচিত্তে ছিন্ন পত্রের অংশগুলি যোজনা করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। নিকটে আসিয়া মৃদু হাস্যের সহিত পুঁটি কহিল, "ভাল রাগ তোমার দাদু! তখন মিছি-মিছি চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে, এখন কষ্ট পাওয়া।"

থতমত খাইয়া বৃদ্ধ কহিল, "শেষে বুঝি তাই হ'ল। যাবার সময় অমন কোরে নিশ্বেস ফেল্‌লে কে! দেখ্‌ছি, তোর কথা যদি কিছু লিখে থাকে, নইলে আমার আর কি!"

লজ্জারক্ত মুখটা নীচু করিয়া পুঁটি কহিল, "যাও! তুমি কি?" ক্ষণপরেই কিন্তু প্রেম-প্রফুল্ল মুখে মাথা তুলিয়া কহিল, "বেশ ত। যার জন্যই লিখুক, খপর পাঠিয়েছে তো। টুকরোগুলো জুড়ে কিছু বুঝলে, না বৃথাই খাটা সার হ'ল।"

স্থির দৃষ্টিতে টুকরাগুলার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "এই যে, যা বলেছি, তাই। টাকার দরকার হ'য়েছে, তাই বুড়োর খোঁজ। আমায় যেন গাছ পুঁতে রেখে গিয়েছে। নাড়লেই টাকা।"

খানিক বসিয়া থাকিয়া পুঁটি নীরবে ধীরে ধীরে সেস্থান ত্যাগ

করিয়া চলিল। বৃদ্ধ চঞ্চলচরণে তাহার নিকটে গিয়া হাত ধরিয়া দাওয়ার উপর টানিয়া বসাইয়া কহিল, "কথাটা মোটেই পছন্দ হ'ল না, নয়? তোর মতে কতগুলো টাকা আমার জলে ফেলাই উচিত, কেমন?"

পুঁটি ম্লানমুখে কহিল, "আমি তো আর বলিনি, যা ইচ্ছে হয় কর না, আমি তার কি জানি।"

বৃদ্ধ কহিল, "প্রাণে কিন্তু অন্য কথা হ'চ্ছে।—এবারটা পাঠিয়ে দাও —দোষ করলে কি তার মাপ নেই—হাজার হ'ক বিদেশ বিভুঁই—ছেলে মানুষ যদি বুঝতেই না পেরে থাকে। আঃ, উনি কি বুড়ো গো! দেব না। এক কড়া কানা কড়ি তাকে পাঠাব না। এতে যত পারিস্ তুই রাগ ক'রগে যা। কেন দেব? আঃ! আমার ত খেয়ে দেয়ে ঘুম হ'চ্ছে না; তাই, কোথাকার কে, তার জন্যে নাহ'ক্ ভেবে অস্থির হব!—বোয়ে গেছে ভা'বতে।"

খানিক নীচু মুখে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বেশ ত, না দাও লিখে দাও—আর তোমার ক'লকেতার খরচা চালাতে পারব না। পারে—ছেলে পড়িয়ে থাকুক, নইলে চলে আসুক। তার জন্যে আমায় জ্বালাও কেন!"

পুঁটির মুখের নিকট হাত নাড়িয়া কঠোর স্বরে বৃদ্ধ কহিল, "ইস্! অভিমানে গ'লে গেলেন। ইচ্ছে হয়, তুই লিখগে যা। আমার দায় কেঁদেছে। চিঠি লিখব না; টাকাও পাঠাব না। দেখি তুই কি কর্ত্তে পারিস।"

সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুঁটী কহিল, "সেই ভাল। আমি ছিদাম দা'কে দিয়ে লিখিয়ে দিচ্চি।"

বাধা দিয়া বৃদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "দেখ্ পুঁটী, দুদিন বাদে তুই

আমার ঘরের বৌ হবি। বয়সটা নেহাৎ কচি নেই। যে সে লোকের বাড়ী যাসনি ব'লে দিচ্চি।"

ফিরিয়া আসিয়া দাওয়ার একপার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া পুঁটি কহিল, "বেশ, যাবনা। কিন্তু আমার জবানিতে তোমাকেই লিখে দিতে হবে।"

উপস্থিত বিপদে নিষ্কৃতি পাইয়া হাঁপ্ ছাড়িয়া বৃদ্ধ কহিল, "তা দেব'খন, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বলিস্, যা লিখতে হয়, লিখে দেবো।"

খানিক নীরবে থাকিয়া বৃদ্ধ ক্ষুণ্ণ মনেই বলিয়া উঠিল, "বুড় হ'য়ে দশজনের বালাই হ'য়েছি, আর থাকা কেন? ইচ্ছে তো করে, বৃন্দাবন-চন্দ্রের পাদপদ্মে সব সঁপে দিয়ে কাজের ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে বসি, কিন্তু কেমন যে গেরোর ফের, কিছুতেই তা হয় না। পথে বেরিয়ে—রাধারাণী ফিরিয়ে দিলেন। তাও বলি, মনের গেরো না কাট্‌লে তিনিই বা নেবেন কেন!"

রাত্রে আহারের পর একখানা কাগজ আনিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে ধরিয়া পুঁটি কহিল, "কৈ দাদু, লিখে দাও।"

গা ভাঙ্গিয়া বৃদ্ধ কহিল, "আজ শরীরটে ভাল নেই দিদি, কাল তখন লিখে দেব।"

কথাটার ভিতর দিয়া কতখানি বেদনার বোঝা বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া পুঁটি আর কোন কথা কহিল না। নীরবে বৃদ্ধের পায়ের কাছে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। যত্ন-স্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে শুলি যে?"

পাশ ফিরিয়া শুইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুঁটি কহিল, "হ'ক্‌গে দাদু, আজ এখানেই থাকি।"

বৃদ্ধ স্নেহভরে কহিল, "মা ভাববে যে দিদি !"

ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া পুঁটি কহিল, "ইচ্ছেটা—আমি দূর হ'লেই বাঁচ, কেমন দাদা মশাই ?"

অবাক-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিল, "সে কি দিদি !"

পুঁটি চ'কের উপর দিয়া হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, "তা বই আর কি ? একজনকে কোন্ অজানা দূর দেশে তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছ ; হাত খরচ বন্ধ ক'রে আজ বিশবাঁও জলে ভাসালে, এদিকে এ আবাগি যাতে না বাড়ী ঢোকে, তার চেষ্টা। তা হ'লেই হাত পা ছড়িয়ে নাম নেওয়া হয়। আঃ, আমরাই যেন ওঁর মুখ সেলাই করে রেখেছি।"

বৃদ্ধ শান্ত মলিনকণ্ঠে মাথা চুলকাইয়া কহিল, "তা কি বল্‌ছি দিদি ? মা ভাববে যে।"

পুঁটি সদর্পে কহিল, "কেন, জলে পড়েছি, যে এত ভাবাভাবি। একলা কি কোন' দিন থাকিনি ; কত রাত যে তোমার কাছে শুয়ে কেটে গেল, কৈ, খোঁজ নিয়েছে কোনো দিন !"

বৃদ্ধ তাহার মাথাটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, "রাগ করিস্‌নি দিদি, বুড়ো হ'য়েছি, আর কি মেজাজের ঠিক থাকে ?"

দিনকতক বেশ শান্তিতেই কাটিয়া গেল। বৃদ্ধ, বৃন্দাবনের কোন কথা তুলিল না, পুঁটিও জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করিল না। হঠাৎ একদিন একখানা মণিঅর্ডারের কুপন আসিতে দেখিয়া পুঁটি হাসিয়া কহিল, "এই না ব'লেছিলে, টাকা দেব না ! আবার দিলে যে !"

উচ্চহাস্যের সহিত বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "শালা ঘরে যে সেপাই রেখে গিয়েছে, তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পাল্লে তবে তো বন্ধ ক'রবো রে দিদি ; নইলে সাধ্যি কি, খাওয়া নাওয়া যে বন্ধ হ'য়ে যায়।"

(১০)

মোটের উপর অসীম ছোকরা তত মন্দ ছিল না। খেয়ালের বশে বৃন্দাবনের কৃত কাজটা নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া সুখ্যাতির ঢাক পিটিতে বসিয়াছিল বটে ; কিন্তু কাজটা যে বৃন্দাবনের, সেটা তার আদৌ জানা ছিল না, জানিলে এপথে পদার্পণ করিত কিনা সন্দেহ ! অসংযমি জিহ্বায় লাগাম দিতে না পারায়, বৃন্দাবন-প্রমুখ মেসের সকল সঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে তাহারও অন্তরে এক দারুণ ব্যথা জাগিয়াছিল। তাই কতকটা ইচ্ছা করিয়াই সে মিঃ পালিতের গৃহদ্বারে অপরাধী বেশে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল।

সেদিন অমলার মধুর স্নেহের আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসা অবধি নিত্যই তার প্রাণ সেই দিকেই টানিত। অনেক তর্ক বিতর্কের ঝড়-ঝাপটার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, উচিত অনুচিতের ঘুর্ণিপাকে অবিরত ঘুরপাক খাইয়া, তবে সে আজ বাহির হইয়াছিল। গৃহের বাহিরে পা বাড়াইবার পূর্ব্ব অবধি বহুবার সে পরা-জামা খুলিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে যাওয়া না যাওয়ার টানে যাওয়াটাই বড় হইয়া দাঁড়াইল। বাহির হইবার মুখে বৃন্দাবনকে সঙ্গে টানিবার ইচ্ছাটা প্রবল হওয়ায় সে একবার তাহার গৃহের দিকে অগ্রসর হইল ; পরক্ষণেই কি জানি কি ভাবিয়া সিঁড়ি বাহিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

মিঃ পালিতের দ্বারে আসিয়া অসীম ভৃত্যের মুখে সংবাদ পাইল, গৃহকর্ত্তা, পত্নীর সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছেন। তবে মিসিবাবা বাড়ীতেই আছেন, দরকার হইলে সংবাদ দিতে পারে। একটা অস্ফুট আনন্দ-প্রবাহে অসীমের অন্তর নাচিয়া উঠিল। পরক্ষণেই কি জানি কি-ভাবিয়া সে মুখ ফিরাইয়া পলায়ন করিতে চাহিল। কিন্তু মানুষ

দৈবাধীন, একটা অজ্ঞাতশক্তির অঙ্গুলীহেলনে তাহার তাবৎ সঙ্কল্পই লয় পাইল। আনন্দ-প্রতিমা নির্ম্মলা একটা উজ্জ্বল হাস্যতরঙ্গ ছুটাইয়া নিকটে আসিয়া কহিল, "ওকি! চোরের মত পালাচ্ছেন যে অসীম বাবু? অতিথি দরজায় এসে ফিরে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে যে। চলুন চলুন, ফিরে চলুন।"

অসীম মাথা চুল্‌কাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, "এঁরা বাড়ী নেই শুন্‌লুম কি না; তাই ফিরে যাচ্ছিলুম!"

নির্ম্মলা ফুল্ল-মুখে কি একটা বলিতে গিয়া সহসা মুখে রুমাল চাপা দিল। তারপর বেশ সহজ সরল কণ্ঠেই কহিল, "কেন, আভা কি অতিথি সৎকার জানে না?"

একটু পরিহাসের লোভ সাম্‌লাইতে না পারিয়া অসীম কহিল, "কি জানি, যদিই না জানেন। নূতনলোক, সন্দেহ হয় তো?"

ঠোঁট চাপিয়া হাসি রোধ করিয়া নির্ম্মলা কৃত্রিম ক্রোধের সহিত কহিল, "আমার বন্ধুর নামে এত বড় কলঙ্ক দিতে আপনি সাহস পান! দাঁড়ান দেখাচ্চি। তারপর খপ্‌ করিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "এক সুরূপা, সুশিক্ষিতা, সদাচার-সম্পন্না মহিলার নামে মিথ্যা দোষারোপকরণ অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেফ্‌তার কর্‌লুম, চলুন।"

অসীম হাসিয়া বলিল, "কোথায় যেতে হবে?"

নির্ম্মলা গম্ভীরমুখে কহিল, "আসামীর সে কথা জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন।"

উভয়কে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আভা সহাস্যে অগ্রসর হইল। বুঝি তাহার দৃষ্টিটা পশ্চাতে আর কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু সে না আসায় মুহূর্ত্তের জন্য যেন নিরাশ—আঁধার

ভাবে অবনত হইয়া পড়িল। পরক্ষণেই সে ভাব গোপন করিয়া ফুল্লমুখে অভ্যর্থনা করিল, "এই যে আসুন, খবর সব ভাল ?"

নির্ম্মলা গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "থামো ! ইনি দরজায় এসে পালাচ্ছিলেন, সে বিচার আগে হ'ক !"

আভা মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, "তুই ধ'রে আন্‌লি বুঝি ?"

নির্ম্মলা বলিল, "নইলে কি আস্‌তেন !"

আভা উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তাহ'লে সিপাইটি ভালই ব'লতে হ'বে, কি বলেন অসীমবাবু !"

নির্ম্মলা সঙ্গে সঙ্গে হাত পাতিয়া কহিল, "শুধু মুখের কথায় হবে না। বক্‌শিস্ চাই।"

আভা গোপনে তাহাকে চিমটি কাটিল। নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল, "বেশ, ভাল কর্ত্তে গিয়ে এই বুঝি পুরস্কার। যাক, যেমন মনিব, তেমনি পাওনা। এখন এর দণ্ড ?"

"সেটা আমি নিজেই নিচ্ছি।" বলিয়া অসীম পকেট হইতে একটা সুন্দর কেস বাহির করিল। আভার সমস্ত মুখখানির উপর দিয়া সঙ্গে সঙ্গে একটা কঠোরতার তরঙ্গ খেলিয়া গেল। নির্ম্মলার সতর্ক দৃষ্টিতে সেটা এড়াইল না। পাছে ভদ্রলোক অপ্রতিভ হন, এই ভয়েই যেন সে তাড়াতাড়ি সেটা নিজের হাতে টানিয়া লইয়া খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে এক জোড়া সুন্দর 'দুল' শোভা পাইতেছিল। তাড়াতাড়ি একটাকে টানিয়া বাহির করিতে করিতে সে কহিল, "বাঃ, সুন্দর তো ! এটা কিন্তু আমি নিলুম !"

অসীমও আভার সেই ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিল ! বড় আশায় ব্যথা পাইয়া সে বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। নির্ম্মলার কথার উত্তরে ভাঙা গলায় কহিল, "বেশ তো, নিন্ না।"

নির্ম্মলা খোঁচা দিয়া কহিল, "আর কেউ নিলে সন্তুষ্ট হতেন, আমায় দিয়ে ততটা হতে পারবেন না নিশ্চয়।"

অসীম ঢোক গিলিয়া বলিল, "না না, তা কেন? আমি ত কাউকে দেব ঠিক করে আনিনি।"

নিজের ব্যবহারে আভা নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল।

এ সম্বন্ধে বেশী কোন কথা না তুলিয়া ব্যস্ততার সহিত সে বলিয়া উঠিল, "কি ভুল দেখেছ, এতটা এসে অসীমবাবুর যে গলাটা শুখিয়ে যাবার সম্ভাবনা, তা মনেই নেই।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। নির্ম্মলা অসীমকে বলিল, "একদিনের পরিচয়ে উপহার আনাটা ভাল হয়নি, অসীমবাবু! এটা ফিরিয়ে নে যান।"

অসীম হাত তুলিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। আভা একখানি ট্রে হস্তে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। হাতের জিনিস টেবিলে নামাইয়া সে ধীরকণ্ঠে কহিল, "চা তৈরীই ছিল। বাবা, মা এখুনি খেয়ে বেরুলেন কিনা।"

চুপে চুপে টেবিলের পাশ দিয়া কেসটা অসীমের ক্রোড়ে ফেলিয়া দিতে দিতে নির্ম্মলা কহিল, "বৃন্দাবন বাবু কেমন আছেন, এলেন না যে?"

আভার চ'খে মুখে একটা বিদ্যুতের লেখা ছুটিয়া গেল। সেটা এত ক্ষণিক যে অসীম সতর্ক দৃষ্টিতে ধরি-ধরি করিয়াও ধরিতে পারিল না। নত চক্ষে সে কহিল, "ভালই আছে। খেয়ালি লোক, তার আসা না আসার জবাব এখন দেওয়া শক্ত।"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "যা হ'ক, বন্ধুর পরিচয় দানটা মন্দ নয়।"

অসীম বলিল, "মিথ্যে কথায় আপনাদের কাণ ভারি কচ্চি ভাব্‌বেন না, সত্যই তার ভাবের অন্ত পাওয়া দায়।"

আভার নত মুখের দিকে চাহিয়া নির্ম্মলা কহিল, "কি রকম!"

অসীম গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "এই দেখুন না, গরীবের উপকার হবে ব'লে, কতকগুলো পচা গলা বই নূতন দামে কিনে—"

আভা সহসা মুখ তুলিয়া উৎসুকভাবে কহিল, "যথার্থই গরীব বোধ হয়?"

অসীম হাসিয়া কহিল, "কে জানে গরীব কি, কি। বছরের প্রথমে একটা ছেলে মেসের দরজায় এসে কতকগুলো বই নিয়ে সবাইকে সাধ্‌ছিল; দরকারী হ'লেও ছেঁড়া পচা বই দেখে কেউ নিতে চাচ্ছিল না। বৃন্দাবন বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে হঠাৎ ফিরে ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেসা কল্লে, "এ বই বেচ্‌বে কেন হে ছোক্‌রা?"

নির্ম্মলা চায়ের বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, "বেশ নভেলিক। তারপর?"

অসীম বলিল, "সে আর ব'লতে, তারপর শুনুন, ছোক্‌রা বল্‌লে 'আমার বুড়ো' বাপের চিকিৎসার খরচ জোগাতে পাচ্চি না, তাই বেচ্‌ছি।' বৃন্দাবন পকেট থেকে একখানা নোট বের ক'রে তার সামনে এগিয়ে ধ'রলে। ছোঁড়া মাথা উঁচু ক'রে তেজের সঙ্গে ব'লে উঠলো, "মাপ ক'রবেন মশাই, আমরা গরীব বটে, কিন্তু ভিখারী নই।"

নির্ম্মলা বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "আশ্চর্য্য!"

অসীম উৎসাহের সহিত কহিল, "আশ্চর্য্য ব'লে আশ্চর্য্য! আমরা যে কজন দাঁড়িয়েছিলুম, অবাক হ'য়ে ছোঁড়ার মুখের দিকে চেয়ে

রইলুম। বৃন্দাবন কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার মত কিছুই খুঁজে পেলে না। হাসতে হাসতে ছোঁড়ার হাতের বইগুলো নিয়ে হিসেব ক'রে নূতনের দামই দিয়ে দিলে। ছোঁড়া চ'লে গেলে কেউ কেউ ব'ললে, "ছিঃ বৃন্দাবনবাবু, আপনার বুদ্ধি হবে কবে। অমন বেয়াদ্দাজী কাজে শুধু আপনারি যে লোকসান তা নয়, আমাদেরও মাইণ্ডে ঘা দিয়ে ভবিষ্যতের অনিষ্টের পথটা প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হ'য়েছে।" বিন্দে ছোঁড়া জবাব দিলে কি জানেন? "ভয় নেই, দু'বার ক'রে ঠকাতে ও আসবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমিও ঠকিনি! যা ভ্যালুয়েবল্ নোট টোকা রয়েছে, সেটা ধ'রলে মাটির দরে পেয়েছি।"

আভা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল, কি জানি কেন এই সময় তাহার মাথাটা আপনা হইতে নমিত হইয়া গেল। নির্ম্মলা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "অদ্ভুত লোক তো!"

অসীম বলিল, "আরও অদ্ভুত শুনুন, এতদিন অমূল্য মাণিক ভেবে সেই ছোঁড়া বইগুলোর উপর যত্ন ক'রতো। সর্ব্বদা কত সন্তর্পণে পাতা উল্টে পড়া, আবার যত্ন ক'রে চাবীর মধ্যে রেখে দেওয়া, কিন্তু ক'দিন দেখ্‌ছি সেগুলোর আর সন্ধানই নাই। কতকগুলো রগ্‌রগে ঝক্‌ঝকে বই এনে তার জায়গায় পুরেছে। জিজ্ঞাসা করায় হেসে উঠল। বল্‌লে, "আঃ, কতকগুলা গলা পচা বই নিয়ে কি আমার পোষায়? না আছে তাতে সব কথা, না পড়তে পারি তার সব অক্ষর। আজ নূতন বই এনেছি, প'ড়ে বাঁচব।"

সহসা আভা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখে চ'কে তখন কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। নির্ম্মলা অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তোর আবার হ'ল কি আভা!"

আভা চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া কহিল, "কিছু নয়! চ'কে যেন কি একটা প'ড়ল।"

নির্ম্মলার অনেক যত্নের অনুসন্ধান সত্বেও কিন্তু সেই 'কিছুটার' সন্ধান হইল না।

(১১)

মস্ত বড় একটা ইলিশমাছ হাতে হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, মাছটা দাওয়ার উপর আছ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া বৃদ্ধ হরদয়াল হাঁকিল, "পুঁটি, ও পুঁটি, কোথায় গেলি তোরা।"

আড়-ঘোমটা টানিয়া পুঁটির মা থাকমণি বাহিরে আসিয়া কহিল, "মাছ কি হবে, কেন আন্‌লেন!"

বৃদ্ধ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "সেকি, বৎসরকার দিন, আনব না! কি বল তুমি?"

থাকমণি নতমুখে কহিল, "বৃন্দাবন বাড়ী নেই, এ সময় না আনলেই হ'ত। খাবে কে?"

বৃদ্ধ দাঁত খিঁচাইয়া কহিল, "বাড়ী নেই তো হ'য়েছে কি! এ গেঁও হাটে কি সব দিন মেলে! বছরের একদিন। বাড়ীর মঙ্গল অমঙ্গল দেখতে হবে না?"

কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া পুঁটী কহিল, "বা দাদু, বেড়ে মাছটা ত, ডিম হ'য়েছে, কি বল?"

হাসিভরা মুখে বৃদ্ধ কহিল, "তা কি আমি গুনতে জানি রে দিদি! পেট্‌টা যেমন মোটা দেখছি, হোলেও হ'তে পারে। দেখ দেখি মেয়েটার কি আনন্দ, আর তুমি কিনা আনতেই বারণ কর।"

থাকমণি মৃদুস্বরে কহিল, "একটা মেয়ে, তার জন্যে গোটা একটা মাছ আনবার কি দরকার, তাই বলছিলুম।"

বৃদ্ধ উষ্ণ হইয়া কহিল, "কেন, মেয়েটা র'য়েছে, আমি র'য়েছি, একটা মাছ না আনলে চলে?"

হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া পুঁটী কহিল, "তুমি না হবিষ্যি কর দাদু, মাছ খাবে কি!"

বৃন্দাবন কলিকাতা যাওয়ার পর হইতে বৃদ্ধ ভাল আহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। নিজে হবিষ্য করিত, পুঁটীর জন্য যৎসামান্য কিছু কিছু আনিয়া দিত বটে, কিন্তু তাও সবদিন নয়। পুঁটী এ কথায় হাসিয়া কহিল, "তাতে হ'য়েছে কি! বামুনের বিধবা তো নই যে, মাছ খেলেই অধঃপাতে যেতে হবে।"

হঠাৎ পুঁটী গিন্নির মত গম্ভীরমুখে কহিল, "দূৎ, তা বুঝি আবার খায়!"

তাহার নড়া ধরিয়া নাড়া দিতে দিতে থাকমণি বলিল, "থাম্ আবাগী, তোর সে খোঁজে দরকার কি?"

বৃদ্ধ সবলে পুঁটিকে সরাইয়া দিয়া রোষ ভরে কহিল, "তোমার মতলব খানা কি বল ত? এতটুকু মেয়েকে এমনি ক'রে মারো; কেন, ও তোমার খায় না পরে।"

থাকমণি বলিল, "আদর দিয়ে দিয়েই তো মাথা খাচ্চেন। পরের বাড়ী পাঠাতে হবে, সেটা মনে আছে?"

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া কহিল, "সে তখন আমি বুঝব। খপরদার ব'লে দিচ্চি, ওর গায়ে হাত তুল না।"

থাকমণি আর কোন কথা না তুলিয়া গোঁ ভরে আঁস্‌বটী লইয়া মাছ কুটীতে বসিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ বলিল, "সাধে কি আর

কথা কই! প্রথম মাছটা এলে একটু তেল সিঁদুর দিতে হয়, সেদিকে কারো হুঁস্ নেই। আছেন কেবল মেয়ে ঠেঙ্গাতে। নিজে অকর্ম্মার ঢেকি, তো মেয়ে শিখবে কোত্থেকে। দেখ, আমি ব'লে দিচ্চি অমনি কুটে-কেটে নষ্ট ক'ল্লে যদি আমি পাতে পাড়ি তো আমার নাম হরদয়াল পাল নয়।"

থাকমণি বলিল, "বাড়ীতে এইস্ত্রী থাকলে তবে ও সব করে, নইলে—"

বাধা দিয়া বৃদ্ধ খিঁচাইয়া উঠিয়া কহিল, "আহা, কি কথাই হ'ল। কেন, পুঁটী কি এইস্ত্রী হবে না। দাঁড়াও, ওমাসেই একটা দিন দেখছি। দেখি কেমন না হয়।"

থাকমণি বলিল, "একটা চ্যাংড়া মেয়ে, তাকে নিয়ে আর অত'য় কাজ নেই। ভাল দেখায় না। এমনিই তো লোকে—"

কথাটা শেষ না হইতেই সে বঁটী ফেলিয়া সেস্থান হইতে উঠিয়া গেল। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিল, "জানি সাধ করে যখন এনেছি, তখন এ নিয়ে কত কুরুক্ষেত্র হবে। আমাকেই কুটতে হবে দেখছি। আয় দিদি, একটু তেল হলুদ নিয়ে আয়তো। আমি ততক্ষণ গাছকতক দুর্ব্বার চেষ্টা দেখি।"

তেল সিঁন্দুর ইত্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া বৃদ্ধ উবু হইয়া মাছ কুটীতে বসিল। বঁটীর উপর মাছ রাখিয়া উল্টা দিকে আঁইষ ছড়াইবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছে দেখিয়া পুঁটী হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "দুৎ, অমন ক'রে ছাড়ায় বুঝি। এই এমনি ক'রে ধর, হি-হি-হি ওকি হ'লো! না তুমি পারবে না, দাও—আমাকে দাও।"

বৃদ্ধ কহিল, "কি ক'রবো বল, সবার রাগ হয়, কিন্তু কেউ বোঝে না যে আমার কষ্ট কত? নিজেব সব ভাসিয়ে দিয়ে, পর কুড়িয়ে বাসা বেঁধে আছি, তাও—"

বৃদ্ধের কথার অবসান হইতে না হইতে থাকমণি গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া কহিল, "উঠুন।"

আহ্লাদে আটখানা হইয়া বৃদ্ধ কহিল, "বাঁচা গেল, কি বলিস্ পুঁটি! একি ব্যাটাছেলের কাজ রে! হাতটাই কেটে ফেলতুম্ আর একটু হ'লে।"

পুঁটির লক্ষ্যটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে; কথাটা তাঁর কাণেই পৌঁছিল না। উৎসুক আগ্রহে সে মাতার চলনশীল হাতটার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া ছিল। হঠাৎ আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে কহিল, "ওই যে, বা বা, জোড়া ডিম্—জোড়া ডিম্, একটা দাদু খাবে, একটা আমি খাব।"

পুঁটীকে আহারে বসাইয়া বৃদ্ধ হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া পার্শ্বে বসিয়াছিল। লজ্জিত পুঁটী ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি খাবে না দাদু, আমার মুখের দিকে শুধু চেয়ে থাকলেই পেট ভরবে!"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া কহিল, "হবে'খন দিদি। খাওয়ার আমোদেই তো এতকাল কাটিয়ে এলুম। আজ জাল গুটোবার দিনে, ভাঙ্গা জীবনের বাকি বকেয়া খতিয়ে ভাবছি, এ কল্লুম কি। ওয়াশীল টান্তে, ফাজিলেই যে বেড়ে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি খাইয়ে সেটা পূরণ ক'রে নিতে চাই, ঘোরা ঘুরি আর ভাল লাগে না দিদি।"

পুঁটী কি বুঝিল জানি না; মাথা নীচু করিয়া একটা নিশ্বাস ছাড়িল। চঞ্চলকণ্ঠে কথাটা পাল্টাইয়া লওয়ার আগ্রহে কহিল, "আচ্ছা, তুই এক পাতে ব'সে ক'খানা মাছ খেতে পারিস্ দিদি।"

পুঁটী ঘাড় কাত করিয়া কহিল, "আমি অনেকগুলো পারি দাদু।"

বৃদ্ধ সাগ্রহে কহিল, "তা ব'লে বিন্দে ছোঁড়ার মত নয়, কি বল্?"

নিজের বাহাদুরীতে বাধা পড়িবার সম্ভাবনা দেখিয়া পুঁটী নাক

সিটকাইয়া কহিল, "ইঃ, পারি না বই কি। দাও না অতগুলো। আমি বরং বেশীই খেয়ে দোবো, তোমার জন্তে একখানাও রাখব না।"

বৃদ্ধ—বালকের মত প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা, বাজি। দাও ত মা আট খানা ভাজা-মাছ ওর পাতে। কেমন পারে দেখি!"

মাছ লইয়া আসিয়া থাকমণি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি খাবেন কখন, বেলা যে গেল।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া কহিল, "হবে'খন, এই ত সকাল হ'ল। আহ্নিক পূজো কিছুই হয়নি মা।"

থাকমণি মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "ও ছুঁড়ির পাতের কাছে ব'সে খাওয়ানই হ'চ্ছে আপনার আহ্নিক। আর পূজো-আহ্নিকের সময় আছে কি?"

বৃদ্ধ হাসিয়া কহিল, "তা যা ব'লেছ মা। পর নিয়েই জড়িয়ে পড়েছি বটে। তবে এ নকল—আসলের চেয়ে ঢের মিষ্টি রে বেটি।"

থাকমণি রাগে গজ গজ করিতে করিতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ কহিল, "হ্যাঁ রে পুঁটী, ক'লকেতায় সে ছোঁড়া খুব খায়, কি বলিস?"

পুঁটী তখন মাছ বাছিতে ব্যস্ত ছিল। ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "না।" বৃদ্ধ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "বলিস্ কি দিদি! ক'লকেতা অত বড় সহর, সেখানে পায় না?"

মস্ত একটা গ্রাস মুখে তুলিতে তুলিতে পুঁটী কহিল, "কে দেবে তাকে? মেসের খাওয়া!"

উদাসভাবে শূন্তের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিল, "তাও বটে।"

ঝোলের বাটিতে হাত দিয়া পুঁটী চেঁচাইয়া উঠিল, "ওমা! ঝোলের মাছ মোটে একখানা!"

রান্নাঘর হইতে ঝঙ্কার দিয়া থাকমণি কহিল, "যা পেয়েছিস্, খেয়ে নে।"

হরদয়াল অনুযোগ করিয়া কহিল, "দাওই না, চাচ্ছে—"

থাকমণি কহিল, "আর খায় না, ঢের হয়েছে। শেষে কি ছ্যারাবে ?"

বৃদ্ধ উষ্ণ হইয়া কহিল, "তা দেবে কেন, নিজের রাখা চাই তো ?"

পুঁটি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "অবাক ক'রেছে দাদু ! মা খায় নাকি ?"

কথাটা বলিয়াই হরদয়াল লজ্জায় জড়সড় হইয়াছিল। পুঁটির কথায় সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে চাহিল। পুঁটি আবার মাতার উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া বলিল, "দাদু যখন ব'লছে মা, তখন দাওই না ?"

একরাশ মাছ আনিয়া মেয়ের পাতে ঢালিয়া দিতে দিতে থাকমণি রোষভরে কহিল, "এই নাও, গেলো। শেষ খাওয়াটা ভাল ক'রেই খেয়ে নাও।"

বৃদ্ধ সভয়ে কহিল, "সব দিলে মা ?"

থাকমণি গর্জ্জন করিয়া কহিল, "দেবনা ত কে খাবে, শুনি ?"

পুঁটি অঙ্গুলি সাহায্যে মুখ হইতে কাঁটা বাহির করিতে করিতে বলিল, "কেন দাদু তো খাবে ব'লেছিল—না দাদু ?"

থাকমণি বলিল, "খাবে না ? শেষ দশায় মায়ার ফাঁদে প'ড়ে আরও কত হবে।"

বৃদ্ধ চঞ্চলকণ্ঠে কহিল, "না দিদি, কেবল তোর জন্যেই এনেছি। বিন্দে ছোঁড়া যাওয়া অবধি, আমাদের দু'টোর পাল্লায় পোড়ে, তোর মুখে তো ওঠে না !"

থাকমণি ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "তাই আস্ত একটা আনা চাই।"

"নিজের গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে পরের মেয়ে পুষ্‌ছি, তাতেও এত নাড়া কেন রে বাপু"! কাল থেকে তোরা বাড়ী চ'লে যাস্‌ পুঁটি, দরকার নেই আর আমার পরের ঝক্কি ব'য়ে।"

পুঁটি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "থাকতে পারবে?"

বৃদ্ধ সিক্ত-চক্ষে কহিল, "নিজের এতগুলো খেয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পেরেছি, আর তোরা গেলে পারবো না? খুব পারবো। আগাছা বই ত নয়?"

(১২)

বাহিরে বেজায় বৃষ্টি পড়িতেছিল। ভোরের সূর্য্য বরষার জোলোমেঘ মাথায় লইয়া উদিত হইয়াছিল। এত বেলাতেও কোন ফাঁকে নরলোককে মুখ দেখাইয়া লইবার সুযোগ পায় নাই। মেসে—তার নিজস্ব ছোট ঘরটির মধ্যে বৃন্দাবন নিবিষ্টমনে নোট লিখিতে ব্যস্ত। জোলো-বাতাস বা ময়লা আকাশের দিকে লক্ষ্য করিবার তার অবসর নাই। পুরাতন বইগুলার সঙ্গে নোট ক'খানাও আভার নিকট রহিয়া গিয়াছে। চাহিয়া লইবার মত প্রবৃত্তির দ্বারা বিরক্তি-অর্গল রুদ্ধ করিয়া সে স্মৃতির সাহায্যে নোটগুলির পুনরুদ্ধারে লাগিয়া গিয়াছে।

দুম্‌ দুম্‌ শব্দে পা ফেলিয়া মেসের একটী ছেলে রুদ্ধ দ্বারের নিকটে আসিয়া আঘাত করিল। বিরক্তিভরে বৃন্দাবন কহিল, "কে?"

বাহির হইতে বালকটি বলিল, "বেশ লোক যা হোক। ডেকে ডেকে গলা ফাটালেও সাড়া পাবার যো নেই। দোর খোলো।"

হাতের কলম না ছাড়িয়া বৃন্দাবন সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

ছেলেটী অসহিষ্ণুভাবে কহিল, "আঃ, খোলই না ছাই। বাইরে তু'তুটো লোক যে তীর্থের কাকের মত হা পিত্তেস ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

তথাপি বৃন্দাবন সংক্ষেপেই জিজ্ঞাসা করিল, "কি চায় তারা ?"

ছেলেটী বিরক্ত হইয়া কহিল, "আঃ, এমন লোককেও লোকে টাকা পাঠায়, চিঠি দেয় ? না হে, না। বৃন্দাবনবাবু এখন বার হবে না, তোমরা ফিরে দেখ।"

দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে বৃন্দাবন কহিল, "মণিঅর্ডার এসেছে, তা প্রথমেই বল্লে পারতে। তোমাদের কেমন স্বভাব—আসল কথা চেপে রেখে চেঁচামেচি করা।"

ছেলেটী হাসিয়া কহিল, "তা তো বলবেই। কিন্তু নিজে যে অজাগর বৃত্তি নিয়ে কোণে সেঁধিয়েছো তাতে দোষ নেই।"

বৃন্দাবন কহিল, "দরকার হ'লে সকলকেই তা নিতে হয় বই কি। কৈ, পিয়ন কোথায় ?"

ছেলেটী চোক টিপিয়া কহিল, "ভয় নেই হে, ভয় নেই। চাতকের সাধের ফটীকজলও আছে। মানিনী অভিমান ছেড়ে নিজেই দরওয়ান পাঠিয়েছেন। ওই যে তারা !"

বৃন্দাবন সকোপ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল। ছেলেটী হাতজোড় করিয়া কহিল, "দোহাই দাদা, মদন-ভস্ম হ'তে রাজি নই, স'রে যাচ্ছি। আমাদের আর বেশী কি ভাই ; গোটা কতক মিষ্টান্ন। তাতেও এত নারাজ !"

তাহার বাচলতায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গিয়া ডাকিল, "কে ডাকে হে !"

ধড়া-চুড়া-বাঁধা পোষ্ট-পিয়ন অগ্রসর হইয়া কহিল, "মণিঅর্ডার আছে, বাবু।"

হাতের ফাউণ্টেন পেন্‌টা ঝাড়িয়া লইয়া বৃন্দাবন কহিল, "দাও।"

কুপনের শেষভাগটা পড়িতে পড়িতে বৃন্দাবন সিঁড়িতে উঠিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে মিঃ পালিতের আরদালি ডাকিল, "বাবু!"

বৃন্দাবন ফিরিয়া দাঁড়াইল। আরদালি সসম্ভ্রমে তাহার হাতে একখানি পত্র দিয়া কহিল, "কুছ্‌ জবাব।"

তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়িয়া চিঠিটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বৃন্দাবন কহিল, "কাম নেহি, তুম যাও।"

ঘরে আসিয়া নোট্‌টা শেষ করিয়া বৃন্দাবন সামনের ছড়ান টাকাগুলা গুছাইয়া ট্রাঙ্কে তুলিতে গেল। অমলার প্রেরিত পত্রখানিতে নজর পড়ায় মনে মনে আর একবার পড়িতে লাগিল,—

বাবা,—

আগামী রবিবার আভার জন্মতিথি। মিঃ পালিত তাঁর বন্ধুদের নিমন্ত্রণ ক'চ্ছেন। তুমি আমার ছেলের মত, কাজেই নিমন্ত্রণ না বলে, তোমায় শুধু ডেকে পাঠাচ্ছি। জানি, তুমি তোমার মায়ের ডাক কিছুতেই অমান্য করবে না। ক'রলে সব চেয়ে দুঃখ পাবে কে তা জানো!—

তোমার—মা, অমলা।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খাইয়া সেতারের তারগুলা যেমন আপনা হইতে বাজিয়া উঠে; বৃন্দাবনের হৃদয়-তন্ত্রিটা "তোমার মা" শব্দটায় ঠিক সেইরূপ সবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল। বহুদিনের একটা লুপ্তপ্রায় স্মৃতির ঘা হঠাৎ দগ্‌দগে হইয়া ব্যথা উৎপাদন করিতে লাগিল। উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া, সে খানিক নীরবেই বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে সে চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া আবার পাঠ করিতে লাগিল। পত্রখানি ক্ষুদ্র, ভাষাও অল্প, কিন্তু সেই অল্প কথার মধ্যে দিয়াই

যে আকুল তরঙ্গ তাহার প্রাণের মাঝে ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহা অবর্ণনীয়। পলকে পলকে তোমার 'মা' কথাটী যেন অজানিত স্বরে কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইয়া আকুল প্রাণকে আরও আকুলিত করিয়া তুলিতেছিল। একবার দুইবার শতবার সে কেবল ওই শেষ কথাটিই পাঠ করিল। এতদিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কৈ, কেহ ত তাহাকে এ ভাষায় সম্বোধন করে নাই! পুঁটীর মাকে নিজেই সে মা বলিয়া ডাকে বটে, কিন্তু কৈ, তাতে তো এত উত্তেজনা—এত প্রাণ-মাতান শান্তি-সুধা ছুটিয়া আইসে না! ডাকিতে হয়, তাই সে ডাকে। কিন্তু এই না ডাকার মধ্য দিয়া যে এতটা উন্মাদনা আসিতে পারে, এটা যে বোধেরও অগম্য।

খামখানি নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ তাহার মধ্য হইতে আর একখানি টুক্‌রা কাগজ বাহির হইয়া আসিল।

"মার চিঠি পেয়েছেন! আসা চাই-ই চাই। কোন ওজর আপত্তি আমি শুনব না—মান্‌ব না। জানা-অজানার স্রোতের মধ্যে বাবা আমায় ভাসিয়ে দিতে যাচ্ছেন। তাহ'লেও কেবল আপনার অপেক্ষায় সে স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে গা ভাসান দিয়ে থাক্‌বে কে, জানেন?

—আভা।"

পুঃ—অসীম-দা'কেও নিয়ে আসবেন।

ইহার পরেই ভিন্ন হস্তাক্ষরে লেখা :—

"আসবেন, আসবেন, মাথা খান্—আসবেন। নইলে কেঁদে ভাসিয়ে দেব। জন্মের দিনের আনন্দ, পায়ে পড়ি, বিষাদের কালিমা-রেখা টান্‌বেন না।

—আভা।"

একটা হাস্যের তরঙ্গ অজানিতভাবে তাহার অধর কোণে খেলিয়া

গেল। পরক্ষণেই নিজের সম্বোধনহীন স্থানটা অসীম-দা কথাটার উপর চক্ষু পড়িয়া কি জানি কেন তাহার প্রাণে একটা বৃশ্চিক দংশন তুল্য জ্বালা আনিয়া দিল। বারি-সিক্ত বাতাসটা তাহার চ'কে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়া বাহ্য-প্রকৃতির গোলমেলে কাণ্ডটার কথা এই প্রথম তাহাকে জানাইয়া দিল। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া উষ্ণ মস্তকটা খোলা হাওয়ায় ছাড়িয়া দিয়া সে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, "আঃ, পোড়া বৃষ্টিটাও এমন অসময় এলো ;—আজ কলেজ কামাই করাবে দেখছি।"

পাশের ঘর হইতে ননীগোপাল বলিয়া উঠিল, "সে কি হে, আজ যে সকাল থেকেই বৃষ্টি নেমেছে, এতক্ষণে তোমার হুঁস্ হ'ল বুঝি!"

বৃন্দাবন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "বল কি! সকাল থেকে নেমেছে?"

একটা উচ্চ হাস্যের তরঙ্গ তুলিয়া ননী কহিল, "এতক্ষণ কার ধ্যানে কোন স্বর্গে ফির্‌ছিলে দাদা, গরীব ধরার খপরটাও রাখনা? এ যে নেহাৎ বেতালা।"

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলিয়া উঠিল, "আঃ, বলছিস্ কি? ঠাকুরটি যে কানা। তার চেলা যে, সে তাল পাবে কোথায়?"

বৃন্দাবন সেস্থানে আর অধিক দাঁড়াইল না, নিজের গৃহের দিকে ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় শুনিল, ননী তাহার সঙ্গীকে বলিতেছে, "কুনো আবার কোনে চল্‌লো। একলাটি থাকতেও পারে তো!"

অন্য জন হাসিয়া বলিল, "প্রেমের মজাই ওই দাদা। তোমার আমার পক্ষে যা কুচুটে; তাদের তাই মিষ্টি। নির্জ্জন নইলে কি সে ধ্যানের মূর্ত্তির আরাধনা চলে!"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বৃন্দাবন অসীমের গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। অসীম তখন পলকহীন নয়নে সম্মুখের একটা জিনিষের দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছে। কি জানি কেন, তার প্রাণটার ভিতর অকস্মাৎ

ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। লুকাইয়া দেখিয়া লইবার একটা প্রবল আগ্রহ তাহাকে টানিয়া অতি সন্তর্পণে ভিতরে আনিতে চাহিল। পরক্ষণেই সৎ-অসৎ বিচারের চাবুক সপাৎ করিয়া পিঠে পড়ায়, চঞ্চল প্রাণে সে দ্রুত পলায়ন করিতে চাহিল। হঠাৎ দরজাটায় বাধা পাইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইল। শব্দে চমকিয়া অসীম মুখ তুলিয়া চাহিল। পরমুহূর্ত্তেই হাতের রুমালে সম্মুখের জিনিষটা ঢাকিয়া কহিল, "আসুন, বৃন্দাবন বাবু, কিছু আদেশ আছে কি?"

বৃন্দাবন কহিল, "আসছে রবিবার আভার—সেই মেয়েটীর জন্ম তিথি। তাঁরা আমায় যেতে লিখেছেন। তোমায়ও নিয়ে যেতে ব'লেছেন।"

অসীম উত্তরে হাসি চাপিয়া কহিল, "আমি তা জানি।"

কথাটায় কি জানি কেন বৃন্দাবন আবার একটা আঘাত অনুভব করিল। সকল কথা খুটি-নাটি জানিয়া লইবার জন্য প্রাণের ভিতর একটা উন্মত্ত আগ্রহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহিলেও দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে সেভাব তাড়াইয়া দিল। অসীম তাহার প্রাণের কথা বুঝিয়াই যেন হাসিয়া বলিল, "এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই, বৃন্দাবন বাবু। তাঁরাই আমায় ব'লেছেন।"

কথাটা বলিয়াই সে আনমনে রুমালটা লইয়া মুখ মুছিতে লাগিল। এত যত্নের জিনিষটা যে বৃন্দাবনের নয়ন সমক্ষে জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা মনেই রহিল না। বৃন্দাবন টেবিলটার দিকে একবার চাহিয়াই সেস্থান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কথিত জিনিষটা আভার ফটোগ্রাফ। সেই ফটোর উভয় পার্শ্বে যত্ন করিয়া স্বর্ণের দুইটী দুল ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানি দেখিয়াই বৃন্দাবন অসীমের প্রাণের অবস্থা বুঝিল। বুঝিল, অসীম

আভাকে ভালবাসে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপন অন্তরের গোপন ভাবটা শত মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে জানাইয়া দিল।—আভার প্রতি অসীমের ভালবাসাটা শুধু মোহের নেশা। সে নিজে আভার জন্য পাগল। হৃদয়-দর্পণে আভার প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বদাই মোহন বেশে প্রতিফলিত—প্রতি শোণিতবিন্দু আভার প্রেম-স্পর্শন আশায় স্পন্দিত। তাই উত্তেজনায় অধীর হইয়া সে আপন নির্জ্জন গৃহের সন্ধানে পলাইল।

শনিবার বৈকালে অসীম প্রফুল্লমুখে বৃন্দাবনের সম্মুখে আসিয়া ডাকিল, "চল দাদা, আজই যাওয়া যাক্।"

বৃন্দাবন মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "কোথায় অসীম ?"

অসীম আশ্চর্য্য নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "ভ্যালা ভোলা যাহ'ক। মিসেস্ পালিতের নিমন্ত্রণটা কি এতই অগ্রাহ্যের বিষয় হে ?"

বৃন্দাবন সহসা গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "ও দু'টোর একটাও নয়। তিনি রবিবারে যেতে লিখেছেন। তার আগে যাবার কি দরকার।"

অসীম কহিল, "তোমার কাছে না থাকতে পারে, কিন্তু যারা পথ চেয়ে ব'সে আছেন, তারা তা বলেন না।"

বৃন্দাবনের কণ্ঠ হইতে কেমন আপনা আপনি উচ্চারিত হইল, "এ ব'সে থাকা কেন !"

ক্রোধভরে অসীম কহিল, "তোমার মত উদাস অকৃতজ্ঞ যে, তারি মুখে একথা শোভা পায়। তারা তা নন্। কাজেই মহাজনের ঋণের মত মনে রাখতে বাধ্য হ'য়েছেন।"

দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া অসীম চলিয়া গেল। খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বৃন্দাবন ট্রাঙ্ক খুলিয়া এক তাড়া নোট্ পকেটে ফেলিল। পরমুহূর্ত্তেই কোথায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ভাব

দেখিয়া ননী, গণেশের গা ঠেলিয়া কহিল, "বলি, ব্যাপার খানা কি বলত ? দুটোতেই যে হয়ে হ'য়ে ছুটল।"

গণেশ চোক টিপিয়া কহিল, "হবে না ! আড়্ নয়নের বাঁকা চাউনির ফেরে পড়েছে যে।" উভয়েই এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

মিঃ পালিতের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া বৃন্দাবন দেখিল, অসীম মহা ব্যস্ত। গায়ের জামা ফেলিয়া, কোমর বাঁধিয়া পাতার তোরণ বাঁধিতে লাগিয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ঘাড় ফিরাইয়া কহিল, "এসেছ, তবু ভাল। দেখ দেখি, আগে ভাগে না এলে কি চাকর-বাকর দিয়ে এসব কাজ হয়। বেটারা নিরেট গর্দ্দভ, কেবল খাট্‌তেই শিখেছে। কর্ত্তার বুদ্ধি যদি ঘটে থাকে তো।—যাও যাও, কাপড় জামাটা ছেড়ে এস।"

বারান্দায় নির্ম্মলা আসিয়া গ্রেফ্‌তার করিল। তরল হাসির রাশি ছড়াইতে ছড়াইতে কহিল, "তবু ভাল যে দর্শন পাওয়া গেল। ওই যে বলে ডুমুর-ফুল, তারও তোমার চেয়ে দাম কম। যাও, এই ঘরের মধ্যে যাও।"

বৃন্দাবন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে তাহার হাত ধরিয়া ঠেলিয়া গৃহ মধ্যে ঢুকাইয়া দিল! আভা সহাস্য বদনে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, "সেই কবে চিঠি গেছে, আর আপনি এলেন আজ।"

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তোমরা তো সেই দিনই আস্‌তে লেখনি আভা !"

আভার সুন্দর মুখে একটা স্নিগ্ধ-করুণ কিরণ খেলিয়া গেল। সে কহিল, "না লিখ্‌লে বুঝি আস্‌তে নেই। কেন, অসীম-দা তো আসেন।"

সহসা গম্ভীর হইয়া বৃন্দাবন কহিল, "সবাই তো সমান নয় আভা ! হয়ত তার অধিকার আছে। আমার নেই।"

আভা তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "বা রে, মা তোমায় কত ভাল বাসেন, জান?"

এই প্রথম তুমি বলিয়া ফেলিয়া সে লজ্জায় মাটীতে মিশিতে চাহিল, তারপর কহিল, "না এলে আমার দুঃখ হ'তো কিন্তু।"

বৃন্দাবন হাসিয়া কহিল, "চিঠির ভাষায় কেঁদে ভাসিয়ে দিতে কেমন?"

আভা মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "যাও, আমি জানি না, ওকথা কখন লিখলুম।"

পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া বৃন্দাবন কহিল, "এই দেখ, প্রমাণ হাজির।"

আভা বালিকার আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "সত্যি-সত্যি আমি লিখিনি!—এ সইয়ের কাণ্ড। বড় দুষ্টু তো, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।"

ছুটিয়া বাহিরে গিয়া সে নির্ম্মলার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল। বলিল, "এই বুঝি তোর মুড়ে দেওয়া—"

বোকার মত খানিক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া নির্ম্মলা কহিল, "কেন, হ'য়েছে কি?"

আভা তাহাকে নাড়া দিয়া কহিল, "হয়েছে কি আবার। চিঠিতে এসব লেখা কেন?"

নির্ম্মলা আশ্বস্ত ভাবে কহিল, "ও, এই—! হাতটা লিখে ফেলেছে বটে, আমার দোষ নেই।"

আভা ফের ঠেলা দিয়া কহিল, "ফের কোন' দিন দেখতে চেয়ো, ভাল ক'রেই দেখাব।"

মৃদু হাসিয়া নির্ম্মল বলিল, "সে তখন দেখা যাবে। পরক্ষণেই

বৃন্দাবনের দিকে ফিরিয়া কহিল, "কাল সইকে কত লোকে কত কি দেবে, আপনি কি দেবেন ?"

বৃন্দাবন হাসিয়া কহিল, "কিছু দিতে হয় নাকি! কৈ, তাতো জানি না।"

ঠোঁট উল্টাইয়া নির্ম্মলা কহিল, "তা বুঝি আবার জানতে হয়। এটা তো প্রাণের টানের কথা। বুঝলুম, সইকে আপনি ভালবাসেন না; বাসলে নিশ্চয় আনতেন। যে বাসে—চেয়ে দেখুন, সে আজই দিয়ে দিয়েছে।"

বৃন্দাবনের মাথাটা কেমন চড়াৎ করিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া সে জিজ্ঞাসুভাবে নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিল। ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করে সে লোকটা কে—কিন্তু পারিল না। পরক্ষণেই দৃষ্টিটা ঘুরিয়া আভার মুখের উপর পড়িল। বোধ হইল তাহার কাণের দুল দুটো, অসীমের ফটোয় পরান দুলেরই মত! গম্ভীরকণ্ঠে সে কহিল, "সবারি কি থাকে!"

নির্ম্মলা বলিল, "না, থাকেনা বইকি, তা ব'ল্লে শুনছে কে। দিতেই হবে, নইলে যে যা দেবে, আমি টান মেরে ফেলে দেব। কিছুতেই সইকে নিতে দেব না।"

বৃন্দাবনের ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, "তুমি নিজেই ব'লছ ভালবাসি না, তবু এ অন্যায় জুলুম, এর মানে কি!" কিন্তু মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। পরিবর্ত্তে রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "গরীব লোকে পাবে কোথায়, সেটাও বোঝা উচিত।"

রোষ মাখা স্বরে নির্ম্মলা কহিল, "বড়-লোকী জিনিষ কেই বা চেয়েছে! বাজারে গরীবানা জিনিষের অভাবটা কি শুনি ?"

বৃন্দাবন কহিল, "তাহ'লেই তো হয় না। যে নেবে তার পছন্দ হয়, তবে তো?"

নির্ম্মলা উৎসুক কণ্ঠে বলিল, "তাই বলুন, এনে চালাকি! দেখি কি এনেছেন—এই যে বাঃ, সুন্দর হার তো। পরিয়ে দিন না, দেখি কেমন মানায়।"

বৃন্দাবনের হাতটা সহসা কাঁপিয়া গেল। আভা নিজেই গলা বাড়াইয়া না দিলে, হার ছড়া নিশ্চয়ই ভূমিতে লুটাইত। দ্বারের নিকটে একজন তীব্র হিংসামাখা দৃষ্টিতে এ দৃশ্য দেখিয়া, আগুনমাখা দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সরিয়া গেল, কেহই তাহা দেখিল না।

(১৩)

মা ও মেয়ের আকুল আগ্রহে সেদিন উভয়কেই থাকিয়া যাইতে হইল। আভার চেষ্টা-আগ্রহে অসীমের বিষণ্ণ মুখটা আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার পর একঝুড়ি ফুল তুলিয়া আনিয়া নির্ম্মলা ডাকিল, "আসুন দেখি, কে ভাল মালা গাঁথতে পারে!"

অসীম লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "ও কাজটা আমার ভাল রকমই জানা। ছেলে বেলায় মা'র কাছে গয়না অব্দি গড়তে শিখেছিলুম। এখনও তার পেলে, মাথার মুকুট পর্য্যন্ত গ'ড়ে দিতে পারি।

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "যোগাড় দিলে কে না পারে; বিনা তারে যে পারে, তাকেই বলি কারিগর। কৈ বৃন্দাবনবাবু এলেন না যে!"

বৃন্দাবনবাবু কহিল, "মাপ ক'রবেন, ও কাজ আমার মোটেই জানা নেই।"

পরিহাসপূর্ণ কণ্ঠে নির্ম্মলা কহিল, "সে কি গো, পুরুষ হ'য়ে ওকি কথা! ভারি ত কাজ, কেবল ছুঁচে ফুল গেঁথে গেলেই হল।"

অসীম ঠাট্টার লোভ সামলাইতে না পারিয়া কহিল, "সাধবেন না, কি জানি যদি হাতেই ফোটে।"

বৃন্দাবন ধীর কণ্ঠে উত্তর দিল, "হাতটা এত ননীর তৈরী নয়। ছেলেবেলা থেকে অনেকের ঘাড় দিয়েই সেটা তৈরী করা গেছে। এ শক্ত হাত, ফুলের সঙ্গে মোটেই মিশ খাবে না। তা ছাড়া কাজটাও নেহাৎ মেয়েলী।"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "আপনার মতে কি মেয়েগুলো মানুষের মধ্যেই নয়, বৃন্দাবনবাবু!"

বৃন্দাবন সপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আমি তো তা ব'লছিনা। সংসারের কাজগুলোর মধ্যে ওজন বুঝে কতকগুলো মেয়ের ও কতকগুলো পুরুষের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া আছে। যার যা, তার তাই করা উচিত।"

কথার ফাঁকে সে সূচ লইয়া বসিয়া গিয়াছিল। নির্ম্মলা বলিল, "তাহ'লে আমাদের গণ্ডীর মধ্যে পুরে রাখতে চান, কেমন!"

বৃন্দাবন কহিল, "না, এমন ইচ্ছেটা নেই, তবে যে যার কাজের মধ্যে দিয়েই উৎকর্ষ লাভ করে, এইটেই প্রার্থনীয়।"

নির্ম্মলা কহিল, "বুঝলুম না।"

বৃন্দাবন কহিল, "ধরুন—সেবা। এটা মেয়েদেরই একচেটে। যদিও কতক অংশ পুরুষের জন্যে আছে, কিন্তু সেটাও সম্পূর্ণ কঠোরতার মধ্যে দিয়েই। নইলে আর্ত্ত-রোগীর সেবার জন্য হাঁসপাতালে কতকগুলো নার্শ রাখবার কিছু দবকার ছিল না। হাজার চেষ্টায়ও পুরুষ—নারীর স্বভাব-কোমল হৃদয় নিয়ে সেবা কর্ত্তে যেতে পারে না। কাজেই ফাঁক থেকে যায়!"

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল, "জানে—ফাঁক থাক্‌ছে, অথচ শোধ্‌রাবার চেষ্টা নেই, এই না দোষ !"

বৃন্দাবন বলিল, "স্বীকার করি দোষ, কিন্তু যে উপাদানে আমরা তৈরী নই, সেটা পাই কোথায়। মেয়েদের প্রাণ সহজ স্নেহে ভরা, তাই ব্যথা পেলে, ছেলে মা'র কাছেই ছুটে যায়, বাপের কাছে যায় না।"

অসীম বৃন্দাবনের হাতের দিকে চাহিয়া কহিল, "কিন্তু মালাটা সুন্দরই তৈরী হ'চ্চে। পুরুষ ব'লে বাহারের কিছু কম হয়নি !"

বৃন্দাবন বলিল, "সেটা আর কিছু নয়, নারীর পাশে রয়েছি বলে।"

নির্ম্মলা কৌতুক-ভরা দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "ও, আপনি নারীর নীরব উপাসক।"

বৃন্দাবন কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে হাতের মালাটা আগাইয়া ধরিয়া কহিল, "তখুনি ব'লেছিলুম এ শক্ত হাতে পোড়ে ফুলগুলো কেঁদেই সারা হবে, দেখুন সত্য কিনা।"

নির্ম্মলা ঘাড় কাত করিয়া কহিল, "কৈ দেখি। বা, সুন্দর তো ! তবে নাকি জানেন না !"

আভা নিকটে আসিয়া বলিল, "দেখি, দিন তো আমার হাতে।"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "না না, দাম না পেলে দেবেন না। এত পরিশ্রমের মূল্য তো একটা আছে।" আভা কহিল, "দেব, তাতে কি ! নিজে হাতে রেঁধে খাইয়ে দেব।"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে লজ্জা-রক্তিম মুখে ঝড়ের মত ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

(১৪)

প্রচুর আনন্দ-হিল্লোলের মধ্যেই পরদিনের প্রভাতটা জাগিয়া উঠিল। দেশের বহু গণ্য-মান্য লোক বন্ধু-কন্যার জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন।

অর্থ ও মার্জ্জিত রুচির সাহায্যে মিঃ পালিতের গৃহখানি ইন্দ্রভুবনের তুল্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। আর আভা হইয়াছিল যেন এ রাজ্যের প্রাণ —সাদা-লেসের সেমিজের উপর সূক্ষ্ম নীলাম্বরী শাড়ীখানি পরিয়া, ঠিক্ পরীরাণীর মত সে গৃহমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

হাস্যময়ী প্রতিমার মত আনন্দের ঢেউ তুলিয়া নির্ম্মলা আসিয়া আভার গা টিপিল। কৃত্রিম কোপপূর্ণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আভা কহিল, "আ মোল' লাগে না বুঝি!"

নির্ম্মলা কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল, "জন্মের দিনে দেনা পাওনা মিটিয়ে নেওয়াই ভাল, নয় কি?"

আভা রোষভরে কহিল, "তোর হেঁয়ালী রাখ্‌বি?"

নির্ম্মলা কহিল, "এতে হেঁয়ালীর দেখলি কি? কার আংটীতে বাঁধা প'ড়বি, তাই বল্?"

আভা চঞ্চল নয়নে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর নির্ম্মলাকে ঠেলা দিয়া কহিল, "মর্, মর্, জাহান্নমে যা!"

নির্ম্মলা কহিল, "তা নয় গেলুম, কিন্তু তাতে তোর কি লাভ হবে?"

আভা কহিল, "লাভ লোকসান আমি বুঝব, তুই মর।"

নির্ম্মলা কহিল, "মরি তো ওই অসীম-সাগরে ঝাঁপ দিয়েই মরবো। তোমার বকরায় বৃন্দাবন, তেলক-মালায় ও শ্রীঅঙ্গ সাজবে ভাল।"

মুখে রুমালটা চাপা দিয়া হাসিতে হাসিতে আভা কহিল, "সেকি লো!"

নির্ম্মলা হতাশায় নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "আর ভাই, কি করি বল্, কানা-ঠাকুরটি মানা মানে না।"

আভা কহিল, "তা হ'বে, এতদিনের পোষা জিৎকুমারকে বিলিয়ে দিলি বল্।" নির্ম্মলা বলিল, "তা দিলুম বই কি? চিরদিন পান্তা আর আমানি কি ভাল লাগে।"

আভা হাসিয়া কহিল, "তোর তো লাগে না, তার কি হবে।"

নির্ম্মলা মুখ ভার করিয়া কহিল, "হবে আর কি, মনের মত একটা খুঁজে নিক্ না। তোর যদি এতই দরদ ত' তুই নিজেই যা।"

আভা তাহার গালে একটা ঠোনা বসাইয়া দিল। পরক্ষণেই ফিরিয়া দেখিয়া কহিল, "চুপ্—বাবা।"

বন্ধুর সঙ্গে মিঃ পালিতের কথা হইতেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আভির বিয়ের কিছু হ'ল হে, পালিত?"

মিঃ পালিত কহিলেন, "ছেলে মানুষ, এর মধ্যে বিয়ে কি?"

বন্ধু বলিল, "দিতে ত হবে? আমার মতে পছন্দটা এখন থেকেই ক'রে রাখা ভাল!"

মিঃ পালিত হাসিয়া কহিলেন, "আমার ইচ্ছে, বিলেত ফেরত না হ'লে মেয়ে দিচ্ছি না।"

বন্ধু হাসিয়া বলিল, "নিজে ব্যারিষ্টার কিনা। তাই ব্যারিষ্টার জামায়ের উপর এত ঝোঁক।"

মিঃ পালিত বলিলেন, "হ'তে পারে। তবে কি জান, আমার মতে বিলেত না ঘুরে এলে, কারুর জ্ঞানটা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হ'তে পারে

না। আদব-কায়দা, উচ্চ শিক্ষা যা কিছু, তা বিলেতেই আছে, এখানে নেই ; এটা মানো ত ?"

অপর ব্যক্তি তাহার কথার সমর্থন করিয়া কহিল, "তা বটে।"

দুই তিন দিনের পর হঠাৎ একদিন অসীম মিঃ পালিতের নিকট আসিয়া কহিল, "আমি বিলেত যাচ্ছি। ইচ্ছে, মাইনিং বা এমনি আর কিছু প'ড়ব।"

উৎসাহভরা কণ্ঠে মিঃ পালিত কহিলেন, "বেশ, বেশ।" যথার্থ জ্ঞানের অঙ্কুর বিলেতেই হয়। তবে—তা তোমার যা সুট করে, তাই ক'রো। বৃন্দাবন কোথায়, সে যাবে নাকি।"

অসীম মুখ সিট্‌কাইয়া কহিল, "ওর কথা ছেড়ে দিন। বাপ নেই, দাদা মশায়ের কাছে মানুষ। তিনি আবার গোঁড়া হিন্দু, বিলেত তো বিলেত, এখানে ওখানে খাওয়াই পছন্দ করেন না। হ্যাঁ, আমায় একটু আধটু উপদেশ দিতে হবে। আদব-কায়দা কিছুই তো জানা নেই, শেষে কি ফাঁপরে প'ড়বো।"

মিঃ পালিতের মুখে মুহূর্তের জন্য একটা বিষাদের কালিমা ছাইয়া গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই, পূর্ণ উৎসাহ বলিয়া উঠিলেন, "বলব বই কি। তবে কি জান, দু-এক ঘণ্টায় শেখার জিনিষ এ নয়। মোট কথা, মিস্তুক হওয়া চাই। তবে তারা এত ভদ্র যে, ভুল-চুক নিজেরাই সেরে নেন্। বিলেত না গেলে, ওরা কত বড়, তা ধারণা করাই শক্ত।"

সেদিন আভার সঙ্গে দেখা করিয়া অসীম বলিল, "একটা বিপুল আশা বুকে নিয়ে আমি অকুল সাগরে পাড়ি দিতে যাচ্ছি, ফিরে এলে আশা মিট্‌বে তো আভা ?"

আভা গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "আশা ছেড়ে দেওয়াই ভাল অসীম-দা, সই পরিণীতা।"

বিস্ময়-আকুলিত নয়নে অসীম কহিল, "সই, সই কে ?"

আভা মৃদু হাসিয়া কহিল, "তবু তো জাহাজে চড়নি, এখনি এত ভুল।"

অসীম বলিল, "কিন্তু সই ! সই কি ব'লছ ?"

আভা বলিল, "ফিরে এলে যে আশা মিটবে কিনা জানতে চাচ্ছ— সে নির্ম্মলা।"

অসীম হাসিয়া বলিল, "কে বললে ! সে তুমি।"

অকস্মাৎ একটা সিঁদুরে মেঘে আভার গণ্ড রঞ্জিত হইয়া উঠিল ! সে নত দৃষ্টিতে, নখের কোন্ খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, "আমার কথা ছেড়ে দিন। আমার বোধ হয় এ জন্মটা কুমারীই থাকতে হবে।"

অসীম রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, "এ খেদোক্তির কারণ বৃন্দাবন, নয় কি আভা ?"

মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া আভা ততোধিক রুক্ষ কণ্ঠে কহিল— "এর পাল্টা জবাব, আমি এখুনি দিতে পারতুম অসীম বাবু,—কিন্তু থাক, এতটা নীচতা আমাতে এখন আসে নি।"

আভার কথায় কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া অসীম বলিল, "আমি কিন্তু সেই কথাটাই জানতে চাই।"

আভার সতেজ কণ্ঠ—যুদ্ধকালীন শঙ্খ নিনাদেরই মত বাজিয়া উঠিল। সদর্পে পা ঠুকিয়া সে বলিল, "না জানলেই কিন্তু ভাল হ'ত। তবে জেদ ক'চ্ছেন যে কালে, বলি,—ভদ্রতার আইন অমান্য ক'রে যে কৃতঘ্ন মহিলার সম্মান রাখতে জানে না, বিয়ে করা ত দূরের কথা, আমি তাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। কেবল বৃন্দাবন বাবুর বন্ধু বলে, এত দিন আপনার সকল আব্দার সয়ে এসেছি—আর নয়।"

কথার শেষে চঞ্চল চরণ বাড়াইতে গিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া

পুনরায় কহিল, “ভ্রাতা, ভগ্নীকে যে চক্ষে দেখেন, কখনও যদি আমাকে সে চক্ষে দেখবার মত সাহস আপনার হয়, ব'লে রাখছি, আসবেন ;— আভা ভগ্নীর স্নেহ দানে কৃপণতা করবে না, তবে মনে রাখবেন, এটাও আর একজনের খাতিরে। পর মুহূর্ত্তেই সে এক প্রকার ছুটিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

(১৫)

অসীমের বিলাত যাওয়ার প্রস্তাবটা শুনিয়া অবধি বৃন্দাবনের অন্তরটাও কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সঙ্গে ঘুরিয়া আসিলে হয় না! তাতে দোষ কি! অভিজ্ঞতা ও ভিন্ন দেশ দেখায় আনন্দ, এক সঙ্গে দুই হইবে। শাস্ত্রের বাধা নেই বটে, কিন্তু সমাজ। কি অন্যায় এ সমাজের! পরমুহূর্ত্তে মন কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টাই গাহিল। যথার্থই কি সে, শিক্ষার জন্যই বিলাত যাইতে চায়; না ওই সুন্দর কচি মুখ খানি আপন বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইবার জন্যই তাহার এ আগ্রহ। পরাজয়ের ভয়ে মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, তর্কের ঢেউ তুলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিল, যদি তাহাই হয়—তাতেই বা দোষ কি? নারীও যে জগতের অমূল্য মণি। সাঁতার জানিয়াও রত্ন আশে সাগরে ডুবিতে না যাওয়াই দুর্ব্বলতা।

অস্থির চিত্তটাকে সংযত করিতে চাহিয়া সে আপনা আপনি প্রশ্ন করিল, “তবে শিক্ষার নাম দিয়া এ যাত্রার প্রয়োজন কি!”

পরমুহূর্ত্তে নিজেই নিজের প্রশ্নের সমাধান করিল। কেন, শিক্ষা হইবে না! দু'চার বৎসরের পরিশ্রমে সেখান হইতে যতটা কার্য্যক্ষম হইয়া ফিরিতে পারিবে, এখানে সাত বৎসরেও ততটা পারিবে কি ন

সন্দেহ। তা ছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষার কদরই যে এক আলাদা। লোকে বিলাত প্রত্যাগত চিকিৎসক বা আইন ব্যবসায়ীকে যতটা মানে, গণে, এ দেশীয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র তাহার শতাংশ পায় কিনা সন্দেহ।

তাহা হইলে কথা, এ যাত্রার দোষ কিছুই নাই। অথচ এক ঢিলে দুইটী পাখী মারিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুতরাং নিশ্চেষ্ট থাকার নামই মূর্খতা। আভা সুন্দরী—সে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বুঝি মর্ত্তের নয়—স্বর্গের। তাহাকে পত্নীরূপে লাভ করা চাই, ইহাই অসীমের প্রধান উদ্দেশ্য। এত সহজে বিনা চেষ্টায় সে তাহাকে হাত ছাড়া করিবে? না না, কিছুতেই নয়, সেও যাইবে। তাহাকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে কেবল তাহারই অধিকার। ধাতার ইঙ্গিত,—'তোমার জীবন-স্রোতের সহিত আভার জীবন-নদীর গোমুখি-ধারা একত্র মিশাইয়া দিলাম, বুঝিয়া লও।' না না, সে অধিকারে সে আপনাকে কিছুতেই বঞ্চিত রাখিতে পারিবে না।

চিন্তার মধ্যেই হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল। একি করিতেছে সে! সেই সুদূর পল্লীভবনে তাহারই আশায় একটি সরলা বালিকা দধি মাল্য হস্তে অপেক্ষা করিতেছে না? কি দোষ তার? আত্মীয় গুরুজন সকলেই যে প্রতিজ্ঞার বেড়া পাশে জড়াইয়া তাহাদের উভয়কে ভাগ্যের একটানা স্রোতে নামাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর। বাল্যক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও যে তাহাকে আপন বলিয়াই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। আজ সামান্য একটা মোহের ঘোরে ভুলিয়া সেই চির আপনটিকে পর করিয়া দেওয়াটা কি ন্যায়, না ধর্ম্ম সঙ্গত।

বড় আনাড়ি সেই মেয়েটা। চির পুরাতন প্রথাগুলাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে আঁধার গণ্ডির মাঝেই আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে চায়। সভ্যতার বিমল-জ্যোৎস্না তাহার নিকট 'সহরে খৃষ্টানি।' নাম, চাল-

চন্দন সকলি তার সেই কদর্য্য পাড়া-গেঁয়ে ছাঁচে ঢালা! না না, সে জংলী মেয়েটার সহিত তাহার মিলন—অসম্ভব!

উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল করিতে সে শয্যা ছাড়িয়া সম্মুখের বাতায়ন খুলিয়া দিল। পূর্ণিমার অমল চাঁদনীর বিমল কিরণ ছুটিয়া আসিয়া তাহার চ'কে মুখে সর্ব্বাঙ্গে এলাইয়া পড়িল। বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া সে খানিক প্রকৃতির সেই নিস্তব্ধ অমল-ধবল-লীলায় আপনাকে ডুবাইয়া দিতে চাহিল। চাঁদের শুভ্র আলোক—গাছ, পথ, মাঠ, ঘাট সকলি শুভ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল সাদা আলোর মোহন মেলা। একটানা স্রোতে জগৎ মাতোয়ারা। সে দৃশ্যে চক্ষু ভিজিয়া উঠিল। সে ভাবিল, "আমিও কেন এমনি হই না! পুঁটী অসভ্য, বুনো, তাতে কি। আমি আমার প্রাণের অজস্র প্রেম প্রস্রবণ এমনি ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে, সকল খানা-ডোবাকে ঢেকে, তাকে আমারই মত তৈরী ক'রে নিই না!"

হঠাৎ প্রাণের ভিতব পরিহাসের সুরে কে যেন বলিয়া উঠিল, "তা হয় না—তা হয় না!"

ভাব-বিভোর ভাবে মাথা নাড়িয়া সে অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিল, "কেন হবে না, এই যে চাঁদিনীর অমৃত ধারায় সারা জগতের চেহারা ব'দলে গেছে। নিশ্চয়ই হবে। আভা আমায় চায় না, সে অসীমের। না না, ওর চেয়ে আমার পুঁটীই ভাল।"

সারা জগৎ জুড়িয়া তুমুল সাড়া প'ড়িয়া গেল—সেই ভাল, সেই ভাল। মৃদু তরঙ্গের মধুর কল্লোল গাহিয়া নদী বুঝি বলিয়া গেল—সেই ভাল, সেই ভাল। নিদ্রিত বিহঙ্গম সে সুস্বপনে চমকিয়া নিদ্রা বিজড়িত চক্ষে গাহিয়া উঠিল—সেই ভাল, সেই ভাল। ফুলের মধুর গন্ধ চুরি করিয়া, বাতাস তাহার নাকে মুখে ছড়াইয়া পড়িতে পড়িতে কাণে কাণে যেন

কহিল,—সেই ভাল গো, সেই ভাল। চাঁদিনীও যেন দ্বিগুণ উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া কহিল—সেই ভাল গো, সেই ভাল।

দূরের গাছগুলার দিকে চাহিয়া দেখিল, ক্রমাগত শাখাঙ্গুলি নাড়িয়া তাহারা যেন তাহাকে ডাকিতেছে, "এসো, এসো, বেরিয়ে এসো, সে অপেক্ষায় র'য়েছে।" সে আহ্বান অসহ্য হওয়ায় সে বাহিরের দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইল। শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে শয্যায় আসিয়া গা ঢালিয়া দিল, কিন্তু তথাপি নিস্তার পাইল না। চিন্তা—প্রকৃতির কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া অবিরত গাহিল, "সেই ভাল দেশেই চল। তাকে তোমার মনের মত গ'ড়ে নিও, তাতে কি! চল আর দেরী ক'রো না।"

উত্তেজনায় অবসাদ আসিবার পূর্ব্বেই সে আপন জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিল। সাধ, পরদিনের প্রাতের ট্রেনেই দেশের দিকে রওনা হইয়া পড়িবে।

(১৬)

শরতের একখানা কাল মেঘ আকাশ-পথে ভাসিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ মাথার উপর আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। টেলিগ্রামের তারের উপর একটা কালো পাখী বসিয়াছিল, হঠাৎ সিস্ দিয়া দূর আম্র কাননের দিকে উড়িয়া পলাইল। গ্রামের কয়েকজন চাষা হাঁ করিয়া কলিকাতার বাবু দেখিতেছিল। বৃন্দাবনের দৃষ্টিটা হঠাৎ ঘুরিয়া সেইদিকে পড়ায়, পায়ে পায়ে সরিয়া গেল। একটা গাভী মাঠের কচি কচি ঘাসগুলা খাইতেছিল। সহসা মুখ তুলিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে ক্ষেত্রের তরঙ্গায়িত

শস্যরাশির দিকে চাহিয়া রহিল। পরক্ষণে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া আবার ঘাসেই মন সংযোগ করিল। পথ বহিয়া বাটীর দিকে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল——

ওই সাদা সারসটা জলের ধারে ঘাড় কাত করিয়া বসিয়া আছে, ও জানে, জগতে ওর শত্রু বলিতে কেহই নাই। ওই যে দোয়েল পাখীটা গাছে গাছে নাচিয়া বেড়াইতেছে—ও জানে, এ জগতের সকলি আমার অধিকারে। আনন্দ ছাড়া এ জগতে আর কিছুই নাই। মুক্ত—মুক্ত—মুক্ত! সারা বিশ্ব জুড়িয়া মুক্তির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আচ্ছা, এত মুক্তির মাঝে থাকিয়াও গ্রামবাসীরা মুক্তি অন্বেষী হয় না কেন?

কিন্তু 'কেনটার সঠিক উত্তর যোগাইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই খস্ খস্ শব্দে চমকিয়া সে চাহিয়া দেখিল, অজ্ঞাতে কখন সে বড় পুকুর ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া সে কিয়ৎকাল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ঘাটের ধারে একলা বসিয়া পুঁটী বাসন মাজিতেছিল। কয়েকটা গৃহপালিত হংস হংসী তাহার হাতের ফেলা ভাত কাড়াকাড়ি করিতে করিতে একেবারে গায়ের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। পুঁটী হাতের মৃদু আঘাতে সরাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "সরে যা, মারবো। গায়ে জল ছেটাস্‌নি।"

বৃন্দাবন ধীরপদে অগ্রর হইয়া ডাকিল, "প্রভা!"

হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া পুঁটী হাতের মাজা বাসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। উৎসুক নয়নে বৃন্দাবনের দিকে চাহিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল, "ওমা, তুমি! কখন এলে!"

প্রাণের চাঞ্চল্য দমন করিয়া বৃন্দাবন কহিল, "এই আসছি প্রভা, তোমরা সব ভাল আছ?"

অবাক-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পুঁটী কহিল, "পেরভা, পেরভা ক'চ্ছ কাকে, আমি যে পুঁটী। নাম ভুলে গেলে নাকি ?"

বৃন্দাবন নাক সিঁটকাইয়া কহিল, "ও বিদ্‌খুটে পাড়াগেঁয়ে নাম আমার পছন্দ নয়। আজ থেকে তোমার নাম রাখলুম, 'প্রভা', বুঝেছ ?"

পুঁটী হাসিয়া কহিল, তাতো রাখলে, কিন্তু এখন মুখস্থ করে কে বলতো! চিরদিনের পুঁটী আজ পেরভা হ'লে মনে রাখব কি ক'রে। হয়তো সাড়া দিতেই ভুলে যাব।"

বৃন্দাবন বলিল, "তা হ'ক। দু'চার বার ভুল হ'তে হ'তেই ক্রমে স'য়ে যাবে।"

ধোয়া বাসনের পাঁজাটা তুলিয়া লইয়া পুঁটী বলিল, "সে তখন পরের কথা পরে হবে। এখন ত বাড়ী চল!"

অপলক নয়নে খানিক তাহার ভারাবনত দেহটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বৃন্দাবন বলিল, "এসব কেন প্রভা! ছি, আর কোরনা।"

পুঁটী কহিল, "বা রে, আমাদের কাজ আমরা কোরবো না তো কোরবে কে,—তুমি ?" অস্থির নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বৃন্দাবন কহিল, "কেন আর কি কেউ নাই!" পুঁটী গালে হাত দিয়া কহিল, "অবাক ক'ল্লে তুমি, আবার কে থাকবে? কত্তে ত, মা আর আমি। হাতের-নাতের টেনে না নিলে তিনি একা কত করবেন বল ?"

অধীরভাবে পা ঠুকিয়া বৃন্দাবন কহিল, "দাদুর কি অন্যায়; একজন লোক রেখে দিলেই ত হয়।"

ঠোঁট উল্টাইয়া পুঁটী কহিল, "ইঃ, কল্‌কেতার হাওয়া গায়ে লেগেছে। তিনটে মোটে লোক তার রন্না কর্ত্তে আবার লোক ডাকাডাকি কেন? নোলার বিবি তো আর নই!"

দৃঢ়স্বরে বৃন্দাবন কহিল, "তাই হ'তে হবে।—দাদুর বড় অন্যায়।"

পুঁটী হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, সে ঝগড়া তার সঙ্গে ক'র্‌বখন্, এখন বাড়ী চল।" উভয়ে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় বৃন্দাবন কহিল, "এবার এসেছি কেন, জান?" মাথাটা হেলাইয়া পুঁটী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

বৃন্দাবন বলিল, "তোমায় ক'লকেতায় নিয়ে যাব ব'লে।"

মুষ্টিবদ্ধ হাতটা গালে চাপাইয়া পুঁটী কহিল, "ওমা সেকি! অবাক ক'ল্লে তুমি। সেখানে গিয়ে আমি ক'রব কি?"

গম্ভীর কণ্ঠে বৃন্দাবন কহিল, "আমি যা কর্ত্তে গেছি, তাই ক'রবে। লেখাপড়া শিখবে।"

পুঁটী ফিরিয়া দুষ্টামিভরা হাস্যের সহিত বলিল, "কেন বলত? চাকরি কর্ত্তে হবে নাকি?"

বৃন্দাবন হাসিয়া কহিল, "লেখাপড়া শিখ্‌লেই যে চাকরি কর্ত্তে হয়, তার কোন মানে নাই।"

পুঁটী সংক্ষেপেই জিজ্ঞাসা করিল, "তবে?"

বৃন্দাবন স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চহিয়া মুরুব্বিয়ানা স্বরে কহিল, "শিক্ষা না হ'লে জ্ঞানের অঙ্কুর হয় না, ভবিষ্যত জীবনের দিকে চেয়ে শিক্ষা আমাদের বিশেষ দরকার।"

পুঁটী রাগতকণ্ঠে কহিল, "জানিনা বাবু এসব কি কথা। আমি তো পারবো-টারবো না। শুনেছি, সেখানে গেলে নাকি মেম সাজতে হয়!"

বৃন্দাবন হাসিয়া কহিল, "একখানা ফরসা কাপড় প'রলে লোকে মেম হ'য়ে যায় না। স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে তা দরকার।"

পুঁটী আগুন হইয়া কহিল, "আমরা পাড়াগেঁয়ে কেবল বুঝি রোগেই ভুগছি? ক'টা ক'লকেতার বিবি আমাদের সঙ্গে পারে, শুনি? শিক্ষে শিক্ষে ক'চ্ছ কেন, এখানে কি আমরা কম শিক্ষে পাই?

তোমার সহুরে মেয়েরা ধান সেদ্ধ কর্ত্তে পারে, মুড়ি ভাজ্‌তে জানে ?”

বৃন্দাবন বলিল, “ওসব না জান্‌লেও ভবিষ্যত বংশধরের কল্যাণ যাতে হয়, সে শিক্ষা তারা পায়। আগে মাকে তোলা চাই, তবে ছেলে ভাল হ’বে। ধর আমাদের ছেলে, প্রথম তোমার কাছেই তো থাকবে ; তখন কি শিক্ষা দেবে তাকে ? কেবল ঘরে গোবর দেওয়া আর বাসন মাজা, এছাড়া আর কি কি জান ?”

হাতখানেক জীভ্ বাহির করিয়া পুঁটী একবার আড়নয়নে বৃন্দাবনের মুখের দিকে চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, “যাও, ওসব কি কথা।”

বৃন্দাবন তেজোদ্বেলিত কণ্ঠে কহিল, “আমি ঠিকই ব’লেছি, আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানকে মানুষ ক’রে তুলতে, তুমি যতটা দায়ী—আমি ততটা নয় !”

ছুটিয়া পলাইতে পলাইতে পুঁটি কহিল, “ছি, লেখাপড়া শিখে শেষে বুঝি এই হ’ল। খালি ওই সব কথা। যাও, তুমি বড় দুষ্টু !”

(১৭)

বৃন্দাবন আসিয়া যখন পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, তখন বৃদ্ধ হরদয়াল কাগজ কলম লইয়া হিসাব করিতে ব্যস্ত ছিল। চসমার ভিতর দিয়া আড়নয়নে একবার চাহিয়া দেখিয়াই বৃদ্ধ হাতের কলম ঘন ঘন চালাইতে লাগিল। নাতিকে মিষ্ট কথায় সম্ভাষণ বা প্রণতের প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ যে একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে, সেটা একেবারেই ভুলিয়া গেল। খানিক নীরবে দাঁড়াইয়া বৃন্দাবন কাপড় ছাড়িতে গৃহ

মধ্যে প্রবেশ করিলে, বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিল। অদূরে পুঁটী তখন ধোয়া বাসনগুলা সাজাইয়া রাখিতেছিল। অনুচ্চ কণ্ঠে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি বলতো পুঁটী, বাবু এমন অসময়ে এলেন যে?"

মুখ ঘুরাইয়া পুঁটী কহিল, "আমি তার কি জানি। নিজের বাড়ীতে আসতে বুঝি আবার সময় অসময় আছে।"

বুড়া হাঁ করিয়া খানিক সেই কর্ম্ম নিরতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "তা বটে, তবে কিনা—"

বাধা দিয়া পুঁটী বিরক্তিভরা কণ্ঠে কহিল "নিজে জিগুস্‌লেই পার। আমি যেন জান্‌বে লোকের মনের কথা গুনে ব'লে দেব।"

হাতের কাছে খাতা পত্র গুছাইয়া তাড়াতাড়ি পুলিন্দায় বাঁধিতে বাঁধিতে বৃদ্ধ কহিল, "তা জিগুস্‌বই তো, তোর ভয়ে চুপ ক'রে থাক্‌ব মনে ক'রেছিস নাকি? যত সব আগাছা নিয়ে হ'য়েছে আমার ঘর-কন্না!"

ঠিক সেই সময়ে বৃন্দাবনকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ বাঁধা পুলিন্দাটা আবার টানিয়া খুলিয়া বসিল। বৃন্দাবন নিকটে আসিয়া কহিল, "এমন অসময়ে আসায় আপনি খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছেন দাদু, কেমন?"

বৃদ্ধ নীরবেই রহিল। তবে তাহার চঞ্চল হস্তটা ক্রমাগত খাতার এপাত ওপাত উল্‌টাইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ একস্থান খুলিয়া নিবিষ্ট মনে হিসাব মিলাইতে লাগিয়া গেল। সেই নিবিষ্টতার পশ্চাতে একটা প্রতীক্ষা যে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে, এটা বৃন্দাবনের ভালরূপেই জানা ছিল। তথাপি অদ্যকার এ ভাবটায় তাহার প্রাণে কি জানি কেন আঘাত দিল। ধীর গম্ভীর-কণ্ঠে কহিল, "বাড়ীতে এলে লোককে

কি এমনি ক'রেই অভ্যর্থনা ক'র্ত্তে হয় দাদু? বাইরের জ্বালা জুড়োতে না লোক বাড়ীতে ছুটে আসে!"

বৃদ্ধ গম্ভীর অথচ বেদনা ভরা কণ্ঠে কহিল, "কেইবা কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে! একখানা চিঠি পাবার প্রত্যাশিত নই যে কালে, কাজ কি মিছে টানা টানি. কোরে মায়া বাড়িয়ে। ভর-সন্ধেবেলায় যত আগাছা জুটিয়ে ম'রেছি, কেবল টাকার সঙ্গে সম্পর্ক বইত নয়!"

বৃন্দাবন বুঝিল, কত বড় একটা অভিমানের প্রবাহ বৃদ্ধের হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়াছে। তাই সে ধীর কণ্ঠে কহিল, "কি করি বলুন, গিয়েই একটা মটর চাপার হেঙ্গামায় প'ড়তে হ'য়েছিল, চিঠি লিখি কখন!"

এত অভিমান এক দণ্ডে গলিয়া জল হইয়া গেল। হাতের পাতা ফেলিয়া বৃদ্ধ উৎকণ্ঠাপূর্ণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "চোট্‌টা কি বেশী লেগেছিল দাদু, এখনো ব্যথা আছে না কি? যাই, অভয় ডাক্তারকে একবার আনিগে!"

এ স্নেহের ফল্গু বৃন্দাবনের অন্তরে তৃপ্তির বান বহাইয়া দিল। মৃদু হাসিয়া কহিল, "চাপা আমি পড়িনি। প'ড়েছিল একটি মেয়ে, তাকে বাঁচাতেই আমার একটু আধটু ঘা লেগেছিল। সেরে গেছে।"

বৃদ্ধ কথাগুলা যেন আগ্রহ ভরে গিলিতেছিল। নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "তোর যেমন! পরের জন্যে নিজের প্রাণটাকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রতে আছে! যদি চাপাই পড়তিস, কি হ'তো ব'ল তো। শুনলি পুঁটী, বৃন্দে কি সেই ছেলে রে! নেহাৎ কারে প'ড়েই চিঠি লিখ্‌তে পারে নি। নইলে আমায় হেনস্তা ক'র্‌বে—ওকি সেই রকম!"

আনন্দের আতিশয্যে বুড়া পুঁটীরই ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আরামের নিশ্বাস ছাড়িল। পুঁটী আড় নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ চাপিয়া হাসিল। বৃদ্ধ চঞ্চলকণ্ঠে কহিল, "তারপর! আজ হঠাৎ এলি

যে, কিছু চাই নাকি? বিদেশ বিভুঁই—একটু ভাল ভাবেই থাকিস। পয়সার মায়া করিস নি, এ বুড়ো-হাড় ক'খানা যে ক'দিন আছে, সে ক'দিন তোর ভাবনা কি?"

বৃন্দাবন মাথা নীচু করিয়া বলিল, "এসেছি, প্রভাকে নিয়ে যেতে।"

অবাক-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিল, "প্রভা আবার কেরে!"

পুঁটী সহসা লাজ-নত বদন ফিরাইয়া কহিল, "জাননা দাদু, এবার এসে আমার ঐ নাম দিয়েছে যে।" কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু আর সে সেস্থানে দাঁড়াইতে পারিল না। ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

বৃদ্ধ উৎসাহের সহিত কহিল, "বেড়ে হ'য়েছে ভাই। গাল-ভরা নাম হ'য়েছে। আমাদের পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের দল অমন রস্-কস্ ওলা নাম পাবেই বা কোথায়, শুনবই বা কার কাছে। ওরে ও শালি! শোন্ শোন্—এত লজ্জা কিসের!"

খানিক অপেক্ষা করিয়া থাকিয়াও পুঁটীকে ফিরিতে না দেখিয়া গাল-ভরা হাসির সহিত বৃদ্ধ বলিল, "ছুঁড়ি লজ্জাতেই মোলো। তা এখুনি কেন রে দাদু, আগে বিয়েই হ'ক, তখন যেখানে খুসি সঙ্গে নিয়ে ফিরিস্।"

বৃন্দাবন চঞ্চলকণ্ঠে কহিল, "সে হবে না দাদু, আমি এখুনি নিয়ে যাব।"

উচ্চ হাস্যের সহিত বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "বিয়ের আগে সাহেব মেমে কোর্টসিপ্ চালাবি নাকি রে, বেশ বেশ, তাই নিয়ে যাস্!"

বৃন্দাবনের মুখে চ'খে রক্তের প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে ভাব চাপিয়া বলিল, "তা নয়, ওকে কলেজে দেব।"

বৃদ্ধ অবাক হইয়া কহিল, "সেখানে গিয়ে ও করবে কি?"

বৃন্দাবন বলিল, "কেন অপর মেয়েতে যা করে, ও তাই ক'রবে। লেখাপড়া শিখবে, পিয়ানো বাজাবে, গান—শেলায়ের কাজ—"

বাধা দিয়া বৃদ্ধ উচ্চহাস্যের সহিত কহিল, "পুরো দস্তুর মেম ক'র্ত্তে চাস্ তাহ'লে, কি বল ?"

বৃন্দাবন দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "আমি নিয়ে যাব দাদু, তোমার ঠাট্টা মেনে, আমাদের ভবিষ্যৎটা মাটি ক'রতে পারবো না।"

সহসা গম্ভীর হইয়া বৃদ্ধ কহিল, "সে হবে না বৃন্দাবন !"

জেদ ধরিয়া বৃন্দাবন কহিল, "হতেই হবে দাদু।"

মাথা নাড়িয়া উজ্জ্বল দৃষ্টিটা তুলিয়া বৃদ্ধ গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "আমার মানা ঠেলাটা কি এতটাই পৌরুষের হবে, বৃন্দাবন ?"

উদাসভাবে বৃন্দাবন কহিল, "আপনার যে অন্যায় মানা করা দাদু !"

বৃদ্ধ রুক্ষকণ্ঠে কহিল, "বাপ-চোদ্দপুরুষের কেউ যা করেনি, আজ তোকে দিয়ে তাই করাব'—আমার গলায় দড়ি।"

বৃন্দাবন উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তাঁরা যদি জানোয়ার হ'তেন, গরু ছাগলের মত চার পায়ে হেঁটে বেড়াতেন, আমাদেরও কি তাই ক'র্ত্তে হবে ?"

বৃদ্ধ তীক্ষ্ণস্বরে ডাকিল, "বৃন্দাবন ?"

বৃন্দাবন কহিল, "নিজে খুঁচিয়ে যা ক'রতে চাও, তাতে পরের দোষ কি ?"

বৃদ্ধ গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "আমি পাঠাব না, বৃন্দাবন। আমি থাকতে এসব যা তা করা——"

বৃন্দাবন ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, আমি নিয়ে যাবই দাদু, না পাঠাও অমন জংলী মেয়েকে আমার দ্বারা বিয়ে করা চ'লবে না।"

সহসা সেস্থান ত্যাগ করিতে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিল, "তোর যা খুসি

ক'র্ত্তে পারিস্ বিন্দে, আমি কথা ক'ব না। ভবিষ্যতে কিন্তু আমার আশা আর রাখিস্ নি। আমার ব'লতে যা কিছু, বেচে কিনে এবার আমি বৃন্দাবন চলে যাব।"

উত্তেজিত কণ্ঠে বৃন্দাবন কহিল, "বেশ যেও, তোমার জিনিষ—নিলে তো দেবে! আমার চাই না।"

গাম্ছা খানা টানিয়া কাঁধে ফেলিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বৃদ্ধ কহিল, "জানি, আগাছা কখন নিজের হয় না। আমার যেমন গলায় দড়ি, তাই পরের কুড়িয়ে আপন ব'লে মানুষ কর্ত্তে যাই! যাই, দেখি খদ্দের জোটাতে পারি কি না।"

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, বৃন্দাবন খানিক গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। পুঁটী আড়াল হইতে পায়ে-পায়ে অগ্রসর হইয়া কহিল, "দাদুকে কেন চটালে বলতো?"

সে কথার উত্তর না দিয়া বৃন্দাবন গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

পুঁটী অবনত মুখে পায়ের আঙ্গুল দিয়া মাটি ঘসিতে লাগিল। মুখে কোন উত্তর দিতে পারিল না। বৃন্দাবন কুপিত কণ্ঠে কহিল, "কি, যাবে কি না?"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পুঁটী সহসা মুখ তুলিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হওয়া ছাড়া কোন ভাষাই বাহির হইল না। ত্যক্তভাবে ভূমে চাপড় মারিয়া বৃন্দাবন বলিল, "যাবে না তা হ'লে।"

চঞ্চলভাবে হাতের ন'থ খুঁটিতে খুঁটিতে পুঁটি কহিল, "দাদু না ব'ললে—"

লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃন্দাবন কহিল, "বেশ, থাক তা হ'লে। জেনে রেখো, তোমার সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক ঘুচলো।"

কথাটা বলিয়াই সে আল্‌না হইতে জামাটা টানিয়া বগলে পুরিয়া জুতাটা কোন রকমে পায়ে দিয়া ছুটিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। খানিক 'থ' হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুঁটি উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া দাওয়ার উপর মূর্চ্ছিতের ন্যায় বসিয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময়ে মস্ত বড় একটা মাছ হাতে লইয়া বৃদ্ধ হরদয়াল গৃহদ্বারে প্রবেশের মুখে চীৎকার করিয়া কহিল, "দেখ্‌তো দাদু, মাছটা কেমন হ'ল, পরাণে আড়াই টাকার কম দিলে না রে, শালাদের, যাক্— মাছ না হ'লে কি ভাত মুখে ওঠে—"

ত্রস্তে চক্ষের ধারা মুছিয়া উঠিয়া বসিতে বসিতে পুঁটী কহিল, "চলে গেছে দাদু।"

নিশ্বাস ছাড়িয়া বৃদ্ধ হাতের মাছটা দাওয়ায় ফেলিয়া থপ্‌ করিয়া দাওয়ার এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। তারপর একখানা টিকা ধরাইতে ধরাইতে কহিল, "যাক, আমরাও বৃন্দাবন যাচ্ছি, কি বলিস্‌ পুঁটী, যাবি?"

পুঁটী কথা কহিল না, মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঝড়ের মত থাকমণি ছুটীয়া আসিয়া কহিল, "বৃন্দাবন নাকি ক'ল্‌কেতা থেকে এয়েছে! এতক্ষণ খবর দিস্‌নি পুঁটী! কোথায় সে?"

বৃদ্ধ মাঝের আঙ্গুলটা খাড়া করিয়া তুলিয়া বলিল, "আমার বাড়ীতে তার নাম আর ক'রনা ঠাক্‌রুণ, সে আর আমার কেউ নয়!"

থতমত খাইয়া থাকমণি কহিল, "আবার হ'ল কি?"

বৃদ্ধ উদাসভাবে কহিল, "বেশী আর কি, আগাছা কখন আপন হয়! ঘর দোর গুছোও। বৃন্দাবন যেতে হবে।"

তীব্র নয়নে কন্যার দিকে চাহিয়া প্রৌঢ় কর্কশ কণ্ঠে কহিল, "ঝগড়া কল্লি বুঝি?"

বৃদ্ধ কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। যদি কিছু বল্‌বার থাকে আমায় ব'লতে পার, ওর দোষ নেই।"

থাকমণি মনের ক্রোধ চাপিয়া কহিল, "বুড়ো হ'য়ে কি ভীমরতি হ'লো নাকি!"

বৃদ্ধ হাতের চিঠিটা তাহার দিকে ছিঁড়িয়া দিয়া কহিল, "হ্যাঁ—হ'য়েছে। সইতে না পার, দূর হও। আমার কাউকে দরকার নেই।"

রাগে গর্‌ গর্‌ করিতে করিতে থাকমণি কহিল, "যাবই ত, চিরকাল তোমার কাছে গাল খেয়ে থেকে লাভ তো ভারি। আয় পুঁটী।"

পুঁটী উঠিতে চাহিল না। জোর করিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রৌঢ়া কহিল, "মরতে এখানে থেকে আর ক'রবি কি, চল্‌?"

হাঁ করিয়া তাহাদের গমন পথের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ যে কতক্ষণ বসিয়াছিল, তাহা নিজেই ধরিতে পারিল না। খানিক পরে চমকিয়া উঠিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "হায় বৃন্দাবনচন্দ্র, তোমায় ভুলেই আজ আমার এ দশা।"

(১২)

ঘোর বিপদের মুখে মানুষ কখনই একাকী বুক পাতিয়া দাঁড়াইতে পারে না। সাথী মিলাইয়া কষ্টের অংশ-বিশেষটা বণ্টন করিয়া দিতে চায়। সহানুভূতির জন্য প্রাণ লালায়িত হইয়া উঠে। তাই নিকট আত্মীয়ের স্নেহ-কোমল বাহুবন্ধনের মধ্যে বক্ষের তপ্ত উচ্ছাস ঢালিয়া দিতে চায়। আশা—বিনিময়ে অনন্ত শান্তি-সুধা লাভ করিবে। কিন্তু সেই আত্মীয়ই যদি বিমুখ হন, তা' হইলে তাহার আর দিক্‌বিদিক

জ্ঞান থাকে না। একটা স্নেহ-করুণ আশ্রয় অন্বেষণ করিতে সে তখন আর আপন পর বাচে না, শত্রু মিত্র মানে না।

আমাদের বৃন্দাবনেরও তাহাই হইল। প্রাণের দারুণ আবেগের মোড় ফিরাইতে আসিয়া, ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে একটা প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হইল। যাহাকে অতি সহজ সরলভাবে গড়িয়া পিটিয়া লইবে ভাবিয়াছিল, সে রহিল দূরে—অতি দূরে ;. লাভে হইতে প্রাণে একটা ধাক্কা খাইয়া সে বানাহত পক্ষীরই মত আশ্রয় অন্বেষণ করিতে ছুটিল। তাহার মানসচক্ষে তখন একমাত্র স্নিগ্ধ-আলোক, স্নেহ প্রীতির আশ্রয় রূপে নব পরিচিত 'পালিত'-পরিবারই ভাসিয়া উঠিল। চাঁদ না পাইয়া সে খদ্যোতের আলোককেই জড়াইয়া ধরিতে চলিল।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে সে যখন মিঃ পালিতের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল ; তখন অপরাহ্ন। ভ্রমণ উপযোগী পরিচ্ছদ পরিয়া সবেমাত্র তাহারা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নির্ম্মলা সখীর পার্শ্বেই ছিল। তাহাকে এভাবে আসিতে দেখিয়া সকলেই জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিতে লাগিলেন। মুখরা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নির্ম্মলা কহিল, "একি! বৃন্দাবনবাবু যে, এমন ঝড়ো কাকের মত কোথা থেকে ?"

বিষণ্ন মুখে বৃন্দাবন সংক্ষেপে উত্তর দিল, "দেশ থেকে।"

মিঃ পালিত আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "সেকি, এর মধ্যে কবে দেশে গিয়েছিলেন !"

মলিন হাসি হাসিয়া বৃন্দাবন কহিল, "গেছ্‌লুম আজই।"

উৎকণ্ঠিত ভাবে অমলা কহিল, "খাওয়া হয়েছে তো।"

বৃন্দাবন নিজে সাধিয়া স্নেহ বন্ধনে ধরা দিতে আসিয়া, মিথ্যা বলিতে পারিল না। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "হ'য়েছে এক রকম ?"

অমলা বলিল, "হুঁ, তা বুঝেছি, বাড়িতে চল। এমন হাবা ছেলেও দেখিনি।"

বৃন্দাবন মলিন হাসি হাসিয়া কহিল, "খাওয়াটা পরেই হ'বেখন্।"

পরে মিঃ পালিতের দিকে ফিরিয়া কহিল, "আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা ছিল, সময় হবে কি ?"

মিঃ পালিত প্রফুল্ল মুখে কহিল, "কেন হবে না, চলনা—বারান্দাতেই বসি গে।" অমলা বিরক্তভাবে কহিল, "না না, এখন কথা-ফতা থাক্। আগে আমার সঙ্গে চল, কিছু খেয়ে আসবে।"

বৃন্দাবন বলিল, "কথাটা কিন্তু বিশেষ দরকারি—"

বাধা দিয়া অমলা কহিল, "হ'ক, খাবার আগে আমি তা হ'তে দিচ্চি না।"

আভার গা টিপিয়া নির্ম্মলা কাণে কাণে বলিল, "সই, তোর 'বর' জুটলো লো !"

ঝাঁকানি দিয়া আভা কহিল, "আঃ, ভারি ফাজিল, যা তোর সঙ্গে কথা কইব না।"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "তা কইবি কেন, এখন যে অনেক হ'ল।"

আভা নির্ম্মলাকে একটা অন্তরটিপুনি দিয়া কহিল, "আর বল্‌বি ?"

নির্ম্মলা বলিল, "কেন বলব না, এতক্ষণ আস্তে ব'লছিলুম, এবার চেঁচাব।"

কোন প্রকারে এ বাচাল মেয়েটিকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া আভা চঞ্চলচরণে অগ্রসর হইয়া চলিল। বাহিরের ঘরে বৃন্দাবনকে বসাইয়া অমলা দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। এবং পরক্ষণেই একখানি রেকাবে লুচি, ফল মিষ্ট ইত্যাদিতে বোঝাই করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল,

"আজ ময়দাটা বেশী মাখা হ'য়ে গিয়েছিল। মনে হ'য়েছিল, এত কে খাবে? ওর তো ব্যাপার জ্ঞান! একঘণ্টা পরের খাবার ওর কাছে বাসি হয়; কাজেই ফেলে দিতে হ'ত।"

বৃন্দাবন হাসিয়া কহিল, "তা আমিও একটা ক্যাভেঞ্জার বিশেষ। আমায় খাওয়ান আর ফেলে দেওয়া, একই কথা।"

অমলা গাঢ়কণ্ঠে কহিল, "ছি, অমন কথা বলে? আমরা তোমাকে যতটা স্নেহ করি, তাকি জাননা বাবা।"

তাদের মান অভিমানের পালায় বাধা দিয়া পালিত কহিলেন, "হাঁ, কথাটা কি ব'লছিলে বৃন্দাবন?"

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বৃন্দাবন কহিল, "আজ আমি পথহারা, আশ্রয়হীন।"

স্নেহভরা কণ্ঠে অমলা কহিল, "আমাদের তুমি পর ভেবনা বৃন্দাবন!"

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ পালিত বলিয়া উঠিলেন, "আমরা কেবল দু-হাত দু-পা দিয়ে এ পৃথিবীতে নেমে এসেছি বৃন্দাবন! যাবার দিনে তার বেশী কিছু নিয়েও যাব না। সেগুলো যখন তোমার সম্পূর্ণ অধিকারে র'য়েছে বাবা—আমি বলি নিরাশ হ'য়োনা। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে যদি তুমি খালি হাতে ফিরে এসে থাক, তবু মনে রেখ, এ বাটীর দ্বার কখনই তোমার সামনে রুদ্ধ হ'বে না।"

বৃন্দাবন চঞ্চল হইয়া কহিল, "ধন্যবাদ, কিন্তু আমার আশা বড় বেশী।"

বাধা দিয়া অমলা কহিল, "কিছুই নয়! তোমাকে অদেয় আমাদের কিছুই নেই।"

সহসা উৎসাহিত কণ্ঠে বৃন্দাবন কহিল, "সত্যিই কি নেই! দিতে

পারবেন তা হ'লে ? আমি যদি বলি আভাকে চাই ! দিতে পারবেন ? প্রতিপালনের ক্ষমতা না পাওয়া পর্য্যন্ত অবশ্য চাইছি না, কি বলেন, তত দিন অপেক্ষা করতে পারবেন ত ?"

অমলা বঙ্কিম নয়নে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "ও আর কার বাবা ! ওত' তোমারই। তোমার জিনিষ তুমি নেবে, তাতে কার আপত্তি।"

বৃন্দাবন চঞ্চলনয়নে মিঃ পালিতের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনারও কি এই মত ?"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া মিঃ পালিত কহিলেন, "না।"

সহসা বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া সকলে মিঃ পালিতের দিকে চাহিয়া রহিল। টলিতে-টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃন্দাবন কহিল, "আসি তাহ'লে, নমস্কার।"

বাধা দিয়া মিঃ পালিত সহজ শান্তকণ্ঠে কহিলেন, "দাঁড়াও।"

হতাশার নিশ্বাস ফেলিয়া বৃন্দাবন সম্মুখের একখানা খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "এর মানে ?"

মিঃ পালিত হাসিয়া বলিলেন, "জান ত, আমার এতদিনকার সাধ, জামাইকে বিলেত পাঠান !"

বৃন্দাবন পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এক্ষেত্রে তা অসম্ভব কাজ——"

বাধা দিয়া মিঃ পালিত কহিলেন, "কিছুই অসম্ভব নয়। তুমি যদি আমার নির্দ্দেশ মত চল, তা হ'লেই হয়।"

বৃন্দাবন উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, "সেটা কি ?"

মিঃ পালিত কহিলেন, "বেশী কিছুই নয় ! আপাততঃ আমার খরচে বিলেত যাও। অবশ্য দিন পেলে, এ টাকা ফিরিয়ে দিও।"

আগ্রহপূর্ণ নয়নে চাহিয়া অমলা স্নেহ-করুণ কণ্ঠে কহিল, "এ আর বেশী কথা কি বাবা !"

আভার আগ্রহ-দৃষ্টিটা যেন উত্তরের অপেক্ষা করিয়া রহিল। হাস্তময়ী নির্ম্মলাও উৎসুক হইয়া উঠিল। বৃন্দাবন স্থির অকম্পিত কণ্ঠে কহিল, "অসম্ভব।" অমলা ব্যস্তভাবে কহিল, "না না, জবাবটা একটু ভেবে দিও বাবা। কাল, পরশু, কিম্বা সাত দিন বাদে—"

জলদ-গম্ভীরকণ্ঠে বৃন্দাবন বলিল, "মিছে চেষ্টা মা—"

বাধা দিয়া অমলা কহিল, "থাক্ থাক্, তবু ভেবে—"

বাধা দিয়া আভা তেজোদ্দীপিত কণ্ঠে ডাকিল, "মা ?"

উত্তেজনায় কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। শুধু প্রখর দৃষ্টিতে সে মাতার দিকে চাহিয়া রহিল। একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া বৃন্দাবন দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল। অমলা নিরাশ-ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "কি কল্লি আভা !"

আভা সতেজকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অন্যায় কিছুই করিনি মা। লোকের বিবেক বুদ্ধির ওপর হাত দিতে যাওয়া যে কেবল অনধিকার চর্চ্চা তা নয় ; এর জন্যে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার কাছেও যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।"

অমলা সকাতরে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কিন্তু তোর—"

তীব্র উল্কাপাতেরই মত আভার নয়নযুগল জ্বলিয়া উঠিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমার জন্যে কারুকে সাধাসাধি ক'র না মা—সইতে পারব না। বিয়ে করাটাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং একটা দ্বার বন্ধ হওয়ায় বিশ্বের দ্বার আমার সাম্‌নে খুলে গেলে। জীবনব্যাপি সাধনা নিয়ে এখন আমি জগতের সাম্‌নে এগিয়ে যেতে পার্‌বো। পুরুষের অন্তঃপুরের ক্রীতদাসী হ'য়ে থাকার চেয়ে এ ঢের ভাল।"

কথাটা শেষ করিয়াই, সে ঝড়ের মত সেস্থান ত্যাগ করিল। চলনপথের প্রহরী কাকাতুয়া পাখীটা চীৎকার করিয়া জানাইয়া দিল, তাহার প্রতিপালিকা আজ তাহাকে স্নেহাদর না করিয়াই চলিয়া গিয়াছে।

ভাবনা-কাতর কণ্ঠে অমলা কহিল, "তাইতো, কি হবে নির্ম্মলা! জানিস ত মা, মেয়েটা চিরকেলে একগুঁয়ে; যা ধরে, প্রাণ গেলেও তা ছাড়ে না।"

গভীর চিন্তা-মেঘ জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিয়া নির্ম্মলা কহিল, "আমার যতটা করবার মাসিমা, আমি ক'রবো, তারপর—"

তাহার কথাটা শেষ করিয়া দিবার জন্যই যেন মিঃ পালিত শান্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বিশ্বনিয়ন্তার কলমের ওপর কেউ কলম চালাতে পারবে না মা, তিনি যা কববেন তাই হবে।"

(১৯)

বৃদ্ধ হরদয়াল একভাবে আড়ষ্টপ্রায় বসিয়াছিল। দাওয়ার মাছ, গামছার আনাজ, যেখানকার যা, সেইখানেই পড়িয়া রহিল। কেহ দেখিল না, কেহ তুলিল না। একটা মার্জ্জার নিঃশব্দে আসিয়া মাছটাকে টানটানি করিল, কিন্তু অত বড় মাছটাকে কায়দা করিতে না পরিয়া নীরবে তপস্বীর মত আসন পাতিয়া বসিয়া পড়িল। একটা কাক চালের উপর বসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিতেছিল। এবার হুস্ করিয়া নামিয়া পড়িল। ইচ্ছা, মাছটার উপর দু' এক ঠোকর দিয়া লয়। ধ্যান-পরায়ণ তপস্বীর কিন্তু এ স্পর্দ্ধা অসহ্য হইল। প্রতিফল দিতে হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল। কাজেই বাড়াবাড়ি করাটা নেহাৎ বোকামী জানিয়া বুদ্ধিমান কাকমহাশয় চম্পট দিলেন।

ক্রমে সূর্য্যের প্রখর তেজ পড়িয়া আসিল। তথাপি বৃদ্ধ অচল। গোবরা গয়লা দুধ দিতে আসিয়া তাড়া খাইল, গণেশ কড়ুরি ধার-করা টাকার সুদ দিতে আসিয়া ডাকিয়া সাড়া পাইল না; রামু ঘরামির ছেলে পেয়ারা দিতে আসিয়া মার খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল। পাড়া জুড়িয়া সেদিন বৃদ্ধের প্রাণের বিপ্লবটা অল্প-বিস্তর সকলকেই ভোগ করিতে হইল। কথাটা থাকমণির কর্ণে পৌছিতে বিলম্ব হইল না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আসিয়া সে ঘর দোর গুছাইতে লাগিল। ঘর বাহির ঝাঁট দিয়া, বাজার তুলিয়া রাখিল। পরে বঁটি পাতিয়া মাছ কুটিতে বসিল। বৃদ্ধ উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিয়া কহিল, "ঢের হ'য়েছে মা-ঠাকরুণ, ক্ষান্ত দাও। ফেলে দাও গে মাছটা।"

মাথা গোঁজ করিয়া থাকমণি মাছ কুটিয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধ সহসা গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে কহিল, "কেউ নেই তোর, কেউ নেই। একা শশ্মানের মাঝে ব'সে আছিস্—তবু কেন থাকা, তুই মর।"

সঙ্গে সঙ্গে গণ্ড বহিয়া শ্রাবণের ধারা নামিয়া গেল। থাকমণি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "এই ভর সন্ধ্যেবেলা মানুষ অমনি ক'রে কাঁদে; কি হ'চ্ছে ও।"

বৃদ্ধ দর্পভরে হাত নাড়িয়া বলিল, "খুব ক'রবো, আমার খুসি। আমি ত্রিসন্ধ্যে বাড়ীতে মড়াকান্না তুল্‌ব। কার কি! সইতে না পারে, আসে কেন?"

থাকমণি আর কোন কথা কহিল না। হাতের আঁসচুবড়িটা লইয়া বাহিরে গেল। বৃদ্ধ চঞ্চলনয়নে একবার চারিদিকে চাহিয়া টিকা ধরাইতে বসিল। হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে মধুরকণ্ঠে পুঁটী ডাকিল "দাদু?"

প্রাণটা সেই দিকে লুটাইয়া পড়িতে চাহিলেও গাম্ভীর্য্যের লাগাম দিয়া বৃদ্ধ সে ভাব দমন করিল। টিকাটার অর্দ্ধেকের উপর ধরিয়া গিয়াছে, খেয়াল নাই। পুঁটী নিকটে আসিয়া বলিল, "কি খেলে দাদু ?"

মুখ ভ্যাংচাইয়া বৃদ্ধ কহিল, "কত কি, তোর সে খোঁজে কাজ কি ?"

পুঁটী সরল হাস্যে কহিল, "তার মানে, কিছুই নয়।"

উত্তেজিত কণ্ঠে বৃদ্ধ কহিল, "কেন, তোরা না হলে বুঝি লোকের দিন চলে না ?"

পুঁটী কহিল, "কিন্তু খাওয়াটা যে হয়নি, এটা ত ঠিক ?"

বৃদ্ধ দাঁত খিঁচাইয়া কহিল, "তোকে ব'লেছে !"

পুঁটি সহজে সরলকণ্ঠে কহিল, "ব'লতে হবে কেন, ব্যাভারেই ধরা প'ড়ছ।"

হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে দিতে বৃদ্ধ কহিল, "হয়নি, এইবার হবে।"

ত্রস্তে দু' এক পদ অগ্রসর হইয়া পুঁটী কহিল, "যাই, আগুনটা দিয়ে আসি, মা এসে চ'ড়িয়ে দেবেখ'ন্।"

হুঁকা সমেত হাতটা জোড় করিয়া বৃদ্ধ কহিল, "ব্যগ্রতা করি তোমায়, আর বুড়োর ওপর অতটা দয়া কোরোনা। যা ক'র্‌তে হয় আমি নিজেই ক'রে নেব।"

সে কথায় কাণ না দিয়া পুঁটী ঘুঁটে কুড়াইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিল। হুঁকাটা ফেলিয়া দিয়া বৃদ্ধ দ্রুত পদে অগ্রসর হইল। পুঁটীকে ঠেলা দিয়া নিজে উনান ধরাইতে বসিল। পুঁটী মুখ গোঁজ করিয়া কহিল, "বেশ তো, পার, দাও না। হাত যদি পোড়াও, তখন দেখে নেব একচোট।"

বৃদ্ধ জবাব দিল না। দেশালাই লইয়া উনান ধরাইতে বসিল।

একে ভিজে কাঠ, তাহাতে অনভ্যাস—কাজে কাজেই ধরাইতে পারিল না। পুঁটী হাসিয়া কহিল, "বেশ হ'চ্ছে। সারাদিনে যদি উনুন ধরাতে পার, তা হ'লে আমি কি ব'লেছি।"

নিরুত্তরে বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ কাঠি জ্বালিয়া যাইতে লাগিল। এই সময়ে থাকমণি প্রাঙ্গনে আসিয়া কহিল, "দিন দিন কি ধিঙ্গি হ'চ্ছিস লা পুঁটী। উনুনটা ধরাবি, তাঁতেও গতরে সোঁয়া-পোকা ধ'রলো; তোর দশা হবে কি?"

পুঁটী হাসিয়া কহিল, "বা রে, আমি তো গেলুম, উনিই তো দিলেন না। ঠেলা দিয়ে নিজে ধরাতে ব'সলেন।"

থাকমণি রাগে গর্ গর্ করিয়া কহিল, "কি আর্ করেন? যেমন ধিঙ্গি মেয়ে তুমি? আগুন দিতে গিয়ে হাত পা পুড়িয়ে ব'সবে—ভুগ্‌তে তো ওঁকেই হবে, কাজেই দেন-নি। সরুন তো দেখি, ওকি আপনার কাজ!"

চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ কহিল, "না, আজ শরীরটে ভাল নয়। মুড়ি-টুড়িই খেয়ে কাটাব। কাজ কি মিছে কাঠগুলো পুড়িয়ে?"

পুঁটী বলিল, "বা রে, আমরা তা হ'লে খাব কি?"

বৃদ্ধ উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িয়া কহিল, "আমার দায়টা!"

ইতিমধ্যে থাকমণি উনান ধরাইয়াছে দেখিয়া, বৃদ্ধ দ্রুতপদে ভাড়ার হইতে এক রাশ চাল ডাল বাহির করিয়া আনিল, এবং এক ঘটি জল লইয়া মেছলির উপর হড় হড় করিয়া ঢালিয়া দিল। পুঁটী কহিল, "ওমা, ওর নাম বুঝি চাল ধোয়া। সর দেখি।"

বৃদ্ধ কিন্তু সরিবার কোন লক্ষণই দেখাইল না। হাত দিয়া মেছলির ভিতরটা গোলাইয়া দিয়া হঠাৎ কাত করিয়া ধরিল। দ্রুত চালনায় অনেক চাল মাটিতে পড়িয়া গেল। আড় নয়নে একবার পুঁটীর দিকে

চাহিয়া, বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি সেগুলা কুড়াইতে লাগিল। পুঁটী বলিল, "নিজে পারবেও না, লোক্‌কেও দেবে না, মন্দ ব্যবস্থা নয়।"

রান্নাঘরের ভিতর হইতে থাকমণি কহিল, "তুই নে না। খালি কথায় ভট্‌চাজ্জি।"

পুঁটী বলিল, "বা রেঁ, দিলে তো নেব। যেমন মাগী হ'তে সাধ হ'য়েছে—করুক না। ওমা, ওকি!"

আগের বারে জল ফেলিতে চাল পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া, বৃদ্ধ এবার আর গাম্‌লা কাত করিবার ভরসা পাইল না। হাতেব কোশা করিয়া জল তুলিয়া ফেলিতে লাগিল। পুঁটী নিকটে আসিয়া কহিল, "না, ও দেবে না, ওই রকম ছেলে খেলা করবে।"

রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া থাকমণি ধমক দিয়া কহিল, "শুধু সামনে দাঁড়িয়ে দেবে দেবে কল্লে কি হবে। নেনা হাত থেকে।"

বৃদ্ধ তখন অনবরত মেছলার ভিতর হাত ঘুরাইতেছিল! পুঁটী হাসিয়া কহিল, "কাণ্ডখানা একবার চেয়েই দেখনা, তারপর বোলো। অম্‌নি ক'রে হাত ঘোরালেই বুঝি চাল ধোয়া হয়?" কথাটা বলিয়া সে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।

থাকমণি তাড়া দিয়া কহিল, নে নে, রঙ্গ রাখ্, উনি কোন দিন ক'রেছেন যে আজ পারবেন। এসব মেয়েলি কাজ কি আপনার সাজে, দিন! ছেড়ে দিন্!"

বৃদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "ছাড়্‌লে চ'ল্‌বে কেন? এবার থেকে, আমাকেই ত ক'রতে হবে।"

থাকমণি কহিল, "হু' দুটো মাগী ব'সে থাকতে আপনি রান্না ক'রবেন কেন?

বৃদ্ধ উষ্ণ হইয়া কহিল, "খুসী। তোমরা চিরদিন দেবে, তার মানে কি ?"

থাকমণি কথাটার উত্তর না দেওয়াই সঙ্গত বোধ করিল। পুঁটী তা বুঝিল না, হাসিতে হাসিতে কহিল, "তুমি তো রাঁধ্‌বে, খাবে কে ?"

বৃদ্ধ রক্ত-রাঙা চক্ষুটা তাহার দিকে ফিরাইয়া কহিল, "দিলে তো ?"

পুঁটী বলিল, "ইঃ, দেবে না বই কি ! তবে কথা, তুমি রাঁধ্‌লে মুখে দেওয়াই যাবে না। হয় শিয়ালের, নয় কুকুরের ভাগরাণি—যা হয় একটা হবে।"

তীব্রকণ্ঠে থাকমণি ডাকিল, "পুঁটী ?—মার খেয়ে মরবি হতচ্ছাড়ি।"

হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ কহিল, "এলেন এবার মা-গিরি ফলাতে ! মারামারি যা করবার, বাড়ীর বাহিরে গিয়ে করগে বাছা। থানা পুলিশের হাঙ্গামা আমি সইতে পারব না !"

অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া পুঁটী কহিল, "একশ'বার দূর দূর করা কেন, যাচ্ছি—তাতে আর কি ? যার ঘরে ভাত নেই, তার পুকুরের ঠাণ্ডা জল তো আছে !"

থাকমণি উষ্ণকণ্ঠে ডাকিলেন "পুঁটী ?"

ছুটিয়া বাহিরের দিকে যাইতে যাইতে পুঁটী কহিল, "আর রাগতে হবে না মা। তোমাদের আপদ বালাই চ'ল্‌লো।"

বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "ফিরে আয় পুঁটী, ফিরে আয়।"

পুঁটী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আর কেন দাদু, ঝাড়া হাত পা হও। বৃন্দাবন দর্শনটায় আর ব্যাঘাত থাক্‌লো না।"

বৃদ্ধ রাগিয়া কহিল, "যত নিমক্‌হারামের দল। ওদের জন্যে আমি সব হারালুম, তবু অভিমান ঘোচাতে পাল্লুম না। ইচ্ছে করে—এমনি ক'রে গলা টিপে—"

কথাটা বলিয়াই বৃদ্ধ উভয় হস্তে নিজের গলা টিপিয়া ধরিল। পুঁটী ছুটীয়া আসিয়া নিবারণ করিল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিল, "আমার যা কিছু আছে সব নে, আমায় তোরা ছেড়ে দে।"

বৃদ্ধের পায়ের নিকট মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে পুঁটী কহিল, "তার চেয়ে এই আপদ বালাই ঝেড়ে ফেল, ঝাড়া হাত পা হও দাদু। আমিই যাই!"

পুঁটীর অশ্রুমাখা মুখটা সযত্নে নিজ বক্ষে টানিয়া লইয়া বৃদ্ধ কহিল, "মিছে রাগ করিস্‌নি পুঁটী, আমার আর কে আছে বল্‌। তোদের ওপর অভিমান ক'রবো না তো ক'রব কার ওপর।"

পুঁটী মুখ তুলিয়া কহিল, "আমারি বা আর কে আছে দাদু? তোমার মুখ চেয়েই তো সবাইকে বিদায় দিয়েছি।"

অভিমানের পর মিলন। মিলনের পর আনন্দ। তিরস্কারের পর অবিরল স্নেহ-ধারা—এই নিয়মেই বুঝি এ মর-জগতটা গড়া। মানবের তিক্ত মনে তৃপ্তির প্রস্রবণ বহাইয়া দিতে ধাতার এই এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। নহিলে এ ধরা-কারা অসহ্য হইয়া যায় যে।

(২০)

একদিন বেলা তিনটার সময় একটি সুশ্রী যুবক বৃন্দাবনের গৃহদ্বারে আসিয়া জোরে জোরে কড়া নাড়িতে লাগিল। ভিতর হইতে বৃন্দাবন বারংবার সাড়া দিলেও কড়া নাড়া বন্ধ হইল না। বিরক্ত বৃন্দাবন সশব্দে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, "বেড়ে আক্কেল তো, দরজাটা ভেঙ্গে ফেল্‌লে যে।" পরক্ষণেই অপরিচিত দেখিয়া সংযত কণ্ঠে কহিল, "কে মশাই আপনি, এমনি ক'রে কি দরজা ঠেলে?"

যুবক সপ্রতিভ কণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে মাপ্‌ ক'রবেন, ওটা ভুল হ'য়ে গেছে। আপনারি নাম কি বৃন্দাবন বাবু ?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবকের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বৃন্দাবন কহিল, "আপনার কি দরকার ?"

যুবক প্রফুল্ল মুখে কহিল, "আজ্ঞে, একটু আছে বই কি। এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে কথা চলে না মশাই। চলুন, ঘরের মধ্যে যাই !"

বৃন্দাবন উত্তর দিবে কি, যুবক তাহাকে ঠেলা দিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে বিছানার উপর সটান লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, "আঃ, ম'শায়ের পছন্দ আছে দেখ্‌ছি! বসুন বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে, ওই যে চেয়ারখানা—টেনে নিন্‌ না, টেনে নিন্‌ !"

আপন ঘরে এরূপে অভ্যর্থিত হওয়ায় বৃন্দাবন বিলক্ষণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। যন্ত্রচালিতের মত যুবকের নির্দ্দেশিত চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া হতভম্বের মত বসিয়া পড়িল। যুবক বেশ উৎসাহের সহিত কহিল, "আজ আকাশটা বেশ পরিষ্কার আছে, চলুন খানিক বেড়িয়ে আসা যাক্‌।"

আশ্চর্য্য লোকটির আশ্চর্য্য ব্যবহারে উত্তরোত্তর অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বৃন্দাবন কহিল, "মাপ ক'রবেন, ম'শায়ের সঙ্গে পরিচয় এই প্রথম—"

বাধা দিয়া যুবক কহিল, "বিলক্ষণ, এই পাঁচ-পাঁচটা মিনিট ম'শায়ের বিছানায় শুয়ে কাটালুম, তবু বল্‌ছেন অপরিচিত। মাপ্‌ করুন মশাই, আপনি লোকটা বড় খুঁৎখুঁতে।"

অন্তরে রীতিমত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেও সে ভাব দমন করিয়া বৃন্দাবন কহিল, "আমিও মশাই আপনারি মত স্পষ্ট বক্তা। মাপ ক'রবেন, আপনি লোকটি বড় বেয়াড়া-বজ্জাৎ।"

সহসা লাফাইয়া উঠিয়া যুবক বৃন্দাবনের স্কন্ধে সশব্দে একটি চপেটাঘাত করিয়া কহিল, "জহুরী, জহুরী মশাই, আপনি নেহাত জহুরী। হাতে হাত দিন।"

অবাক্-বিস্ময়ে বৃন্দাবন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যুবকের ব্যবহারে ঠিক ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত কি পরিহাসে উড়াইয়া দেওয়া উচিত, তাহা বুঝিতে পারিল না। যুবক তাহার হাত ধরিয়া সবেগে নাড়া দিতে দিতে কহিল, "আসুন আসুন, সেক্‌হ্যাণ্ড করা যাক্। নিন্, চট্ ক'রে এইবার জামাটা গায়ে দিয়ে নিন্। কোন্‌টা প'রবেন—এই সার্ট-টা, না এই কোট-টা। আমার মতে এই পাঞ্জাবীটাই পরা উচিত। হ্যাঁ, জুতোটা কোথায় রেখেছেন, আসুন আর দেরি করে না।"

বৃন্দাবন যন্ত্র-চালিতের মত লোকটির অনুগমন করিতে করিতে কহিল, "আমরা যাচ্ছি তাহ'লে কোথায় ?"

যুবক ব্যস্তভাবে কহিল, "উপস্থিত রাস্তায়, তারপর বিচারে যা হয়, আসুন। উঃ, বেজায় লেট হ'য়ে গেল।"

মেসের বাহিরে সুন্দর একখানি মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। ব্যস্ত-ভাবে যুবক বৃন্দাবনের হাত ধরিয়া তাহাতে উঠিল।

বৃন্দাবন কিন্তু এত সহজে তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না। সহসা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কোথায় যাচ্ছি না বললে আমি এখান থেকে এক পাও নড়ছিনা।"

যুবক হাসিয়া কহিল, "এত ব্যস্ত-বাগিশ কেন বলুন তো? বলবার জন্যই তো এনেছি। এমন একগুঁয়েমি করে—ছিঃ! পাঁচজনের নজর আমাদের দিকে আসবে, সেইটেই কি ভাল। কেলেঙ্কারী ক'রবেন না, চলুন।"

বৃন্দাবন কহিল, "এমন ভুতের মত কতক্ষণ ঘাড়ে চেপে থাক্‌বেন বলুন তো?"

হো হো করিয়া হাসিয়া যুবক কহিল, "আপনার অনুমানটা কি রকম!"

বৃন্দাবন কহিল, "জন্মে নামবার মত তো দেখ্‌ছি না।"

যুবক পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে কহিল, "ঠিক ব'লেছেন। আপনার মত মনের মানুষ এতদিন আমার জোটে নি।"

বৃন্দাবন কহিল, "বলি শনি মশাই, একটু র'য়ে ব'সে চাপলে হ'ত না?"

যুবক গম্ভীর হইয়া কহিল, "তা কি ক'রে হয়, শুনেছি, ছাড়া পেলে আপনি শীগ্‌গির ধরা দেন না। লোকটা মিথ্যে বলে নি—কাজেও তা বুঝ্‌ছি।"

বৃন্দাবন বলিল, "আমার ওপর এত দয়া, সে লোকটি কে?"

যুবক মাথা চালিয়া কহিল, "উঁহু, তা ব'ল্‌তে পার্‌ব না। তাহ'লে বেত খেতে হবে।"

বৃন্দাবন পরিহাসমাখা কণ্ঠে কহিল, "তাহ'লে আপনাকে বেত লাগায়, এমন লোকও আছে।"

যুবক কহিল, "আছে বই কি, বাবার বাবা সব জায়গাতেই আছে।"

কথায় কথায় তাহারা রেস-গ্রাউণ্ডে আসিয়া পৌঁছিল, যুবক তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক অতীত হইতে চলিল, তথাপি যুবক ফিরিল না। "আপদ গেছে" বলিয়া আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া বৃন্দাবন পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া চলিল। একজন চাপরাশি নিকটে আসিয়া

নম্রভাবে তাহার গমনে বাধা দিল। আশ্চর্য্য হইয়া বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?"

আবার বিনিতভাবে সেলাম দিয়া চাপরাশি কহিল, "গর্ল্-এণ্ড হেরিসন্ কোম্পানির মালিক আপনাকে যেতে মানা করেছেন বাবু।"

বৃন্দাবন অবাক হইয়া লোকটার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ঠিক এই সময় আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত যুবক হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া কহিল, "দেরি দেখে একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন বুঝি?"

আঁধার-ঘেরা মুখ তুলিয়া বৃন্দাবন কহিল, "ব্যাপার কি বলুন তো? এ রকম ক'রে একটা লোককে নজর-বন্দী ক'রে রাখার মানেটা কি?"

যুবক হাসিয়া কহিল, "আপনি নজর-বন্দী মোটেই না, তবে স্নেহের বন্দী বটে।"

উত্তেজিত বৃন্দাবন বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "জিজ্ঞাসা করি, এটা বৃটীশ রাজ্য না আর কিছু?"

যুবক হাসিয়া উত্তর দিল, "বৃটিশ-রাজ্য যে তাতে কোন সন্দেহ নাই। আপাততঃ চলুন, বায়স্কোপে যেতে হবে।"

অনিচ্ছা বিরক্তিতে বৃন্দাবন মোটরে উঠিয়া একপার্শ্বে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া যুবক মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কিন্তু আর অধিক বিরক্ত করিল না।—বায়স্কোপের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিল। যুবক চঞ্চল-দৃষ্টিতে একবার রিষ্ট-ওয়াচটার দিকে চাহিয়া কহিল, "আধঘণ্টা সময় আছে। চলুন, একটু জল-টল খেয়ে নেওয়া যাক্।"

বৃন্দাবন মাথা চুলকাইয়া বলিল, "কিন্তু।"

যুবক কহিল, "আবার কিন্তু কি!"

বৃন্দাবন চক্ষু নত করিয়া কহিল, "টাকা তো আনিনি! আমার দেখা হবে না, আমি চ'ল্লুম!"

যুবক হাসিয়া কহিল, "ভয় নেই, দান গ্রহণ কত্তে হবে না, পাশ আছে, আর খাওয়ায় যদি কিন্তু হন, যাবার মুখে নয় নিয়েই যাব।"

'লা-মিজারেব্লের' বৈচিত্রতা পূর্ণ ঘটনাবলী দেখিতে উৎসুক নর নারীতে সেদিন বায়স্কোপের সকল আসনই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। একটা স্পেসাল বক্স চাবি বন্ধ ছিল। চঞ্চল উৎসুক নয়নে একবার জনতার দিকে চাহিয়া যুবক কহিল, "বেজায় ভিড়, এখানে বসবার সুবিধা কৈ দেখছি না। দাঁড়ান, ওই বক্সটার চাবি খুলিয়ে নেওয়া যাক্।"

আশ্চর্য্য ভঙ্গীতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বৃন্দাবন কহিল, "পাশে এতটা আব্দার সইবে!"

যুবক উদাসভাবে কহিল, "দেখাই যাক্ না, সয় কিনা!"

যুবক চলিয়া গেল। বৃন্দাবন খোলা বারান্দাটায় পায়চারি করিতে লাগিল।

অভিনয়ান্তে বৃন্দাবন যুবকের দিকে ফিরিয়া কহিল, "আপনাকে আমি চিন্‌তে পারলুম না।"

যুবক কৃত্রিম বিস্ময়ের ভঙ্গিতে কহিল, "সেকি, মোটেই নয়!"

গম্ভীরকণ্ঠে বৃন্দাবন কহিল, "ভেবেই দেখুন না, ধরা দিচ্ছেন কি?"

যুবক সুর টানিয়া কহিল, "কেন, আমি যে শনি!"

বৃন্দাবন লজ্জিতভাবে কহিল, "আপনি মহৎ, তাই আমার সে অপরাধ গায়ে মাখেন-নি। এত বড়লোক হ'য়ে—"

বাধা দিয়া যুবক উচ্চহাস্যের সহিত কহিল, "বাহবা, আপনি বেশ বক্তৃতা দিতে পারেন দেখছি। আমি খুব বড়লোক, না? আপনার চেয়ে হাত-দেড়েক উঁচু হবো!"

হাসিবার চেষ্টা পাইয়া বৃন্দাবন কহিল, “তাঁর চেয়েও বড়।”

বিস্ফারিত নয়নে যুবক কহিল, “বলেন কি, তাহলে একটা তাল গাছ্-বিশেষ বলুন ?”

বৃন্দাবন কহিল. “পরিহাসে আর ভুল্ছি না। গল্ হেরিসন কোম্পানির চাপরাশি যার একটা কথায় মরে বাঁচে, বায়স্কোপের ম্যানেজার যার হাতের মুটোয়, তাকে সামান্য কেউ-কেটা প্রমাণ ক'রলেই আমি মেনে নেব !”

যুবক হাসিয়া কহিল, “তারা মাইনে খায়, তাই মানে। তা নিয়ে বন্ধু বিচ্ছেদ, এটা কিন্তু নেহাৎ অবিচার।”

বৃন্দাবন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, “বলেন কি, মাইনে খায় ?”

যুবক কহিল, “কারবার ক'র্তে গেলেই লেকের দরকার। ঘোড়দৌড়ে, গল্ এণ্ড হেরিসন নাম দিয়ে টিকিট বেচি, কাজেই লোক রাখতে হ'য়েছে। এখানেও তাই।”

আশ্চর্য্য নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া বৃন্দাবন কহিল, “জুটো কারবার !”

যুবক হাসিয়া কহিল, “ক্রোর-ছয়েক টাকা খাটাতে গেলে, তার কমে হয় না।”

বৃন্দাবন গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, “আমায় এসব কথা বলা ভাল হচ্ছে না।”

যুবক হাসিয়া কহিল, “অংশীদারের কাছে কিন্তু কোন কথা লুকোনোও অন্যায়।”

অবাক্ হইয়া খানিক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বৃন্দাবন কহিল, “কি ব'লছেন আপনি ?”

যুবক কহিল, “ঠিকই বল্ছি, আজ থেকে আপনি আমার শৃঙ্খ বথরাদার।”

বৃন্দাবন পশ্চাতে পার্শ্বে অন্য কোন ব্যক্তির প্রতীক্ষায় চাহিল, কিন্তু কাহাকেও না দেখিয়া উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল "কাকে বল্‌ছেন, আমায় ?"

"হ্যাঁ। আমি একলা আর পেরে উঠ্‌ছিনা। সব দিকে চোক রাখতে গিয়ে, কোন দিকই দেখা হচ্ছে না। তাই আপনাকে সহকারী চাই।"

বৃন্দাবন কহিল, "কিন্তু আমি তো অপরিচিত। আমি যে বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'র্‌ব না তার প্রমাণ কিছু পেয়েছেন ?"

যুবক এবার পূর্ব্বের কৌতুকপূর্ণ স্বর ফিরাইয়া আনিয়া কহিল, "জামিন আছে হে, জামিন আছে। ব্যবসাদার লোক আগু পিছু না ভেবে কাজে নামে ?"

(২১)

দিনকতক পরে একখানা মনি অর্ডারের ফরম্ হাতে লইয়া বৃদ্ধ হরদয়াল পুঁটীর সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমার টাকা সে চায় না পুঁটী। এই মণিঅর্ডার ফেরত দিয়েছে।"

খানিক স্তম্ভিতভাবে বসিয়া থাকিয়া পুঁটী সান্ত্বনাদান ছলে কহিল, "হয়তো সেথায় নেই দাদু, তাই ফেরত এসেছে।"

দর্পভরে ফরম্‌খানা পুঁটীর সম্মুখে আগাইয়া ধরিয়া বৃদ্ধ কহিল, "আমায় কি তোরা বোকা পেয়েছিস্ ? দেখ দেখি, এটায় লেখা কি ? পোষ্ট-আফিসের লোকে যে স্পষ্ট লিখে দিয়েছে, 'মালিক লইতে না চাওয়ায় ফেরত দিলাম।' তার কি।"

কি জবাব দিবে স্থির করিতে না পারিয়া পুঁটী মাথা নীচু করিয়াই

চাল্‌তা কুটিতে লাগিল। খানিক শুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ আপন মনে বলিতে লাগিল, "বেশ তো, না নিলে আমারই ভাল। টাকা বেঁচে গেল। কত কষ্টে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার হয়, এবার দেখুনই না। কাজ কি আমার খরচা নিয়ে।"

তথাপি পুঁটী জবাব দিতে পারিল না। কথার মার-পেঁচে পাছে বৃদ্ধ অধিক চটিয়া যায় ভাবিয়া চুপ করিয়াই রহিল। বৃদ্ধ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "চললুম আমি, দেখে নেব। এত কারসাজী, পোষ্ট অফিসের লোকের! ডাকুরা পয়সা নিয়ে জুচ্চুরী করে। কেন, এক দিনের বেশী কি ফেলে রাখতে পারলে না! সে যে অভিমান ক'রে নিতে চাইচে না, এটা বোঝবার মত বুদ্ধি কি কারুর ঘটে এলনা! দুদিন বাদে রাগ পড়লে নিজেই সেধে নিয়ে যেতো। দেখছি বদমায়েসরা কত বড় লোক।"

উত্তেজনা বশে বৃদ্ধ বাহির হইয়া গেল। থাকমণি আসিয়া কহিল, "এক চাল্‌তা কুটতে সারাদিন লাগিয়ে-দিলি লা পুঁটি, এমন কাজের মেয়ে হ'য়েছিস্ তুই?"

হাতের বঁটি ফেলিয়া দিয়া পুঁটী কহিল, "পারব না বাপু অমন ক'রে, তুমি নিজেই কুটে নাও।"

অবাক্ হইয়া থাকমণি কিয়ৎকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তোর আবার হ'ল কি?"

আসন্ন-বর্ষণ-মুখ নয়ন অন্যদিকে ফিরাইয়া লইয়া পুঁটি কহিল, "হবে আবার কি, পারব না আমার খুসি!"

বঁটিটা টানিয়া লইয়া নিজেই কুটিতে কুটিতে থাকমণি কহিল, "পোড়া মেয়ে, দাদুর আস্কারা পেয়ে দিন দিন ধিঙ্গী হ'চ্ছেন! ইচ্ছে করে—"

বাধা দিয়া রক্তমুখে পুঁটী কহিল, "ইচ্ছেটা মনে রেখে কাজ কি, মিটিয়ে নাওনা, এই তো সাম্‌নেই ব'সে রয়েছি।"

ঝুঁটি ধরিয়া সম্মুখের দিকে টানিয়া ফেলিয়া, দুম্ করিয়া পিঠে এক কিল্ বসাইয়া দিয়া থাকমণি গর্জ্জন করিয়া কহিল, "আবার চোপ্‌রা হারামজাদী, আবার চোপ্‌রা !"

এই সময় বাটী প্রবেশ করিতে করিতে বৃদ্ধ হরদয়াল হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "দিয়ে এসেছি, পুঁটী, ফের মনিঅর্ডার ক'রে এসেছি। শালারা যেমন তেঁদড়,—এ কি মা, ওকে মাল্লে ?"

থাকমণি কহিল, "মারব না ? মুখে মুখে জবাব ক'রবে ? এক চাল্‌তা কুটছে সাত ঘণ্টা ; ব'লেছি তো বঁটি ফেলে উঠে গেলেন। মেয়ের এত কেন।"

সম্মুখের কোটা-চাল্‌তাগুলা উঠানে ছড়াইয়া দিতে দিতে বৃদ্ধ কহিল, "ফেলে দাও ও পোড়া অম্বলের ঘর গুলকে। কতদিন বারণ ক'রেছি, তবু শুনবে না, টেঁকের পয়সা খরচ ক'রে এ রোগ ডেকে আনা কেন ?"

কিন্তু নিজেই যে সেদিন প্রাতে উঠিয়া চাল্‌তা দিয়া ডাল খাইবার প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহা একেবারেই ভুলিয়া গেল। কথাটা স্মরণ হওয়ায় পুঁটী তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল, "ফেল'না দাদু, ফেল' না। একটু অম্বল না হ'লে কি খাওয়া যায় ! তুমি যেমন ? মা তো মারেনি, আদর ক'রে একটা আল্‌তো কিল্ ব'সিয়ে দিয়েছে। এখুনি রান্না হ'য়ে যাবে, এই বেলা তুমি নেয়ে এসো।"—

বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া পুঁটী তেল ও গামছা আনিতে গেল। তাহার গমন পথের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া বৃদ্ধ দাওয়ার উপর আনমনে বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

স্নান করিয়া ফিরিতে দেরী হইল দেখিয়া, থাকমণি কন্যাকে দেখিতে পাঠাইয়া দিল। পুঁটী পুকুর ধারে আসিয়া দেখিল, বৃদ্ধ চুপ করিয়া পাড়ে বসিয়া জলের দিকে চাহিয়া আছে। তখনও জলে নামা হয় নাই। পুঁটী নিকটে আসিয়া কহিল, "সেই কখন এয়েছ দাদু, এখনো চান করনি! উদ্দ্ক উঠবে যে।"

বৃদ্ধ তাহাকে ইঙ্গিতে চুপ করিতে বলিয়া নিকটে ডাকিল। সরিয়া আসিয়া পুঁটী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছ?"

বৃদ্ধ নীরবেই অঙ্গুলী সঙ্কেতে জলের দিকে দেখাইল। খানিক এদিক ওদিক চাহিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া পুঁটী কহিল, "কই, কোথায় কি, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছিনা।"

ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলী তুলিয়া বৃদ্ধ কহিল, "চুপ্—আস্তে। ওই যে জাঁত-কাঠটার ধারে চেয়ে দেখ্। এই নে, এই খানটায় ব'স্, দেখতে পাবি।"

বৃদ্ধের নিয়োগ অনুযায়ী বসিয়া পুঁটী জলের দিকে চাহিল। পরে পূর্ণ উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ওঃ, কি বড় মাছটা গো দাদু!"

বৃদ্ধ তাহাকে নাড়া দিয়া বলিল, "চুপ্। পালিয়ে যাবে যে, অত চীৎকার করে! ওটাকে চিনিস পুঁটী?"

পুঁটী অবাক হইয়া মাথা নাড়া দিয়া বলিল, "কৈ, না ত!"

বৃদ্ধ কহিল, "সে কি রে! ওইটেই যে বৃন্দাবনের সেই মাছটা! সেই যে অনেক দিন আগে আমার কথায় ছেড়ে দিয়েছিল!"

পুঁটী মুখ ফিরাইয়া কহিল, "সে কত কালের কথা, এখন কি সে মাছ আছে? কবে জালে উঠে গিয়েছে।"

বৃদ্ধ চঞ্চল নয়নে চাহিয়া কহিল, "না রে, তুই জানিস্ না। ওটা সেই মাছটাই বটে, আমি কত দিন থেকে দেখে আসছি।"

২২

সেদিন অপরাহ্নে বৃদ্ধকে একটু প্রফুল্ল দেখিয়া, থাকমণি নিকটে আসিয়া বলিল, "লোকের কাছে তো আর মুখ তুলতে পারা যায় না বাবা!"

জিজ্ঞাসু নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিল, "কেন, হয়েছে কি?"

থাকমণি কহিল, "সবাই বলে, অত বড় মেয়ে ঘরে রেখে মাগী পেটে ভাত দেয় কি ক'রে।"

সহসা গম্ভীর হইয়া বৃদ্ধ কহিল, "কি করি বল, ইচ্ছে ত ছিল, সামনের নগনটাতেই ওদের চার হাত এক ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। কিন্তু কাজে তা হ'ল কৈ। বিধি যে বাদ সাধ্‌লে।"

থাকমণি কহিল, "তার খোঁজও তো নিলে না বাবা!"

বৃদ্ধ চঞ্চল হইয়া কহিল, "আর কি ক'রে খোঁজ নিতে হয় শুনি? গিয়ে অবধি পাঁচ-পাঁচ খানা চিঠি দিয়েছি, জবাব নেই। দু' দুবার মনি-অর্ডারে টাকা পাঠালুম; আমার খোঁজের আর কসুরটা কোথায়?"

থাকমণি বলিল, "একবার গেলে হ'ত না?"

বৃদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "কি, আমি যাব তার খোসামুদি কর্ত্তে? না, কখনই নয়। এতে ফিরতে হয় ফিরুক্, নইলে যে চুলোয় গেছে সেই চুলতে থাক্।"

জিভ্ কাটিয়া থাকমণি ষাট্ ষাট্ বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধও কিছু নরম হইয়া কহিল, "না আমি যাবনা। এতে তোমরা আমায় যত খুসি নিষ্ঠুর ঠাওরাও গে।"

কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব রহিল। আঁচলের ফুঁপি টানিতে টানিতে থাকমণি কহিল, ও পাড়ার হাবু ব'লছিল, পদ্মপুরে কে নাকি একটী পাত্র আছে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই থাকমণি আড়নয়নে একবার বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু তাহার মুখে কোন ভাব বৈলক্ষণ না দেখিয়া ধীর কণ্ঠে বলিয়া চলিল, "শুনলুম, সেটার নাকি একটা বিয়ে হ'য়েছিল। এক ছেলে রেখে পরিবার মারা গেছে।"

গম্ভীর কণ্ঠে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "বয়স কত ?"

আশ্বাসিত কণ্ঠে থাকমণি কহিল, "শুনলুম, বয়স তেমন বেশী হয়নি। আমাদেরই পাল্টি ঘর।"

বৃদ্ধ বলিল, "তবু আন্দাজ পঞ্চাশ যাট্ হবে ?"

স্বরে কিছু বৈলক্ষণ দেখিয়া ভীত হইয়া থাকমণি কহিল, "আমার ঠিক জানা নেই। হাবু ব'লছিল, তোমার মেয়েটী বেশ বড় সড় হ'য়ে উঠছে দিদি, দাও না।"

বৃদ্ধ সক্রোধে ডাকিল, "পুঁটী ?"

দূর পেয়ারা-তলা হইতে চীৎকার করিয়া পুঁটী উত্তর দিল, "যাই দাদু !"

কোঁচড়ে কতকগুলো পেয়ারা লইয়া একটা আধ-পাকা পেয়ারা কামড় দিতে দিতে পুঁটী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ রোষ ভরে গর্জ্জন করিয়া কহিল, "তুই বুড়' মেয়ে, এ পাড়া ও পাড়া ঘুরে বেড়াস্ কেন বল্‌তো ?"

অবাক হইয়া পুঁটী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! দাঁত খিঁচাইয়া বৃদ্ধ কহিল, "চেয়ে রইলেন, যেন কিছুই জানেন না !"

মাতাকে মধ্যস্থ মানিয়া পুঁটী কহিল, "কৈ, আমি আবার কোন্ পাড়ায় গেছি, বলনা মা!"

কর্কশ কণ্ঠে বৃদ্ধ কহিল, "যাসনি তো হাবু দেখলে কি ক'রে। এদিকে মস্ত মাগী হ'য়ে উঠেছিস তার হুঁস আছে; তবু পাড়া বেড়ান ঘুচ্‌লনা। এবার গেলে গলা টিপে দূর ক'রে দেব। আর তাও বলি, ও বড় হ'য়েছে কি ছোট হ'য়েছে, হাবুর তাতে কি? আজ দু'বছর টাকা নিয়ে রেখেছে, সুদ দেবার নামটী নেই—দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি!"

থাকমণি বলিল, "লোকে যা দেখে তাই বলে। তার জন্যে তাকে দোষ দেওয়া চলে না।"

মা ও দাদুর কথার ঠিক্ ঠিক্ ভাবটা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পুঁটী লাজ-রাঙা-মুখে থাওয়া-পেয়ারাটা ক্রমাগত আঙ্গুল দিয়া খুঁটিতে লাগিল। পার্শ্বে পতিত কঞ্চি গাছটা তুলিয়া লইয়া সপাৎ করিয়া ভূমে আঘাত করিয়া বৃদ্ধ কহিল, "বুড়ো বর তৈরি হ'য়েছে, যেতে হবে। তোর মা'র ভাত জল মুখে তোলা ভার হ'য়েছে। না বিইয়ে ছেলের মা হ'চ্ছিস্, তবু তোর আক্কেল হবে না!"

পুঁটী 'ম্যা' বলিয়া জিভ্ বাহির করিয়া ভেংচি কাটিল। বৃদ্ধ হাসিয়া কহিল, "আমায় ভেংচালে কি হবে! তৈরী হ, নিতে আসে এই। শোনো থাকো, তোমার মেয়ে যত বড়ই হ'ক্, আর তোমার মুখ দিয়ে যত ভাত জল রুচুক না রুচুক, বিন্দে ছাড়া ওকে আর কারুর হাতে দেবনা। এতে যদি চিরকুমারী থাকে, তাও স্বীকার।"

তখনকার মত কোন কথা কওয়া উচিত নয় বুঝিয়া, থাকমণি ধীর পদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল। বৃদ্ধ পুঁটীকে টানিয়া আনিয়া কহিল, "এত পেয়ারা কোথায় পেলি রে পুঁটী! দেনা একটা খেয়ে দেখি।"

পুঁটী লাজনমিত মুখটা দাতুর কোলে লুকাইয়া রাখিয়া কহিল, "আমি কোথাও বিয়ে কোরবো না দাদু, মাকে ব'লে দিও।"

উচ্চহাস্যের সহিত বৃদ্ধ কহিল, "আমিই বা তোকে ছাড়ব কেন লো, এ বুড়ো বয়সের আশ্রয় তুই, তোকে হারিয়ে শেষে কি পথে দাঁড়াব। না না, তুই আমার—আমারি থাক্‌বি। দেখি কোন্ পেয়ারাটা মিষ্টি! এইটে নয়?"

কথাটা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে হরদয়াল দু'হাতে পুঁটীর মুখ তুলিয়া চুম্বন করিল। পুঁটী ত্বরিতে দাতুর কোলের মধ্যে আবার মুখ লুকাইতে লুকাইতে কহিল, "যাও, তুমি বড় এ!"

খানিক পরে মুখ তুলিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া পুঁটী কহিল, "তাহ'লে ওই কথাই রইল দাদু, কেমন—এ্যাঁ।"

আগ্রহ দেখিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া কহিল, "কি কথা রে ভাই?"

পুঁটী আলস্য ভাঙ্গিয়া কহিল, "এ-ই—আমার—কো-থা-ও—বিয়ে দেবেনা। কেমন, এ্যাঁ? বলনা।"

বৃদ্ধ তাহার গাল ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, "কোথাও নয় রে দিদি, এক বৃন্দাবন ছাড়া, কি বলিস্?"

মুখ ঘুরাইয়া পুঁটী কহিল, "যাও, আমি জানিনা।"

([illegible])

"হতচ্ছাড়া বড়লোক হ'য়েছে, জান্‌লি পুঁটী! আমার পয়সা আর নেবেনা। বেশ, আমিও আর সাধ্‌বোনা।" কলিকাতার মত স্থানে বেচারা বৃন্দাবন অভিমান বশে খরচার টাকাটা ফেরত দিয়া বড় কষ্টেই কাটাইতেছে ভাবিয়া বৃদ্ধ হরদয়াল পুনরায় মণিঅর্ডার করিয়াছিল।

আজ সেই অতি যত্ন বিবেচনার টাকাটা ফেরত পাইয়া মর্ম্ম-যন্ত্রণা-কাতর বৃদ্ধ হরদয়াল উন্মত্তের মত গম্ভীরকণ্ঠে উপরোক্ত কথাগুলি বলিল। খানিক নির্ব্বাক থাকিয়া পুঁটী কহিল, "মানুষ কেন যে এমন করে, তা ত' বুঝি না।"

বৃদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "পিঁপড়ের পালক উঠেছে, এ আর বুঝলি না! খাইয়ে দাইয়ে আগাছাব মাথা তুল্‌তে শিখিয়েছি, আর আমি কে, হবেই তো; কলির ধর্ম্ম।"

পুঁটী নীরবে মাথা নীচু করিয়া রহিল। বৃদ্ধ ধমক দিয়া কহিল, "বড় চুপ ক'রে রইলি যে, বাপের বেটি হ'স্ তো সামনা-সামনি তার দিক্ টেনে দু'কথা বল? ও মনে মনে গাল মন্দ দেওয়ার চেয়ে স্পষ্ট মুখে বলা ভাল।"

নতচক্ষু তুলিয়া পুঁটী কহিল, "আমি কারুর দিক্ টানিনি দাদু!"

বৃদ্ধ পূর্ণ উত্তেজনায় কহিল, "আঃ, মেয়েগুলো এত মিথ্যেও ব'লতে পারে! দেখলুম নিশ্বেস ফেল্‌লি, তবু বল্‌বি টানিনি—গাল দেইনি!"

পুঁটী ছলছল নয়নে কহিল, "নিজের পোড়া কপালের কথা ভাবছি দাদু, তাতেই যদি নিশ্বেস প'ড়ে থাকে। তোমায় গাল দিতে পারি!"

বৃদ্ধ কহিল, "কেন পার্‌বিনি, শুনি? আমি তোর কে? পাতান সম্পর্ক বইতো নয়! সেই তোর আপনার। তার ব্যাভারে হাড়েনাড়ে পুড়ে তোর কাছে জানাতে এলুম, আর তোর হ'ল কিনা অদৃষ্ট ভাববার সময়। কেন, কিসের পোড়া কপাল, শুনি! আমি তোকে কোন্ কষ্টটা দিয়েছি বল্।"

পুঁটী নীরব রহিল! বৃদ্ধ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, বল্‌বার থাক্‌লে তো ব'লবি। তোরা সবাই নিমক্‌হারাম্। আমার যেমন মরণ, সন্ধ্যা-বেলায় যত নিমকহারামের দল জুটিয়ে গেছি সংসার পাত্‌তে। কেন

বাপু, কি দরকার, নিজের যারা রইল না, পরের নিয়ে এ টানাটানিতে লাভ কি ?"

বৃদ্ধের নয়নে ধারা গড়াইয়া পড়িল। ত্রস্তে উঠিয়া আসিয়া স্বীয় অঞ্চলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে পুঁটী কহিল, "দরকার কি দাদু পরের ভাবনা ভেবে। না নেয় র'য়ে গেল। আর পাঠিও না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে বৃদ্ধ কহিল, "কি, তুই ভেবেছিস্ আবার পাঠাব! কখ্খ'নো নয়। এই দিব্যি গেলে ব'ল্‌ছি, আর যদি তাকে টাকা পাঠাই, আমি যা নয় তাই। তুই দেখিস্ পুঁটী, এবার সেধে পায়ে এসে প'ড়লেও তার দিকে ফিরে চাইব না।"

ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া থাকমণি কহিল, "তা না দাও নেই দেবে, এত দিব্যি-দিলাসার দরকারটা কি, শুনি !"

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া কহিল, "আমার খুসি দোবনা। তোর বাবার কি ! সইতে না পারিস্, দূর হ'য়ে যা।"

থাকমণি কহিল, "আমি গেলেই যদি ছোঁড়া ফেরে ত যাই। বাড়ীর আপদ বালাই না থাকাই ভাল।"

দাঁত খিঁচাইয়া, বৃদ্ধ কহিল, "অমনি রাগ হ'য়ে গেল। বাপ্, পর পুষে যে এত যন্ত্রণা কোন্ শালা আগে জান্‌তো। এই নাকে-কাণে খৎ, এবার থেকে যদি পর-পোষার নাম মুখে আনি।"

থাকমণি কথা কহিল না। বৃদ্ধ বলিল, "সব চুপ্ চাপ্। এ সময় একটা কথা ব'লে যে মান রাখবে, এমন কেউ নেই। যত দুধ-কলা দিয়ে হ'য়েছে আমার কালসাপ পোষা।"

পুঁটী নত দৃষ্টিটা হঠাৎ তুলিয়া কহিল, "আমি বলি কি, একবার গেলে হ'তনা দাদু !"

চীৎকার করিয়া বৃদ্ধ কহিল, "কেন, কেন বল্‌ত। সেই পোঁটা-

চুন্নির বেটা চন্নন বিলেসের পায়ে তেল দিতে যাব, আমি! দায় কেঁদেছে। আঃ, কি রস গো। থাকতে না পারিস্, সইতে না পারিস্ নিয়ে যা।"

ধীরকণ্ঠে পুঁটী কহিল, "গেলে কিন্তু ভাল হ'ত দাদু।"

দাঁত খিঁচাইয়া বৃদ্ধ কহিল, "কিসে—শুনি! আড়াল থেকে জুতো মারছে, সেটা বুঝি পছন্দ হ'চ্ছে না। সামনে গিয়ে জুতো খেয়ে আসি, তাই ইচ্ছে। আঃ, কি আমার সুহৃদ গো!"

থাকমণি বলিল, "নিজে নাই গেলেন, একটা লোক—

বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ কহিল, "বোয়ে গেছে। ইচ্ছে হয় তুমি পাঠাও গিয়ে। আঃ, আমার হয়েছে ঘরে বাইরে আপদ। আচ্ছা, কেন যাব—শুনি?"

থাকমণি বলিল, "সে অভিমানী ছেলে, তাই বলা। তুমি গেলে কিন্তু গোলে জল হয়ে যেত। সত্যি সে কিছু এমন একগুঁয়ে নয়।"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া বৃদ্ধ কহিল, "ওঃ, তিনি অভিমানী ত আমার বড় দায়টা। অভিমান নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে থাকগে। আমি কিছুতেই যাব না। যাবনা—যাবনা—লোক পাঠাব না।"

কথাগুলা শেষ করিয়াই বৃদ্ধ বাটির বাহিরে চলিয়া গেল। মা ও মেয়ে নীরবেই বসিয়া রহিল। খানিক পরে ব্যস্ত-সমস্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধ পূর্ণ উত্তেজনায় বলিয়া উঠিল, "বলি আজ ব্যাপার কি বল্‌ত! মায়ে ঝিয়ে মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে ব'সে থাক্‌লেই আমার পেট ভরবে, রান্না চড়াতে হবে না, কেমন?"

নিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে থাকমণি কহিল, "এত সকাল কোন' দিন খান্ না খেয়েছেন? সবই আপনার অদ্ভুত।"

বৃদ্ধ কর্কশকণ্ঠে কহিল, "অ ব'লবি বই কি, আমি ভূত! যত ভাল তুই আর তোর মেয়ে।"

থাকমণি কহিল, "আমি কি তাই ব'ল্লুম; এ যে আপনার অন্যায় রাগ করা।"

বৃদ্ধ কহিল, "তা হবে বইকি, বুড়ো হ'য়েছি, এখন আমার সবই অন্যায় বলি—ভাত দু'টি পাব, না নিজেকেই হাঁড়ি ঠেল্‌তে হবে।"

বিস্ময়ভরে থাকমণি কহিল, "এত সকালেই খাবেন?"

গম্ভীরমুখে বৃদ্ধ উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

পুঁটী সহসা মুখ তুলিয়া কহিল, "ক'লকেতা যাবেন বুঝি!"

চঞ্চলনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিল, "বোয়ে গেছে আমার সেথায় যেতে। জেলায় একটা মোকর্দ্দমা আছে, পাঁচজনে ধ'রেছে, তাই তার তদ্‌বির কর্ত্তে যাব। পাঁড়ায় থাকতে গেলেই লোকের বিপদ আপদ দেখতে হয়।"

ইহার পর কেহ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পুঁটী ত্রস্তে রান্নাঘর নিকাইয়া উনানে আগুন দিল। একটা ডুব দিয়া আসিয়া থাকমণি দু'পাকায় ডাল ভাত চড়াইয়া দিয়া তরকারীর জোগাড়ে বসিল।

যাইবার পূর্ব্বে পুঁটীর দিকে চাহিয়া হরদয়াল বলিল, "তোর কি কি চাই পুঁটী? পার্সি সাড়ী একখানা, কেমন?"

খানিক অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুঁটী হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "এই যে ব'ললে, ক'লকেতা যাবে না, দাদু!"

বৃদ্ধ মুখটা অন্যদিকে ঘুরাইয়া লইয়া কহিল, "কে যাচ্ছে ক'লকেতায়?"

পুঁটী হাসিয়া কহিল, "তবে যে আমার কি চাই না চাই জিগুস্‌ছ? এখানে পার্সি সাড়ী পাবে কোথায়?"

বৃদ্ধ গলা ঝাড়া দিয়া বলিল, "কেন পাবো না; জেলায় কত শত। তোর ক'খানা চাই বল।"

পুঁটী চুপ করিয়া রহিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিল, "যাচ্ছি মকদ্দমায়, হার জিৎ যা হয় একটা হবেই। জিত্‌লে কিন্তু সর্দ্দার কালীঘাটে মানসিক পূজো দিতে যাবে ব'লেছিল কিনা, যদি সঙ্গে টানে, যেতে হবে তো? আমার যদি দেরীই হয়, তোরা ভাবিস্ না।"

কথাটা বলিয়াই বৃদ্ধ নেহাৎ অপরাধীর মতই সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেল। পুঁটী ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া বলিল, "তার মন ফিরিয়ে দিও ঠাকুর। দাদুর স্নেহের প্রাণে আর বেশী ধাক্কা লাগতে দিও না! সে যেন ওর সঙ্গেই ফিরে আসে।"

(২৪)

অপরাহ্নে জিৎকুমার আফিস কক্ষে আসিয়া কহিল, "চলহে চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। এত খাটলে মানুষ বাঁচে।"

হাতের কলম না ছাড়িয়া বৃন্দাবন কহিল, "আপনি যান, আমার একটু দেরী আছে।"

জিৎকুমার হাসিয়া কহিল, "অদ্ভুত বাবা। তুমি এত কাজ-পাগ্‌লা কেন বল তো?"

এই সময় নির্ম্মলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "বেশ যা হ'ক, আমায় রাস্তায় বসিয়ে রেখে, আপনি বন্ধু নিয়ে জমে যাওয়া হ'য়েছে।"

জিৎকুমার হাসিয়া কহিল, "কি করি। তোমার কুটুরে-পেঁচা যে কিছুতেই বার হ'তে চান না। হয় না হয় জিজ্ঞাসা কর। এসে পর্য্যন্তই

তো টানানানি কচ্ছি। ওর আর ফুরোয় না। স্পষ্ট কথা—সূর্য্যির আলো সহ্য করা অভ্যাস নেই তো ?”

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, “কথাটা সত্যি বৃন্দাবনবাবু !”

আফিস-কক্ষমধ্যে নির্ম্মলার প্রবেশ অবধি বৃন্দাবন স্তম্ভিতভাবে বসিয়াছিল। এবার উত্তর দিবার মুখে মাথা চুলকাইয়া কহিল, “না, তা হাতের কাজ না সেরে কি ওঠা যায় ? কিন্তু আপনি—”

জিৎকুমার তাহার অর্দ্ধ সমাপিত কথার উত্তরে বলিল, “এ জীবনের কাণ্ডারীই যে উনি, তা বুঝি জানেন না ?”

মৃদু হাসিয়া নির্ম্মলা কহিল, “ওর কথা ষোল কড়াই কাণা, বৃন্দাবনবাবু। স্ত্রীলোক কোন দিন হাল ধ'রেছে, শুনেছেন ?”

বৃন্দাবন নীরবে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার হাত ধরিয়া টান দিয়া জিৎকুমার কহিল, “কিন্তু নিজে কাণে শুনেছ বৃন্দাবন, ঘরে ঢুকেই ধমকের বহরটা। গুটি গুটি বেরিয়ে পড়, নইলে আজ অদৃষ্টে অনেক ভোগ লেখা আছে।”

বৃন্দাবনের প্রাণের ভিতরটায় তখন সমুদ্রের তীব্র আলোড়ন স্পন্দন উপস্থিত হইয়াছিল। এই নির্ম্মলাই না আভার সহচরী, সুখ দুঃখের ব্যাথায় কাতরতায় সহানুভূতিকারিণী ! জিৎকুমার এর স্বামী ? তবে কি —আর তবে নয়, নিশ্চয়ই তাই। পত্নীর উপরোধ রক্ষা করিতেই জিৎকুমার আজ তাহার প্রতি এ অযাচিত দয়া-দান করিতেছে। বিনিময় —আর চিন্তা করিতে পারিল না। পূর্ণ আবেগভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “দোষ ক'রেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত দরকার। যাই, যত শীঘ্র পারি সেটা ক'রে ফেলিগে।”

কথাটা বলিয়াই উদ্‌ভ্রান্তের মত চঞ্চলচরণে বাহির হইয়া পড়িল। নির্ম্মলা ও জিৎকুমার স্তম্ভিত বিস্ময়ে আড়ষ্ট হইয়া পরস্পর মুখের দিকে

চাহিয়া রহিল। কেহ কোন কথা বলিতে বা বাধা দিতে পারিল না। খানিক এইরূপ অবস্থায় থাকিবার পর নির্ম্মলা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "কি হ'ল ?"

জিৎকুমার বিষণ্ণবদনে ফিরাইয়া কহিল, "ধরা পড়ে গেছ, আর কি !"

নির্ম্মলা ব্যস্তভাবে কহিল, "যাও ধ'রে আনো।"

মাথা নাড়িয়া জিৎকুমার বলিল, "আমার সাধ্যের বাইরে ; ওর কাছে কোন জালই খাটবে না।" নির্ম্মলা কহিল, "উপায়—সইয়ের কি হবে ?" জিৎকুমার কহিল, "আর একজন ত আছে।" উদাসকণ্ঠে নির্ম্মলা কহিল, "সেগুড়ে বালি, সই-এর সে চক্ষু-শূল। তার একটা কথার ভার সইতে না পেরে বিলেত যাওয়া ত বন্ধ হ'য়ে গ্যাছেই, তাছাড়া শুনছি নাকি, অসীমবাবু কোন গোঁড়া বৈষ্ণবের আখড়ায় গিয়ে নাম লিখিয়ে বসেছেন।"

জিৎকুমার উচ্চহাস্য করিয়া কহিল, "কেন, সেবাদাসীর সঙ্গে Free love ক'র্ত্তে কণ্ঠী বদলের যোগাড়ে না কি !"

নির্ম্মলা উষ্ণ হইয়া কহিল, "যাও, এ দুঃখের সময় হাসি ঠাট্টা ভাল লাগে না।"

জিৎকুমার নির্ম্মলার ধমকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বলিল, "কি জান, স্বভাবটা কি রকম বিদকুটে হয়ে গ্যাছে।"

বাধা দিয়া তিক্তকণ্ঠে নির্ম্মলা কহিল, "আঃ, ভাবইনা একটা কিছু।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ নির্ম্মলাকে টানিতে টানিতে জিৎকুমার কহিল, "সাধ করে যে বিশ্বের বোঝা মাথায় চাপিয়েছ তুমি, আমি চেষ্টা করে সেটাকে টেনে নামিয়ে নিতে পারবোনা। যাঁর কাজ তিনিই করবেন, চল আমরা যাই !"

ওদিকে অবসন্নহৃদয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে বৃন্দাবন যখন মেসের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বাহির গমনমুখী একটি যুবক নিকটে আসিয়া বলিল, "এই যে বৃন্দাবনবাবু, একটি লোক আপনাকে খুঁজছিলেন।"

কে জানে কেন বৃন্দাবনের প্রাণের মধ্যে হঠাৎ ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। বিষাদভরা নয়ন তুলিয়া সে কহিল, "কে, চেনা কি?"

যুবক উত্তর দিল, "না। বুড় মত একটি লোক; বোধ হ'ল গ্রাম থেকে নূতন এসেছেন। আপনার কথা খুঁটি-নাটি জিজ্ঞেস ক'চ্ছিলেন। চেহারা একহারা, বাঁ কাণের পাশে একটা জড়ুল আছে।"

ব্যস্ততার সহিত বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, "নাম—নাম কিছু ব'লেছেন?"

যুবক চিন্তাবিষ্ট কণ্ঠে কহিল, "বলেছিলেন বই কি! কি যেন হল—হল, না—না—হরদয়াল পাল। আপনার কেউ হন নাকি? একি! নাম শুনেই ছুটে পালান কেন? বুড়োও ঠিক অমনি ক'রেই ছুটে গিয়েছিল, ব্যাপার কি?"

(২৫)

বাড়ী ফিরিয়া বৃদ্ধ হরদয়াল কর্কশকণ্ঠে ডাকিল, "পুঁটী ও পুঁটী, শুনে যা?"

পুঁটী অগ্রসর হইয়া কহিল, "কি ব'লছ দাদু?"

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি গেলেই সে ফিরবে—আমায় মাথায় তুলে নাচবে—কেমন, নয়?"

অবাক-বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া পুঁটী কহিল, "কি হ'য়েছে?"

বৃদ্ধ ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "কি হয়নি আগে তাই বল্। বাবু গোলক-পুরী আঁধার ক'রে মথুরায় গিয়ে রাজা হ'য়েছেন।"

পুঁটী হাসিয়া কহিল, "বেশ তো। আপনি তো তাহ'লে রাজার দাদা হ'লেন।"

উগ্র ক্রোধে ঝঙ্কার দিয়া বৃদ্ধ কহিল, কিন্তু তুই যে রাণী হ'য়ে দেমাক ক'রে বেড়াবি, সেগুড়ে বালি ; সে তোকে চায় না।"

হঠাৎ বুকের মাঝে ব্যথার ঘা অনুভব করিলেও পুঁটী সে তাল সাম্‌লাইয়া হাসিমুখে কহিল, "বেশ তো, নাই হলুম রাণী, চিরকালটা চাকরাণী বৃত্তি ক'রে এসে, আজ রাণীগিরি কখন পোষায় ?"

দাঁত খিঁচাইয়া বৃদ্ধ কহিল, "তুই মর্ পোড়ারমুখি, আপদ চুকে যাক্।"

বৃদ্ধের পায়ের ধুলা মাথায় দিয়া পুঁটী কহিল, "এ ভর-সন্ধ্যেবেলায় সেই আশীর্ব্বাদই কর দাদু, তার আপদ বালাই নিয়ে আমি যেন শীগ্‌গীর যেতে পারি।"

হুম্‌কি দিয়া বৃদ্ধ তাহাকে মারিতে ছুটিল। "কি, এত বড় কথা বলিস্ তুই! আমি তোর মরণ ট'াক্‌বো ?"

শিশির-ভিজা পাপড়ীর মত নয়ন দুটি তুলিয়া পুঁটী কহিল, "বেঁচে থেকে দাদু কেবল তোমাদের ভাবনা বাড়াচ্চি। তার চেয়ে যাওয়াই ভাল।"

বৃদ্ধ গুম্ হইয়া দাওয়ার এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। ঠিক সেই সময়ে থাকমণি কাপড় কাচিয়া বাড়ী ফিরিল। কাঁখের জলপূর্ণ কলসীটা দাওয়ার উপর রাখিয়া গায়ের কাপড় সংযত করিয়া লইতে লইতে কহিল, "এখনো আলো জ্বালিস্‌নি পুঁটী ? এত বড় মেয়ে হলি, বুদ্ধি-সুদ্ধি হবে কবে ?"

বৃদ্ধ হুঙ্কার দিয়া কহিল, "বুদ্ধিটা সবারি সমান। ঠেলে-ঠুলে যদি না পাঠাতে, এতটা জ্বালা পোয়াতে হ'ত না!"

থাকমণি কহিল, "কেন, হ'য়েছে কি, বৃন্দাবন ভাল আছে তো!"

বৃদ্ধ কহিল, "ভাল খুবই আছে। চাকরী ক'চ্ছে, বিলেত যাবে, মেম বিয়ে ক'রবে—খারাপ কোন্‌খান্‌টায়!"

থাকমণি গম্ভীর হইয়া কহিল, "তোমার তো কথা, তিল্‌কে তাল করা। সেকি সেই ছেলে যে, বিলেত যাবে, মেম বিয়ে ক'রবে। আহা, চাকরী হ'য়েছে, হ'ক হ'ক। আমি আসছে পূর্ণিমেতে সত্য নারায়ণের পূজো দেয়াব।"

ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ কহিল, "সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের পিণ্ডিটাও চট্‌কাবার জোগাড় ক'রে রেখো। বিলেত যাচ্ছে যে, সে আবার পূজো-টুজো মানে।"

থাকমণি অবাক হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পুঁটী গলা ঝাড়িয়া কহিল, "যার যেখানে খুসি যাক্ না দাদু, আমাদের তাতে কি ক্ষেতি।"

খানিক গুম্ হইয়া থাকিয়া বৃদ্ধ হঠাৎ মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা। আমাদের তাতে কি ক্ষেতি। আমরা আর তার নাম মুখেও আন্‌ব না। কে সে, আগাছা বইত নয়। জল আন্ পুঁটী, পা ধুই।"

ঘণ্টা-খানেক পরে হাতের মালাটা হঠাৎ কোলের উপর ফেলিয়া বৃদ্ধ কহিল, "হাবুকে ডাকিয়ে পদ্মপুকুরের সেই পাত্রটির খোঁজ নেওয়া যাক, কি ব'ল থাক?"

মাতার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া পুঁটী কহিল, "সে হবে না দাদু, তার চেয়ে বরং আমার গ'লা টিপে মেরে ফেল।"

দাঁত খিঁচাইয়া থাকমণি কহিল, "কি ক'চ্চিস্ লা পুঁটী, বিয়ের কথায় একটু লজ্জা সরম নেই !"

পুঁটী গভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, "হিঁদুর ঘরে কবার বিয়ে হয় মা !"

থাকমণি অবাক হইয়া কহিল, "বিয়ে কি ব'র্লছিস্ পুঁটী। মাথা খারাপ হ'ল নাকি তোর, কবে আবার তোর বিয়ে হ'ল !"

পুঁটী রুক্ষকণ্ঠে কহিল, "তুমি ওড়ালে চল্‌ছে না মা, দাদু সাক্ষী।"

বৃদ্ধ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "সাক্ষী ! আমি ?"

তেজোদ্দীপক কণ্ঠে পুঁটী কহিল, "হ্যাঁ, তুমি।"

বিস্ময়ের আতিশয্যে বৃদ্ধ হাতের মালাটা পায়ে জড়াইতে জড়াইতে কহিল, "কই দিদি ! মনে ত পড়্‌ছেনা !"

পুঁটী গর্জ্জন করিয়া কহিল, মালা হাতে মিথ্যে বোলোনা দাদু। ঠাকুরের বাসি মালা নিজে হাতে গলায় পরিয়ে দিয়ে ব'লেছিলে—আজ তোদের বিয়ে দিলুম ভাই। মন্ত্রপড়া বিয়ের চেয়ে, এ বিয়ে ঢের বড়। কারণ, এ বিয়ের সাক্ষ্য স্বয়ং ভগবান্।

হঠাৎ অতীতের স্মৃতির দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় বৃদ্ধ বলিল, "বলেছি দিদি। সেদিন যা ব'লেছি, আজও তাই ব'ল্‌তে প্রস্তুত আছি। একবার নয় শতবার সেকথা তুলে ব'লব, সেই বিয়েই তোদের যথার্থ বিয়ে। কারণ সেটা যে আমার প্রাণের কথা। তবে সমাজ—বুড়োর সে প্রলাপ মাথা পেতে নেবে না ত দিদি ; তাই ভয় পাচ্ছি।"

বৃদ্ধের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া পুঁটী বলিয়া উঠিল, "কাজ নেই দাদু আর আমাদের এ সমাজে থেকে। সমাজের কথা যেখানে পৌঁছুতে পার্‌বে না ; যেখানে গেলে সমাজের হাওয়া গায়ে লাগবে না, অনেক

দিন ধ'রে ত সেখানে যাবে যাবে ক'চ্ছ; চল, সেইখানেই যাই। পারবে না যেতে ?"

বৃদ্ধের মুখখানি একথায় দারুণ আগ্রহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আন্তরিক ব্যাকুলতা বাহ্যিক প্রকাশিত হইতে না দিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "এই বয়সে সব ছেড়ে যাবি পুঁটী! ভোগের তৃষাটা না মিটতেই ত্যাগের আশ্রয় নিবি ?"

পুঁটী বিষাদ-মলিন হাস্তে কহিল, "খুব পারব দাদু। নামের তো তফাৎ নেই; ওকে মনে পড়'লেই তাঁকে ধ্যান করা হবে। কাতর আগ্রহ দেখে দয়াল ঠাকুর আপনিই ছুটে আসবেন। তুমিই তো ব'লেচ দাদু, তিনি মন দেখেন। ঠিক্ ঠিক্ কাতর প্রাণে যে যা চায়, তা বিফলে যেতে দেন না। চল কালই যাই।"

থাকমণি বলিল, "তোর সবতাতেই বাড়াবাড়ি পুঁটী, তা কি হয়! বিষয় আশয় রয়েছে, তার একটা বন্দোবস্ত ক'ত্তে হবে, না অমনি যাব ব'ললেই যাওয়া হয়।"

নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বৃদ্ধ কহিল, "বন্দোবস্ত আর কার জন্যে, একেবারে ঘুচিয়ে যাওয়া যাবে।"

পুঁটী বলিল, "না দাদু, সেটা পারবে না। যদি কখন ফেরে, ভোগ করবে। আমাদের ভিক্ষে ক'রেও দিন কাটবে, ভাবনা কি!"

আশ্চর্য্য নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিল, "এখনও তোর তার ওপর এত মায়া পুঁটী, সে তোর ক'ল্লে কি।"

পুঁটী হাসিয়া কহিল, "না করুন, তাতে কি! হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর বৌ, স্বামীর ওপর মায়া হবেনা তো হবে কার ওপর। একটা ছেড়ে তিনি দশটা বিয়ে করুন, আমার খোঁজ নিন্ আর নাই নিন্; অন্তরে অন্তরে জান্‌ব, তিনি আমার—আমার ছাড়া আর কারুর নন্।"

বৃদ্ধ বলিল, "অবাক কর্লি দিদি।"

আগ্রহভরে থাকমণি কহিল, "ও ঠিকই ব'লেছে বাবা। ছিহুঁর মেয়ের এর চেয়ে বেশী আশা করাই অন্যায়! সেই বেশ, চলুন কালই যাওয়া যাক্। ঘর দোর যা গুছোবার, আজই আমি গুছিয়ে রাখছি।"

নিশ্বাস ছাড়িয়া বৃদ্ধ কহিল, "তুইও খেপ্‌লি মা? তবে তাই!"

(২৬)

নিতে গয়লা একটা মস্ত বড় পোঁটলা ঘাড়ে করিয়া দ্বারদেশে আসিয়া ডাকিল,—"দা-মশাই কৈ গো?"

বৃদ্ধ আগ্রহ ভরে কহিল, "এলি ভাই, আমি কত ভাবছিলুম। এত দেরি হ'ল যে। রাস্তায় নাত-বোয়ের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল বুঝি!"

এক গাল হাসিয়া নিতে কহিল, "সে কাট্ গোঁয়ারের সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভাল গো, দা-মশাই। হ'লে কি অমনি ছাড়ত, তোমার পুঁটুলি খুলিয়ে তবে এস্‌তে দিত।"

বৃদ্ধ হাসিয়া কহিল, "বটে, বড় দুষ্টু তো! দেখিস্ ভাই, আনাচে-কানাচে ওদের কাণ, শুনতে পায়না যেন! তবু—এত দেরি কর্লি যে?"

নিতে দাওয়ার উপর বসিয়া কহিল, "ক'লকেটা দাও দা-মশাই। এইটুকু এস্‌তেই বড্ডো পরিচ্ছম্ হ'য়েছে। পুরুত ঠাকুরের বাসায় গিয়েছিনু কিনা?"

কলিকাটা নামাইয়া দিয়া, তামাকের ডিবাটা হাত্‌ড়াইতে হাত্‌-ড়াইতে বৃদ্ধ কহিল, "কি ব'ললেন তিনি—আসবেন?"

হাত পাতিয়া তামাকের ডেলাটা লইয়া কলিকার ছাই ফেলিয়া দিতে দিতে নিতে কহিল, "সাথেই এস্‌তো, ঠাকুর আন্‌তে বলনু কিনা, তাই ক'য়ে দিলে একটু দেরী—ওই যে এয়েচে।"

পুরোহিতের গলার শব্দ পাইয়া নিতে শেষোক্ত কথাগুলি বলিল। বৃদ্ধ হরদয়াল ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কোথায় গেলিরে পুঁটী, একটা আলো ধর্‌না। 'থাক'ই বা গেল কোথা! এক ঘটি পা ধোয়ার জল দিতে হবে যে!"

পুরোহিত বলিলেন, "থাক্ থাক্, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। হাতের ঠাকুর নামিয়ে তবে ত পা হাত ধোব, কি কাজ।"

তাড়াতাড়ি নিজেই দাওয়ার এক পার্শ্বে জল ছিটাইয়া দিয়া বৃদ্ধ কহিল, "এই যে, এই থান্‌টায় রাখুন। আজ পুঁটীর আইবুড় নাম ঘোচাব স্থির ক'রেছি।"

কথিত স্থানে সিংহাসন সমেত নারায়ণ-শিলা নামাইয়া রাখিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত আশ্চর্য্য নয়নে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে কহিলেন, পুঁটীর বিয়ে—কৈ, জোগাড় ত কিছুই দেখ্‌ছি না; পাত্রই বা কোথায়?"

নিতের আনিত পুঁটুলিটা খুলিতে খুলিতে বৃদ্ধ হরদয়াল কহিল, "জোগাড় ত ভারী, এখুনি ক'রে দিচ্ছি। হরদয়ালের বাড়ী জোগাড় অভাবে কোনো দিন কোনো আজ আট্‌কেছে দেখেছেন কি—পাত্র এই যে!"

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ পুঁটুলি হইতে একখানি ফটো বাহির করিয়া পুরোহিতের সম্মুখে ধরিল। ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পুরোহিত কহিলেন, "আমার সঙ্গে ঠাট্টা ক'চ্চ হরদয়াল?"

বৃদ্ধ করজোড়ে উত্তর দিল, "আজ্ঞে—তাকি পারি, আমি যে চির-কেলে দাসানুদাস।"

ফটোটা হস্তে লইয়া পুরোহিত কহিলেন, "দেখি দেখি, এ যে দেখ্‌ছি আমাদের বৃন্দাবন! আসল থাকতে এ নকলে সাধ কেন হরদয়াল!"

বৃদ্ধ সানুনয়ে কহিল, "আজ্ঞে, আসলটাকে আনতে পারলুম না ব'লেই ওই নকল দিয়ে কাজ শেষ করব ঠিক ক'রেছি। জল নিন্, পা ধুন।"

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে পুরোহিত কহিলেন, "তা যেন ধুচ্চি, কিন্তু এতে তো বিয়ে হবে না হরদয়াল!"

বৃদ্ধ চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসিল, "কেন হবে না ঠাকুর?"

পুরোহিত হাসিয়া কহিলেন, "নকল দিয়ে কখন ত কারবার ক'রিনি!"

বৃদ্ধ ধীর কণ্ঠে কহিল, "মাপ ক'রবেন ঠাকুর। আমি কিন্তু দেখচি, চিরকাল আসল ছেড়ে নকল নিয়েই আপনাদের কারবার। মধুর অভাবে—গুড়, কোনো জিনিষের অভাবে—যব, এ গুলর কথা নয় ছেড়েই দিলুম; ওই যে নারায়ণ-শিলা, উনিই বা কি ব'লুন; নকলে আসল এনে পূজো করা বইত নয়।"

আশ্চর্য্য হইয়া পুরোহিত কহিলেন, "এ সব কার কাছে শিখ্‌লে হরদয়াল? বস্তুতঃ তাই বটে। অন্যে এ কথা স্বীকার না ক'র্লেও, আমি করি। সংসারে সংসারী সেজে অনবরত নকল নিয়েই আমরা আসলকে ভুলে আছি।"

হরদয়াল কহিল, "তা হ'লে আপত্তি রইল না ঠাকুর।"

পুরোহিত হাসিয়া কহিলেন, "ন্যায়ের ফাঁকিতে তুমি আজ জয়ী হরদয়াল। কাজেই একাজ আমি করাতে বাধ্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এত তাড়া কেন। দেখই না আর কিছু দিন। একেবারে আসল ধ'রেই কাজ করালে ভাল হ'ত না?"

হরদয়াল কহিল, "আসল ছেড়ে নকলের পিছনে ঘুরে ঘুরেই দিন ঘুনিয়ে এল। কাজেই আর ভাল লাগ্‌ছে না। তাই ঠিক ক'রেছি,

কাল আসলের সন্ধানে বেরিয়ে প'ড়ব। দেখি বৃন্দাবনচন্দ্র কি করেন!"

স্থির প্রশান্ত বদনে পুরোহিত কহিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্চি হরদয়াল, তুমি সুখী হবে। এতক্ষণে বুঝলুম, সেই আসলের আসলই তোমার সকল ভুল ঘুচিয়ে দিয়েছেন। ভয় নাই, জোগাড় কর, আমি এ কাজ করাব।"

বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে পুরোহিত কহিলেন, "স্ত্রী আচারের কি ক'রবে হরদয়াল! গাঁট-ছড়াটা বা বাঁধবে কার সঙ্গে।"

ধীরকণ্ঠে হরদয়াল কহিল, "গাঁট-ছড়াটা ওর খোলাই থাক্ ঠাকুর। এজন্মে বুঝি ওকে এলো-এলোই কাটাতে হয়। সুদিন যদি হয়, দয়াল প্রভু যদি মুখ তুলে চা'ন, বাকিটা ও নিজেই সেরে নেবে। নয় সেই বৃন্দাবনচন্দ্রের পায়ে ওকে বেচে দেব।"

পুরোহিত কহিলেন, "তবে তাই। আজ আমি তোমার কোন কথাই অমান্য ক'রব না হরদয়াল।"

মালা পরাইবার মুখে হরদয়াল বলিল, "এছড়া আর কার গলায় দিবি পুঁটী, নিজের গলায় রাখ। যদি সুবিধে হয়, শুকনো মালা ছড়া খুলে বৃন্দাবনচন্দ্রের পাদপদ্মে ফেলে দিস্!"

মন্ত্রপাঠ সমাপিত হইলে পুঁটী ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধ পুরোহিত তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "এমন অদ্ভুত বিয়ে আমি একটাও দিইনি দিদি, কিন্তু আজ কি জানি কেন সবার চেয়ে বেশী আনন্দ পাচ্চি। আমি বুড়ো বামুন, প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কচ্চি দিদি, তুই পাবি। আমার প্রাণের ভেতর থেকে কে চীৎকার ক'রে ব'লছে, তোর প্রাণের ধন মিলিয়ে দেবার জন্যই সেই লীলাময়ের এ লীলা।"

পরদিন পাড়া ঝাঁটাইয়া লোক তাহাদের বৃন্দাবনের পথে আগাইয়া দিতে ছুটিল। বৃদ্ধের প্রাণে আজ আনন্দের বান ডাকিতেছে। সে তরঙ্গে আস-পাশের সকলেই মুগ্ধ। মৌখিক আত্মীয়তায় বিদায়-অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আসিয়া, তাহারা আজ সত্য সত্যই কাঁদিয়া আকুল। টিকিট কাটিয়া তিনজনে তখন গম্ভীরমুখে পশ্চিমযাত্রী প্ল্যাট-ফরমে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন নিকট আত্মীয়বিচ্ছেদজনিত কাতরতায় সকলের প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িল।

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের একটি কামরা লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ পা বাড়াইল। সহসা পিছন হইতে কাঁপড় ধরিয়া টান দিয়া পুঁটী কহিল, "যাওয়া বুঝি হ'ল না দাদু, কে এয়েছে দেখ।"

বুড়া থতমত খাইয়া পিছনে চাহিবে কি, বৃন্দাবন ছুটিয়া আসিয়া পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, "আমায় মাপ কর দাদু!"

মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া বৃদ্ধ জোর করিয়া আপন দুর্ব্বলতাটা দূরে ফেলিয়া দিল। পরে ধীরে ধীরে পুঁটীর হাত বৃন্দাবনের হাতের উপর তুলিয়া দিয়া কহিল, "বড় সময়ে এসে প'ড়েছিস্ দাদা, এই নে। তোর গাঁট-ছড়া এলো রইল না রে পুঁটী, আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হ'স্।"

নিজের এলো-মেলো মনটা গুটাইয়া আনিয়া পুঁটী জোর করিয়া কহিল, "তুমি দাদু!"

গাড়ীর দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে বৃদ্ধ কহিল, "নকল ধ'রে তোর আসল মিলে গেছে পুঁটী। তুই ফিরে যা। আমি কিন্তু এতদিন নকল ধ'রে জ্বলেই মরছি; তাই নকল ছেড়ে, আজ সেই আসলের আসলকে পেতে ছুটেছি! সুখে থাক!"

বৃন্দাবন বাধা দিবে কি স্তম্ভিত বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া পুঁটীর হাতটা

শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার প্রাণের সকল কোমল বৃত্তিগুলা বুঝি তখন চোক দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল।

নির্জ্জীব ট্রেণটা তাহাদের প্রাণের ব্যথা বুঝিল না। ধরা কাঁপাইয়া তালে তালে যেন তাহাদের ব্যঙ্গ করিতে করিতে ছুটিয়া প্ল্যাট-ফরম হইতে বাহির হইয়া গেল।

(২৭)

প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনে অনন্ত প্রেম ভাবের তরঙ্গ বহিয়া গেলেও, কি জানি কেন বালকের দল আজ পথচারী জনৈক বৃদ্ধের পশ্চাতে পাগল পাগল বলিয়া হাতে হাতে তালি দিতে দিতে ছুটিয়াছে। রুক্ষকেশী বৃদ্ধের আরক্ত নয়নে দর-বিগলিত ধারা। শুধু বালক কেন, অনেক পূর্ণবয়স্ক পথচারী পথিকও তাহার ভাব দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছে। চারিদিক হইতে উপহাসের তীব্র কশাঘাত অবিরত বর্ষিত হইতে থাকিলেও, বৃদ্ধ কাহারও দিকে চাহিতেছে না। অথবা কাহারও সহিত কোন কথাও বলিতেছে না। শূন্যদৃষ্টিতে উদাসপ্রাণে শুধু পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

একজন দয়াপরবশ ব্রজবাসী কিছু মিষ্টান্ন লইয়া বৃদ্ধের সম্মুখে আসিল। হঠাৎ গমনপথে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, বৃদ্ধ শূন্যদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। লোকটী স্নেহ-করুণ কণ্ঠে কহিল, "খা-লেও, বেটা।"

অবাক্ হইয়া বৃদ্ধ শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "হা বৃন্দাবনচন্দ্র, কোথায় তুমি?"

সান্ত্বনা দিয়া লোকটী বলিল, "পহেলি খা-লেও, পিছু দর্শন মিলেগি।"

শূন্যদৃষ্টিতে বৃদ্ধ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কথাগুলা যে তাহাকেই বলা হইতেছে, বুঝি তাহা বুঝিতেও পারিল না। একটী মতিচুর লইয়া লোকটী বৃদ্ধের মুখের নিকট তুলিয়া ধরিল। হাঁ করিয়া খাইতে গিয়া বৃদ্ধ সহসা মুখ ফিরাইয়া লইল। এবং পুনরায় উন্মত্তভাবে অন্যদিকে ছুটিয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, ঢের খেয়েছি, আর না। এবার সব ছেড়েছি। ওহো হো! সব ছেড়ে, আমার বৃন্দাবনকে ছেড়ে, তোমার দুয়ারে ছুটে এসেছি, কিন্তু তুমি কি নিষ্ঠুর। এখনও আমার সেই মায়া পাশেই জড়িয়ে রেখেছ, এতদিন গেল, কৈ দর্শন ত পেলুম না।"

লোকটী পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কাহে শোকৃতা হো ভাই। তেরা বৃন্দাবনচন্দ্র মিল যায়ে গি।"

উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধ কহিল, "মিল্‌বে? মিল্‌বে? কৈ কোন দিকে? তবে কি সে এসেছে? তাই তো বলি, সে কি আমায় ছেড়ে থাকৃতে পারে? কৈ, থাক্ দেখি! হায় হায়, কোথায় কে! কেন এ ছলনা প্রভু?"

পথচারী একজন বৈষ্ণব গোপী-যন্ত্র সহায়ে গাহিতেছিল——

"আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ,
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ।"

স্থিরকর্ণে বৃদ্ধ কিয়ৎকাল সে গীত শ্রবণ করিল। পরে হঠাৎ উন্মত্ত-ভাবে ছুটিয়া গিয়া লোকটীর হাত চাপিয়া ধরিল। অবাক-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লোকটী কহিল, "আঃ, লাগে যে, ছেড়ে দাও!"

বৃদ্ধ ছাড়িল না, বরং আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া কহিল, "একি গাইছ তুমি!"

ধীরকণ্ঠে বৈষ্ণব কহিল, "কেন, প্রভুর যশ-গান!"

বৃদ্ধ তীব্র শ্লেষভরা কণ্ঠে কহিল, "এত মিথ্যে দিয়ে তুমি তোমার প্রভুকে সাজাতে চাও?"

বৈষ্ণব শান্তনয়নে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া, ধীর মধুরকণ্ঠে কহিল, "মিথ্যে কিছুই নয় ভাই খাঁটি সত্য। তিনি যে বড় দয়াল!"

পা ঠুকিয়া গর্জ্জন করিয়া বৃদ্ধ কহিল, "কখনো নয়।"

মধুর হাস্যে তাহার উগ্রভাব দূর করিতে চাহিয়া বৈষ্ণব কহিল, "বিশ্বাস কর।"

চীৎকার করিয়া বৃদ্ধ কহিল, "কি ;—আমরা না চাইতে সে আমাদের চাইছে, এই জল্-জ্যান্তে মিথ্যেটা আমি বিশ্বাস ক'র্‌বো? তাহ'লে এতদিন এসেছি, সেই বৃন্দাবন ছোঁড়ার জন্যে আকুল হ'য়ে কাঁদছি কৈ, সে এসে দাঁড়ায় না কেন? ইচ্ছে ক'ল্লে তার কেশ ধরেও তো তোমার দয়াল, দেখাতে পার্‌তো?"

বৈষ্ণব বলিল, "বিশ্বাস কর ভাই, তিনি তাও পারেন।"

বৃদ্ধ উগ্রকণ্ঠে কহিল, "না, কিছুতে বিশ্বাস করি না! পারে যদি, আসে না কেন?"

বৈষ্ণব কহিল, "তুমি কি তাঁকে তোমার বৃন্দাবন ভাবে ভেবেছ? ডেকেছ?"

উচ্চহাস্য করিয়া বৃদ্ধ কহিল, "কত শত বার! এসে পর্য্যন্ত পাগল হ'য়ে প্রাণের বোঝা তোমাদের ওই দয়ালটির পায়ে ফেলে দিতে ছুটে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এমনি নিঠুর সে, কাণেও শুন্‌ছে না।"

বৈষ্ণব ধীর স্নেহভরা কণ্ঠে কহিল, "আমার সঙ্গে এস।"

ত্বরিতে তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া উন্মত্ত বৃদ্ধ ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "না না, আমি যাব না। চোর তোরা—সব চোর। একটা মহাজুয়াচুরি ব্যবসা খুলে তোরা জগৎ মজাচ্ছিস্।"

বৈষ্ণব মাথা নোয়াইয়া কহিল, "ঠিক ব'লেছ ভাই, সব চোর, আমরা চোরের দল। তুমি চোর, আমি চোর, জগত সুদ্ধ সবাই চোর।"

কিয়ৎকাল অবাক-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, "এ বলে কি! আমি চোর?"

বৈষ্ণব হাসিয়া বলিল, "বুঝে দেখ ভাই—নও কি? যাকে প্রাণ মন দিতে এলে, তাকে দিতে পেরেছ কি?"

মাথা নাড়া দিয়া বৃদ্ধ কহিল, "কি ক'রে দেব! আমার সমস্ত বুকটা যে সেই ছোঁড়ার রূপেই ভরে আছে, ফাঁক পেলে তবে ত তাকে ডাক্‌ব! তাকে বসাবার মত এতটুকু স্থান যে এ বুকে নেই।"

বৈষ্ণব বলিল, "তোমার বৃন্দাবনকে দিয়েই এঁকে দেখ। ভাবো, ইনিই সেই।"

জোরে জোরে মাথা নাড়া দিয়া বৃদ্ধ কহিল, "হ'তে পারে না। প্রমাণ?"

বৈষ্ণব হাসিয়া কহিল, "চল দেখাই!"

সুষুপ্তি-জাগরণের মধ্য দিয়াই যেন বৃদ্ধ তাহার অনুসরণ করিল। যাইবার কালে মুখে বার বার বলিতে লাগিল, "তাই হও, ওগো তুমি তাই হও। সকল ছেড়ে আমি তোমায় ধরতে এসেছি; আমায় পাগল ক'রনা প্রভু—আমায় পাগল ক'রনা তোমার চাঁদমুখ দেখিয়ে আমার বৃন্দাবনের নেশা কাটিয়ে দাও।"

সবেমাত্র গোবিন্দজীর মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছে। এখনও কেহ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। উন্মত্তবেশে বৃদ্ধ বৈষ্ণবের সহিত দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। বৈষ্ণব কহিল, "তুমি যাও ভাই, আমার যাওয়া হবে না।"

শূন্যদৃষ্টিতে বৃদ্ধ তাহার মুখের দিকে চাহিল। কি বুঝিল, জানি না। তারপর গোঁ-ভরেই অগ্রসর হইয়া চলিল। একজন তাহার গমনপথে

বাধা দিতে আসিয়া পরক্ষণে সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। বুঝি ভাবপ্রবন বেগবতী নদীর সাগর গমনের পথে বাধা দিতে তাহার সাহস ও সামর্থে কুলাইল না। দুই হাত বিস্তার করিয়া বৃদ্ধ মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মুখে বলিতে লাগিল, "কৈ বৃন্দাবনচন্দ্র, তোমার চাঁদমুখ দেখ্‌ব ব'লে আমি যে আমার সকল ভাসিয়ে ছুটে এসেছি। দেখা দাও প্রভু, দেখা দাও! না না, তুই আর আমার সাম্‌নে আসিস্‌নি বৃন্দাবন। ও কে হাসনে! কেও, বৃন্দাবন! বৃন্দাবন! ওকি ক'রেছিস্ অবুঝ; ও আবার কে, যশোদা! যশোদার কোলে অঙ্গ ঢেলে কে তুমি মনচোরা, ননীচোরা, মোহন বাঁশরী মুখে আমার দিকে চেয়ে আছ! না না, ও যে আমারই বৃন্দাবন! বৃন্দাবন? বৃন্দাবন? নেমে আয় হতভাগা, নেমে আয়! অকল্যাণ হবে যে! ছি—ছি, কি তুই! আয় নেমে আয়, কি, আসবি না? দাঁড়া তবে!"

ক্রোধভরে বৃদ্ধ নাতিকে শাসন করিতে গিয়া হঠাৎ ধরণী পৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল। ভক্তি আপ্লুতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এত কষ্টের পর এত দয়া ক'র্‌লে প্রভু। কি ভ্রম আমার! তোমাকে আমি আমার বৃন্দাবন ভেবেছিলুম। না—না, এ তুই নস্ বৃন্দাবন, এ আমার——

চাঁদমুখ।

Printed by

P. DAS, at the SATYANARYAN PRESS,

25, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.